# শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

# শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল : ০১৭১১-২৭৬৪৭৯

www.pathagar.com

শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে
আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী
সঙ্কলক-অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজর, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবা ঃ ০১৭১১-২৭৬৪৭৯

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ শিবলী-শাকিল কম্পিউটার
৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ঃ শিল্পকোণ
৪২৩ বড়মগবাজার, ওয়্যারলেস রেলগেট, ঢাকা- ১২১৭

শুভেচ্ছা বিনিময় : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

**Shishu-Kishorder prosner Jawabe**
**Allama Delawar Hossain Sayedee**

Co-operated by **Moulana Rafeeq bin Sayedee**

Copyist : **Abdus Salam Mitul**

Published by Global publishing Network, Dhaka.
2nd Edition 2008 November

Four Doller (U.S) Only
Two Pound Only

www.pathagar.com

# সূচনা সৌরভ

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মুক্তি পাগল জনতার কাছে শ্রদ্ধাভরে বারবার উচ্চারিত একটি নাম–একটি আন্দোলন–একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। মুসলিম বিশ্বের সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব তিনি। আল্লাহর কোরআনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মুসলিম বিশ্বের গন্ডী অতিক্রম করে বর্তমানে অমুসলিম বিশ্ব তথা পাশ্চাত্য জগতেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত মহিমায় ভাস্বর আল্লামা সাঈদীর মত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ বাগ্মীকে দেশ-বিদেশে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে সেসব প্রশ্নের যুক্তি সঙ্গত জবাব দিয়েছেন। মুসলিম জাহানের চিন্তাশীল মহলে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা গগন চুম্বী। এদেশের মুসলমানদের জন্য তাঁর অবদান এতটা বিশাল ও প্রশস্ত যে, তা ভাষার তুলিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইসলামের এমন কোনো দিক নেই, যে দিক সম্পর্কে তিনি জাতিকে সচেতন করে তুলছেন না।

বাংলাদেশের মুসলমানদের চরম দুর্দিনে তিনি মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বিপ্লবী আহ্বান নিয়ে নিজের প্রাণ বাজি রেখে কান্ডারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে আল কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি যে জাগরণ সৃষ্টি করেছেন, সে জাগরণকে অবদমিত করতে পারে এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। তিনি শুধু বাংলাদেশের নির্যাতিত-মযলুম জনতারই বন্ধু নন–ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে বজ্র কঠিন আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করার কারণে গোটা বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন। জনপ্রিয়তার যে কোন মানদন্ডে উত্তীর্ণ আল্লামা সাঈদী গোটা জাতির কাছে যেন এক জীবন্ত কিংবদন্তী।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, যেখানেই ফেরাউন হামাগুড়ি দেয়ার চেষ্টা করেছে সেখানেই মূসা গর্জন করে উঠেছেন। নমরুদ যেখানে কথা বলার চেষ্টা করেছে ইবরাহীম সেখানে আবির্ভূত হয়ে নমরুদের বাকশক্তি রুদ্ধ করে দিয়েছে। যেখানেই আবু জাহিল ফণা বিস্তার করার চেষ্টা করেছে সেখানেই আবু বকর-ওমর সে ফণা দলিত মথিত করেছেন। ১৯৭১-এ যুদ্ধ করার সময় এ জাতি নিজের স্বকীয় আদর্শের ভিত্তিতে একটা সুন্দর সুখী সমৃদ্ধশালী জীবন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল। মধুর স্বপ্ন বুকে ধারণ করে মরণ-পণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু জাতির কুসুমাস্তীর্ণ পথ তৎকালীন সরকারের ষড়যন্ত্রের দানব সৃষ্ট প্রবল ভূমিকম্পে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বসে পড়লো। গোটা জাতি যেন নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল। নিশা ! মহানিশা নেমে এলো জাতীয় জীবনে। কোথাও সামান্যতম আলোর রেখাটুকু বাকি রইলো না। জাতীয় জীবনের সুখসূর্য স্বৈরাচারের পদতলে নিষ্প্রভ হয়ে পড়লো। গোটা জাতির খরস্রোতা জীবন নদীর তলদেশে তৎকালীন স্বৈরাচারের তৈরী

www.pathagar.com

দূষিত বর্জ্য আর শৈবালদাম ঘন হয়ে–স্তুপিকৃত হয়ে স্রোতস্বিনীর গতিকে হরণ করলো। ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী শাসকদের আমন্ত্রিত অতিথি ব্রাহ্মণ্যবাদ বাংলার মুসলিম তরুণ-যুবকদের সমগ্র বোধশক্তির ওপরে চিরতরে মহাবিস্মৃতির কৃষ্ণকালো অন্ধকারের যবনিকা টেনে দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পাদন করলো। জাতীয় জীবনের যেখানে শুরু–সেখানেই নামিয়ে দেয়া হলো অভিশাপের সর্বগ্রাসী অনল প্রবাহ। দেশের সেই ক্রান্তিলগ্নে তওহীদী জনতার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর হিসেবে আল্লামা সাঈদী অকুতোভয়ে সিংহ গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

বর্তমান সময় পর্যন্তও তাঁর চলার গতি মুহূর্তের জন্যেও থেমে নেই। অবিরাম- ক্লান্তিহীন গতিতে তিনি সারা পৃথিবী ব্যাপী মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বিপ্লবী আহ্বান মুক্তিকামী জনতার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠসমূহে তাঁর বিপ্লবী কণ্ঠ অনুরণিত হয়েছে। তিনি পবিত্র মদীনা নগরীতে অবস্থিত ইসলামী ইউনিভার্সিটি, ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ও ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকার হাভার্ড ইউনিভার্সিটি, পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটি, হিউস্টন ইউনিভার্সিটি, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি, কানাডার টরোন্টো ইউনিভার্সিটি ও অটোয়া ইউনিভার্সিটি, অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ ইউনিভার্সিটি, মালোয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ও ইন্টারন্যাশনাল এ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, ইরানের তেহ্‌রান ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের ঢাকা ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ও চট্রগ্রাম ইউনিভার্সিটিসহ বিশ্বের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষাবীদদের সম্মুখে মহান আল্লাহর কোরআন থেকে মূল্যবান আলোচনা পেশ করেছেন এবং ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে কোরআন তাফসীর মাহফিল উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে এবং শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মহান আল্লাহর কোরআনের বিপ্লবী সিপাহ্‌সালার আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। আমরা শিশু-কিশোরদের অগণিত প্রশ্ন থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার জবাব সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে পেশ করলাম। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোরআনের খাদেম আল্লামা সাঈদী সাহেবকে দীর্ঘ হায়াত ও শারীরিক সুস্থতা দান করুন এবং তাঁর সম্মান-মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দিন।

**আব্দুস সালাম মিতুল**

বড়মগবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com

## যেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন

### নবী-রাসূল


মাছওয়ালা কে ..... ১৩
হযরত আদম কোথায় চাকরী করতেন ..... ১৩
রাসূল কি আল্লাহকে দেখেছেন ..... ১৩
নবুয়্যাত পেলেন গোনাহ্ করার পূর্বে না পরে ..... ১৫
ভুলের স্বীকৃতি দেয়া নবীদের স্বভাব ..... ১৬
সব ধর্মই কি স্রষ্টার সৃষ্টি ..... ১৬
অন্য ধর্মের লোকজন কি জাহান্নামে যাবে ..... ২২
এই নামগুলো কি নবীদের ..... ২৩
রাসূলের ছেলে-মেয়ে কতজন ছিল ..... ২৪
কারা শয়তানের থেকেও নিকৃষ্ট ..... ২৫
অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামও কি একটি ধর্ম ..... ২৬
আদম ও হাওয়া নাম দুটো কোত্থেকে এলো ..... ২৬
পৃথিবীতে সর্বপ্রথম খুনের ঘটনা ..... ২৭
নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য কি ..... ২৯
মক্কী জীবনে কতজন মুসলমান ছিল ..... ৩০
রাসূল নূরের তৈরী না মাটির তৈরী ..... ৩০
ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে ..... ৩১
হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কখন ইসলাম প্রচার করেন ..... ৩২


### ইসলামী ছাত্র শিবির


শিবির এবং অন্যান্য দলের মধ্যে পার্থক্য কি ..... ৩৩
শিবিরের কর্মীদের কি শহীদ বলা যাবে ..... ৩৭
শিবির না করলে কি আখিরাতে মুক্তি পাবো না ..... ৩৮
যদি শিবিরের দাওয়াত গ্রহণ না করে ..... ৩৮
শিবিরের ভাইয়েরা কি মানুষ খুন করে ..... ৩৯


www.pathagar.com

## যেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন


আল্লাহ-রাসূলের পর কার আদেশ মানবো ..... ৪০
জামায়াত-শিবির কি রগ কাটে ..... ৪১
আপনি কেনো জামায়াতে ইসলামী করেন ..... ৪২
আব্বা আওয়ামী লীগ করেন- আম্মা জামায়াতে ইসলামী করেন ..... ৪২
অন্য দলের নেতা-কর্মীরা জাহান্নামে যাবে ..... ৪৪
শিবির করলে কি লাভ হবে ..... ৪৯
ইসলামের নামে অনেক দল- আমি কোন্ দলে যাবো ..... ৫০
জামায়াতে ইসলামী কি সেই রাজনীতি করে ..... ৫১
চরিত্র গড়বো কিভাবে ..... ৫১
আদর্শ মুসলমান হতে চাই ..... ৫২
জামায়াতে ইসলামীতে মুক্তিযোদ্ধা ..... ৫২
ছোটরা কি আন্দোলন করবে ..... ৫৩
কোন্ সংগঠন করবো ..... ৫৩
ইসলাম প্রসারে কিশোরদের ভূমিকা ..... ৫৩
শিশুদের ইসলামী আন্দোলন ..... ৫৪
স্কুল ছাত্ররা অশ্লিল সিডি দেখে ..... ৫৪
কিভাবে আল্লাহর পথে চলবো ..... ৫৪
শিশু কখন ইসলামী জ্ঞান অর্জন করবে ..... ৫৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা নেই ..... ৫৭
কিভাবে ইসলামী আন্দোলন করবো ..... ৫৭
অন্য দল করলে মরার পর কি হবে ..... ৫৮
আব্বা আওয়ামী লীগ করে নামাযও পড়ে ..... ৫৮
ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ একটি কুফ্রী মতবাদ ..... ৫৯
ছাত্রলীগের ভাইদের সাথে মিশবো না ..... ৬৩
শেখ মুজিবের ছবি নিয়ে আব্বু-আম্মুর ঝগড়া ..... ৬৪


www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ নেত্রীর হরতাল না করার ওয়াদা ..... ৬৫
ধর্মনিরপেক্ষ মা-বাপের সাথে সম্পর্ক ..... ৬৬

## পিতামাতা

মৃত মায়ের প্রতি আমার দায়িত্ব কি ..... ৭০
আল্লাহর পথে চলতে চাই পিতামাতা বাধা দেয় ..... ৭৩
পিতামাতা সন্তানের অধিকার ক্ষুন্ন করে ..... ৭৪
মায়ের অধিকার তিনগুণ বেশী কেন ..... ৭৪
মৃত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আমার দায়িত্ব কি ..... ৭৪
পিতামাতার সাথে না বুঝে বেয়াদবি করেছি ..... ৭৫
আব্বা আমাদেরকে না দিয়ে অন্যকে দান করে ..... ৭৬
আব্বা হারাম উপার্জন করে ..... ৭৬
বড় ভাই আব্বা-আম্মার সাথে খারাপ ব্যবহার করে ..... ৭৭
বিয়ের পরে বড় ভাই আব্বা-আম্মাকে দেখে না ..... ৭৯
পিতামাতা যদি সন্তানের সাথে ভালো আচরণ না করে ..... ৮১
আব্বা এত কষ্ট করেন, তবুও আম্মার অধিকার এত বেশী কেন ..... ৮৪
পিতামাতার কাছে কিভাবে ক্ষমা চাইবো ..... ৮৭
সন্তান খারাপ পথে-মাতাপিতার কি হবে ..... ৮৮
মা আমাকে কেন বকা দেন ..... ৮৯
সন্তানের গোনাহ্‌র জন্য মাতাপিতা দায়ি হবে ..... ৮৯
আব্বা আম্মা মসজিদে যেতে দেয় না ..... ৯০
মা জোর করে বোরকা পরিয়ে দেয় ..... ৯১
আমার আব্বা সিগারেট খায় ..... ৯১
আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন ..... ৯২
নামাযের সময় মন খেলার দিকে যায় ..... ৯২
আমার আব্বা মদ বিক্রি করেন ..... ৯৩



www.pathagar.com

## যেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন


আব্বা আম্মা আমাকে ওরশে নিয়ে যায় ..... ৯৪
আমি পিতামাতার ভুল ধরিয়ে দিতে পারি ..... ৯৫
আমার সৎ কাজের সওয়াব কি পিতামাতা পাবে ..... ৯৬
হযরত ইবরাহীম তো পিতামাতার অবাধ্য ছিলেন ..... ৯৬


## বিবিধ বিষয়


সীরাতুন্নবী ও মিলাদুন্নবীর মধ্যে পার্থক্য কি ..... ৯৮
দাড়ি রাখা কি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ..... ৯৮
লোকজন মসজিদে না যেয়ে মাজারে বেশী যায় ..... ১০০
হযরত ঈসা কি ইন্তেকাল করেছেন ..... ১০০
মাহফিল করায় আপনার স্বার্থ কি ..... ১০২
শিশু নির্যাতন কি বন্ধ করা যায় না? ..... ১০৩
বিস্‌মিল্লাহ্ না লিখলে কি গোনাহ্ হবে ..... ১০৩
টিভিতে কার্টুন দেখলে কি গোনাহ্ হবে ..... ১০৪
স্কুল ছাত্র দুর্ঘটনায় মারা গেলে কি হবে ..... ১০৫
অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব করবো কি ..... ১০৬
আব্বা আম্মা রোযা রাখতে দেয় না ..... ১০৬
আযানের সময় দরুদ পড়া ..... ১০৬
প্রথম শহীদ কে হয়েছেন ..... ১০৭
যুন্নুরাইন কাকে বলা হয় ..... ১০৭
পৃথিবীতে কি মুসলিম বিজ্ঞানী ছিল না ..... ১০৭
মোনাজাতে কি কাঁদতেই হবে ..... ১১০
ছেলে মেয়েদের কি পৃথক স্কুল করা যায় না ..... ১১০
কবর আযাব কিভাবে হয় ..... ১১১
আল্লাহ নিজেই জবাব দিয়েছেন, সে আয়াত কোন্‌টি ..... ১১৩
শরীর বন্ধ করার দোয়া ..... ১১৫


www.pathagar.com

## যেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন


রাসূল প্রচলিত তাস্‌বীহ পড়েননি ..... ১১৬
জান্নাতে যাবার সহজ পথ কোন্‌টি ..... ১১৬
ফেরেশ্‌তাদের কাজ কি ..... ১১৭
ইলহাম বলতে কি বুঝায় ..... ১১৭
আমাদের দেশে কোন্ সাহাবী এসেছিলেন ..... ১২৫
আবু জাহিল কার হাতে মারা পড়েছিল ..... ১২৬
শিশুদের মধ্যে প্রথম ইসলাম কে কবুল করেছিল ..... ১২৬
এসব শব্দের অর্থ বুঝিনি ..... ১২৬
মহিলা সাহাবী কি যোদ্ধা ছিলেন ..... ১২৮
রাসূলের যুগে কি মহিলা কবি ছিলো ..... ১২৮
আশরায়ে মুবাশ্বারা শব্দের অর্থ কি ..... ১২৯
সাহাবীদের মধ্যে দুই দল কেন ..... ১২৯
সাবিকুনাল আওয়ালীন কোন্ সাহাবীর নাম ..... ১৩০
রাসূল কি গায়েবী জানাযা পড়েছেন ..... ১৩০
নামাযে কিভাবে দাঁড়াবো ..... ১৩০
গায়েবী জানাযা জায়েয কিনা ..... ১৩১
কাবা ঘরে মওদুদীর গায়েবী জানাযা ..... ১৩১
তিনি কি রাসূলের বংশধর ছিলেন? ..... ১৩১
আপনি অন্য দল করেন না কেন ..... ১৩২
পিরামিড কে বানিয়ে ছিল ..... ১৩৩
সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিষ্টটল তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন ..... ১৩৪
ওয়াহাবী কারা তাদের আকীদা-বিশ্বাস কি ..... ১৩৪
শিয়ারা কি কাফির ..... ১৩৫
ঈসমাঈলীয়া বা আগাখানরা মুসলমান কিনা ..... ১৩৯
দ্বীনে ইলাহী কি সত্যই কোনো ধর্ম ..... ১৪১


www.pathagar.com

## যেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন


নেক্‌লেসে ক্রুসের চিহ্ন ..... ১৪২
কোরআনের বাংলা অনুবাদ সর্বপ্রথম কে করেছেন ..... ১৪৩
ফত্‌ওয়া দিতে হলে কি ধরনের যোগ্যতা প্রয়োজন ..... ১৪৩
মসজিদে মিম্বরের তিনটি সিঁড়ি কেন ..... ১৪৪
হাতেম তাঈ কে ছিলেন ..... ১৪৫
ক্রুসেড বলতে কি বুঝায় ..... ১৪৫
ইসলামের জন্য অস্ত্রের ব্যবহার ..... ১৪৮
মাইকে আযান দেয়া হয় না ..... ১৫২
বাংলাদেশে কত সালে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে ..... ১৫৩
ফজরের নামায কোন্ সময় পর্যন্ত পড়া যাবে ..... ১৫৩
মিলাদ রাসূলের যুগে ছিল না ..... ১৫৩
শির্‌ক, বিদআতের বিরুদ্ধে আমাদের কি ভূমিকা ..... ১৫৪
স্লামালেকুম না আস্‌সালামু আলাইকুম ..... ১৫৫
মুসলিম কিশোরদের দায়িত্ব কি ..... ১৫৬
নামায আদায়কালে মনে অন্য চিন্তা এলে ..... ১৫৯
বাংলাদেশ কি কখনো ইসলামী রাষ্ট্র হবে ..... ১৫৯
আপনি কিভাবে ইসলামী রাজনীতির পথে এসেছেন ..... ১৬০
জাতিসংঘ ও মুসলমান ..... ১৬০
টেলিভিশনে নাটক দেখা যাবে কি ..... ১৬১
তাবিজ করা হলে তা সফল হয় কেন ..... ১৬২
বিউটি পার্লারে যাবো কি ..... ১৬২
জামায়াত-শিবিরের লোক বলছে এসব মিথ্যা কথা ..... ১৬৩
যদি নামায না পড়ি ..... ১৬৩
সিগারেট খেলে কি গোনাহ্ হয় ..... ১৬৪
মাজারে চুন মাখালে চোর ধরা পড়ে ..... ১৬৪


www.pathagar.com

## যেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন


ছোটদের প্রতি বড়রা কেমন আচরণ করবে ..... ১৬৫
বুযর্গ লোক কি ভবিষ্যত বক্তা ..... ১৬৭
ভালোবাসা দিবস পালন করা যাবে কি ..... ১৬৮
কোন্ ধরনের গোনাহ্ করলে জান্নাত হারাম হয়ে যায় ..... ১৭০
প্রধানমন্ত্রীকে পর্দা করার কথা বলুন ..... ১৭০
মিনতী রাণী কি জাহান্নামে যাবে ..... ১৭১
অমুসলিম শিশুরা কি জাহান্নামে যাবে ..... ১৭১
জন্মদিন পালন করা যাবে কি ..... ১৭১
কোরআন কোন্ সময় নাযিল হয়েছে ..... ১৭২
মসজিদে শিশুদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে ..... ১৭২
আব্বা প্যান্ট-সার্ট পরা হারাম বলেন ..... ১৭৩
পরীক্ষা দেব না তাবলিগের চিল্লায় যাবো ..... ১৭৪
ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি কোন্ সূরায় আছে ..... ১৭৪
হাশরের ময়দান কোথায় হবে ..... ১৭৫
শয়তান কি নিজের দোষ অস্বীকার করবে ..... ১৭৬
শয়তান নাকি চার ধরনের ..... ১৭৮
প্রেম করা কি গোনাহের কাজ ..... ১৭৯
আপনার পরে কে মাহফিল করবে ..... ১৮০
ব্যাঙ্ক-বীমায় চাকরী করা যাবে কি ..... ১৮০
মুসলমান হলে কি খাত্না করতে হবে ..... ১৮১
ঘরে ছবি থাকলে নামায হবে কি ..... ১৮২
মৃত্যুর পরে কি দুনিয়ায় আসা যায় ..... ১৮২
পারফিউম ব্যবহার করে কি নামায হবে ..... ১৮২
কলমের বগলি হাতে লাগলে কি হবে ..... ১৮৩
আব্বা চুল-দাড়িয়ে কেন কলপ দেয় ..... ১৮৩


www.pathagar.com

## যেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন


হাপহাতা সার্ট পরে কি নামায হয় ..... ১৮৩

মৃত মানুষের ক্ষুধা ..... ১৮৩

আসল পীর চিনবো কি করে ..... ১৮৪

টিভি চ্যানেলে অনুষ্ঠান করা ছবি তোলা হারাম ..... ১৮৪

আমি আল্লাহর সাথে কথা বলি ..... ১৮৫

গনতন্ত্রের কথা বলা হারাম ..... ১৮৫

দেওয়ানবাগী ও রাজারবাগী ভন্ডপীর ..... ১৮৬

দেওয়ানবাগের ছবি ঝুলিয়ে নামায আদায় ..... ১৮৮

ইসলাম চার শ্রেণীতে বিভক্ত কেন ..... ১৮৮

পীরের উসিলা দিয়ে মোনাজাত ..... ১৮৯

ইয়াতিমদেরকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা ..... ১৮৯

প্যান্ট পরে কি নামায পড়া যায় না? ..... ১৯০

আল কোরআনের দিকে আহ্বান ..... ১৯১



বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাস্সীর

**মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি**

কর্তৃক রচিত বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

# তাফসীরে সাঈদী

আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ

আল কোরআনের মানদন্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা

দ্বীনে হক-এর প্রতি দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা

আল কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান

মানবতার মুক্তিসনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন

বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন-১ ও ২

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২

শাহাদাতই জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ

আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি

আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?

হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন

কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়?

রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) মোনাজাত

আল্লাহ কোথায় আছেন?


www.pathagar.com

## নবী-রাসূল

### মাছওয়ালা কে

**প্রশ্ন ঃ** *হাসিবুর রহমান বিলাল, অষ্টম শ্রেণী। পবিত্র কোরআনের একটি বাংলা অনুবাদ পড়ার সময় দেখলাম, এক জায়গায় 'মাছওয়ালা' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। এই মাছওয়ালা লোকটি কে ছিলেন এবং কেনো তাকে মাছওয়ালা বলা হয়েছে?*

**উত্তর ঃ** আল্লাহর নবী হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামকে মাছওয়ালা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে প্রকান্ড এক মাছ উদরস্থ করেছিলো, এ কারণে পবিত্র কোরআনে তাঁকে মাছওয়ালা নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

### হযরত আদম কোথায় চাকরী করতেন

**প্রশ্ন ঃ** *আবুল কালাম আজাদ মৃদুল, ষষ্ঠ শ্রেণী। সাঈদী দাদা, আমার আব্বা চাকরী করে টাকা পান তাই দিয়ে আমাদের সংসার চলে। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম কোথায় চাকরী করতেন এবং কত টাকা বেতন পেতেন? তাঁর সংসার চলতো কিভাবে?*

**উত্তর ঃ** মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম কৃষি কাজ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। কৃষি কাজের মাধ্যমে ভূমিতে যে ফসল উৎপন্ন হতো, তাই দিয়ে তাঁর সংসার চলতো।

### রাসূল কি আল্লাহকে দেখেছেন

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম জাহেদুল ইসলাম সোহেল, স্কুল ছাত্র। আপনি বক্তৃতায় বলেছেন, কোনো দৃষ্টি শক্তি আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা রাখে না। এমনকি নবী-রাসূলও না। কিন্তু আমি একটি বইতে পড়েছি, মিরাজে আল্লাহর রাসূল আল্লাহকে দেখেছেন। তিনিও তো মানুষ ছিলেন, তাহলে দেখলেন কিভাবে?*

**উত্তর ঃ** অনেকে কয়েকটি হাদীসের ওপর নির্ভর করে উল্লেখ করে থাকেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন। যেসব হাদীসের ওপর ভিত্তি করে এ কথা বলে হয়ে থাকে, সেসব হাদীস যেমন বর্ণনার দিক থেকে দুর্বল, তেমনি তা কোরআনের ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোরআনের বিপরীত কোনো হাদীস– হাদীস বলে গণ্য করা যাবে না, এ ব্যাপারে মুফাচ্ছেরীনে কেরাম ও মুহাদ্দেসীনে কেরাম একমত। আল্লাহ

www.pathagar.com

রাব্বুল আলামীনকে দেখার ব্যাপারে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন আবেদন করেছিলেন, তখন মহান আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন–لَنْ تَرَانِىْ তুমি আমাকে দেখতে পারো না। (সূরা আ'রাফ-১৪৩)

সুতরাং আল্লাহর ঘোষণা স্পষ্ট এবং কোরআনের এই ঘোষণার বিপরীত যেসব হাদীস রয়েছে, তা কোনোক্রমেই সহীহ হতে পারে না। বোখারী কিতাবুত তাফসীর-এ হযরত মাসরুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে প্রশ্ন করলাম, আম্মাজান! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার এই কথায় তো আমার শরীরের পশম শিউরে উঠেছে। তুমি এ কথা ভুলে গেলে কিভাবে যে, তিনটি কথা এমন যা হয়েছে বলে কেউ দাবী করলে সে মিথ্যা দাবী করে। এর মধ্যে প্রথম কথা হলো, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রব-কে দেখেছেন, সে মিথ্যা বলে। এরপর হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কোরআনের এই আয়াত কয়টি তিলাওয়াত করলেন–

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ–

এই হচ্ছেন আল্লাহ তোমাদের রব, তিনি ব্যতীত আর কেউ ইলাহ্ নেই, সব জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা, অতএব তোমরা তাঁরই দাসত্ব কবুল করো, তিনিই সমস্ত জিনিসের ওপর দায়িত্বশীল। দৃষ্টিশক্তিসমূহ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তিনিই বরং দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ত করেন। তিনি অতিশয় সুক্ষ্মদর্শী এবং সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। (সূরা আন'আম-১০২-১০৩)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ–

কোনো মানুষের মর্যাদা এই নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সামনা-সামনি কথা বলবেন। তাঁর কথা হয় ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা তিনি কোনো সংবাদবহক পাঠান এবং সে তাঁর নির্দেশে যা কিছু চান তা ওহী করেন। (সূরা আস্ শূরা-৫১)

www.pathagar.com

যারা এ কথা বলে থাকেন বা লিখে থাকেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন, তাদের দাবী যে সত্য নয় কোরআনের আয়াতই তার প্রমাণ। মি'রাজে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি দেখেছেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন–

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى– আর সে তাঁর রব-এর বড় বড় নিদর্শনাদি দেখেছে। (সূরা আন-নাজম-১৮)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেননি, তিনি দেখেছেন, অগণিত নিদর্শন। কারণ কোনো মানব চক্ষু এই মর্যাদার অধিকারী নয় যে, তা স্বয়ং তার রব-কে দেখতে সক্ষম।

## নবুয়্যাত পেলেন গোনাহ্ করার পূর্বে না পরে

**প্রশ্ন ঃ** *আব্দুল হাদী গালিব, মাদরাসা ছাত্র। আমরা শিক্ষকদের মুখে শুনে থাকি, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম গোনাহ্ করার পর তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হলো এবং তিনি শত শত বছর ধরে এমনভাবে কাঁদাকাটি করেছিলেন যে, অশ্রুধারা প্রবাহিত হবার কারণে তাঁর মুখমন্ডলের গোস্ত ক্ষয়ে গিয়েছিলো। তারপর আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। আমার প্রশ্ন হলো, এসব কাহিনী সঠিক কিনা এবং তাঁকে নবুয়্যাতের পদমর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছিলো, গোনাহ্ করার পরে না পূর্বে?*

**উত্তর ঃ** তুমি যেমন তোমার শিক্ষকের মুখে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে ভুল তথ্য শুনেছো, অনুরূপ তোমার শিক্ষকও এই ভুল তথ্য কারো মুখে শুনে থাকবেন। মানব জাতির আদি পিতা ভুল করেছিলেন জান্নাতে থাকতেই এবং সেখানেই তিনি যখন অনুভব করলেন যে, তিনি ভুল করেছেন। তৎক্ষণাত তিনি নিজের ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ক্ষমা চাইলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে ক্ষমা করলেন, শুধু ক্ষমাই করলেন না– তাঁকে নবুয়্যাতের পদমর্যাদায় ভূষিত করে বে-গুনাহ্ অবস্থায় পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে প্রচলিত যেসব কাহিনী রয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করে এমন অনেক বই-পুস্তক রচিত হয়েছে, কোরআন-হাদীসে বর্ণিত ঘটনার সাথে এসবের কোনো মিল নেই। বিশেষ করে 'কাসাসুল আম্বিয়া' নামক যে কিতাব রয়েছে, এই কিতাবের নব্বই ভাগ কাহিনী ইয়াহুদী খৃষ্টানদের বিকৃত ও মনগড়া ধর্মগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কাহিনীর কোনো ভিত্তি নেই।

www.pathagar.com

## ভুলের স্বীকৃতি দেয়া নবীদের স্বভাব

**প্রশ্ন ঃ** *ফাহিম ফায়সাল পিয়াল, দশম শ্রেণী। আমার আম্মু বলে থাকেন, নিজের ভুলের স্বীকৃতি দেয়া নবীদের স্বভাব এবং যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা শয়তানের স্বভাব। ইসলামের আলোকে কথাটি সঠিক কিনা?*

**উত্তর ঃ** তোমার আম্মু সঠিক কথাই বলেছেন। মানব মন্ডলীর আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম নিজের ভুল অনুভব করার সাথে সাথেই ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। নিজে ভুল করে সেই ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেননি। কিন্তু ইবলিস মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে যে ভুল করলো, সেই ভুলের সে স্বীকৃতি না দিয়ে ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার সাথে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করলো এবং দম্ভ-অহঙ্কার প্রদর্শন করলো। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ভুল করে ভুলের স্বীকৃতি দিলেন। বিনিময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সম্মান-মর্যাদা এতটা বৃদ্ধি করে দিলেন যে, তাঁকে নবুয়্যাতের পদমর্যাদায় ভুষিত করলেন। আর ইবলিস ভুল করে ভুলের স্বীকৃতি না দিয়ে দম্ভ-অহঙ্কার প্রদর্শন করে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করলো। ফলে আল্লাহ তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করলেন, শুধু মহান আল্লাহই নন– কিয়ামত পর্যন্ত তার ওপর সমস্ত সৃষ্টির অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে এবং আখিরাতের ময়দানে সে জাহান্নামে যাবে। সুতরাং ভুলের স্বীকৃতি দিলে সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায় আর ভুলের স্বীকৃতি না দিলে অপমানিত-লাঞ্ছিত হতে হয়।

## সব ধর্মই কি স্রষ্টার সৃষ্টি

**প্রশ্ন ঃ** *মাহমুদ হোসাইন রিমন, দশম শ্রেণীতে পড়ি। স্কুলে আমার কয়েকজন সহপাঠী হিন্দু এবং বৌদ্ধ। ওরা বলে সব ধর্মই স্রষ্টার সৃষ্টি। কিন্তু আপনি বলেন, ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। আমার প্রশ্ন, ধর্ম কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা আপনার মাধ্যমে কোরআন-হাদীসের আলোকে জানতে ইচ্ছুক।*

**উত্তর ঃ** মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এখানে মানব জাতিকে প্রেরণ করেছেন। প্রথম মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিল হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে। প্রথম সৃষ্টি মানুষ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁকে নবুয়্যাত দান করা হয়েছিল এবং তিনি নবী-রাসূল ও বিজ্ঞানী ছিলেন। নবুয়্যাতের অবতারণা হয়েছিল হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম

www.pathagar.com

থেকেই। এই ধারা শেষ হয়েছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে। মহান আল্লাহ হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর থেকে আরেকজন মানুষ সৃষ্টি করলেন, যার নাম হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম। তাঁকে হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের জীবন সঙ্গিনী হিসেবে মনোনীত করা হলো। তাঁদেরকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টি করা হয়েছিল এই পৃথিবীর জন্য। সুতরাং তাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হলো। এরপর মহান আল্লাহ বংশধারা চালু করলেন। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করতে থাকলো।

মানব বংশের যাত্রা শুরু হলো। এই দুইজন মানুষ থেকে ক্রমশঃ মানব জাতির বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। কত বছরের ব্যবধানে মানব বংশ বৃদ্ধি লাভ করে বর্তমান অবস্থায় উপনিত হয়েছে, তার সঠিক হিসাব মহান আল্লাহই অবগত আছেন। গোটা পৃথিবীতে বর্তমানে যত মানুষ আছে এবং অতীতকালে যারা ছিল, সবাই ঐ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ও হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, বর্তমানে এই মানব জাতি হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের বংশধর। তাঁর থেকেই মানব জাতির বংশধারার অবতারণা হয়েছে। ডারউনের থিউরী অর্থাৎ The theory of evolution বহু পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছে। মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞান এ পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনিত হতে পারেনি। বিজ্ঞান এ কথাও বলতে সক্ষম হয়নি যে, এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল।

বরং অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা হলো, প্রথমে একজোড়া মানুষ থেকেই মানব বংশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সমস্ত মানুষই হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এবং হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম থেকে সৃষ্টি। বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কি Certificate দিচ্ছে তা আমাদের আলোচনা বা অনুসরণ করার বিষয় নয়। মহান আল্লাহ কি বলছেন তাই বিশ্বাস করার এবং অনুসরণ করার বিষয়।

পবিত্র কোরআনে এই মানব জাতিকে মহান আল্লাহ বারবার আদম সন্তান হিসেবে আহ্বান করেছেন। হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে দায়িত্ব দেয়া হলো, তিনি যেন তাঁর সন্তানদেরকে ইসলামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেন। তাদেরকে তিনি যেন সর্বপ্রথমে এ কথা শিক্ষা দেন, এই পৃথিবী এবং এর ভেতরে যা কিছু দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান, সমস্ত কিছুর স্রষ্টা হলেন মহান আল্লাহ। তিনি অসীম ক্ষমতাবান।



www.pathagar.com

কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে তাঁর আদেশ মাত্র তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কোনো কিছু ধ্বংস করতে ইচ্ছা করলে সেটাও তাঁর আদেশ মাত্র ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি এক অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সমস্ত কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। নিজের খায়েস বা অন্য কারো মর্জি অনুসারে জীবন অতিবাহিত করা যাবে না। জীবনের সকল কাজের জবাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে। আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করলে তিনি পুরস্কার দান করবেন আর তাঁর আদেশ অমান্য করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তাঁর সন্তানদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি দল আদি পিতার শিক্ষা অনুসারে জীবন অতিবাহিত করতে থাকলো। আরেকটি দল আদি পিতার শিক্ষা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে গেল। তাদের ভেতরে কেউ আকাশের চন্দ্র-সূর্যকে মহাশক্তিমান কল্পনা করে তার পূজা করতে থাকলো। কেউ ধারণা করলো বৃক্ষ, তরু-লতাই হলো সর্বশক্তিমান। সুতরাং বৃক্ষ, তরু-লতা পূজিত হতে থাকলো। কেউ পূজা করতে থাকলো নদী-সাগর ইত্যাদিকে। কেউ মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করতে থাকলো। কেউ আগুনের কুন্ড নির্মাণ করে তার পূজা করা শুরু করে দিল।

ইতোমধ্যে গোটা পৃথিবীতে আদম সন্তান ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হলো। তারা তাদের ধর্ম হিসেবেও নানা ধরণের কল্পিত মতবাদ আবিষ্কার করে নিল। মানুষের নানা শ্রেণী ও বর্ণ, ভাষা হবার কারণে নিত্য নতুন প্রথার সৃষ্টি হলো। এভাবে মানুষ নানা বস্তুর পূজারী হবার ফলে মহান আল্লাহকে ভুলে গেল। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, মানুষ কালক্রমে তা ভুলে গিয়েছিল। পরিণতি যা হবার ছিল তাই হলো। যাবতীয় দুষ্কৃতি সমাজ জীবনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

সমাজের প্রতিটি স্তরে পুঞ্জিভূতাকারে অপকর্ম জমা হলো। এমন অনেক রীতি-নীতিকে বিসর্জন দেয়া হলো, যা ছিল প্রকৃতই কল্যাণকর। আবার এমন অনেক রীতি-পদ্ধতিকে একান্তই অনুসরণীয় করা হলো, যা মানব জাতির জন্য একান্তই ক্ষতিকর। পথ প্রদর্শকের অভাবে শত সহস্র ভ্রান্ত পথ ও মতের সৃষ্টি হলো। তারা সবাই দাবী করতে থাকলো, তাদের পথই একমাত্র অভ্রান্ত এবং অন্যদের পথ ও মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এভাবে শুরু হলো দলাদলি। পরিণতিতে দাঙ্গা

www.pathagar.com

সৃষ্টি হলো, রক্তপাত হতে থাকলো। সৃষ্টির শুরুতে মানব জাতি কোন পথে চলতো, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা হলো–

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। (উত্তর কালে এই অবস্থা বর্তমান থাকতে পারেনি, বরং পরস্পরে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।) তখন আল্লাহ নবী প্রেরণ করলেন। তাঁরা সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা ও বাঁকা পথের অনুসারীদের জন্য শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী ছিলেন এবং তাদের প্রতি সত্যগ্রন্থ অবতীর্ণ করেন, যেন সত্য সম্পর্কে মানুষদের মধ্যে যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, তার চূড়ান্ত সমাধান করতে পারে। (এবং এসব মতপার্থক্য এ কারণে সৃষ্টি হয়নি যে, প্রথম দিকে মানুষকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত করা হয়নি।) মতপার্থক্য তারাই সৃষ্টি করেছিল, যাদেরকে মূল সত্য সম্পর্কে অবগত করা হয়েছিল। তারা উজ্জ্বল নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ লাভ করার পরেও শুধু এ কারণে সত্য ত্যাগ করে বিভিন্ন পন্থার আবিষ্কার করেছিল যে, তারা একে অপরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতেই দৃঢ় সংকল্প ছিল। সুতরাং যারা নবীদের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করলো তাদেরকে আল্লাহ নিজের অনুমতিক্রমে সেই সত্যের পথ প্রদর্শন করলেন, যে সম্পর্কে মানুষের ভেতরে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সত্যের পথ প্রদর্শন করেন। ( সূরা বাকারাহ-২১৩)

পবিত্র কোরআনের এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামের সূচনা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে হয়েছিল। ইসলামের শত্রুরা বর্তমান মুসলিম সমাজে এ কথা প্রচলিত করে দিয়েছে যে, বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। এই কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। পবিত্র কোরআন-হাদীস এর বিপরীত কথা বলে। পৃথিবীতে প্রেরিত সমস্ত নবীর আদর্শ ছিল ইসলাম। প্রতিটি নবীই ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। সর্বকালে সব দেশে মানব জাতির একমাত্র আদর্শ ছিল ইসলাম।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে যারা অনভিজ্ঞ এবং কোরআন বাদ দিয়ে যারা ইতিহাস রচনা করেছে, তারা উল্লেখ করেছে যে, 'অংশীদারিত্বের অন্ধকারময় জগতে ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের গর্ভধারিণী মাতা হলো অংশীদারিত্ব। তারপর ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমে শিরকের বা অংশীদারিত্বের অন্ধকার দূরিভূত হয়ে তাওহীদের তথা একত্ববাদের সৃষ্টি হয়। এভাবে মানুষের মধ্যে তাওহীদ বা একত্ববাদের ধারণার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে।'

ডারউন সাহেব তার The theory of evolution-এর মাধ্যমে মানুষকে যে নাস্তিক্যবাদের দিকে নিয়ে যেতে চান, ধর্ম সম্পর্কে উল্লেখিত কথাটিও সেদিকেই মানব জাতিকে নিয়ে যেতে চায়। অর্থাৎ তারা বুঝাতে চান, আদম হাওয়া সব মিথ্যা কথা। মানুষ বিবর্তনের মাধ্যমে পানির পোকা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তারপর তারা বন্যদের মত জীবন-যাপন করতে থাকে। মানব প্রকৃতি বড় দুর্বল। চরম অসহায় অবস্থায় পড়লে মানুষ একটা শক্তিকে কেন্দ্র করে বাঁচতে চায়। সুতরাং অসহায় অবস্থায় নিপতিত হয়ে মানুষ নানা ধরণের কল্পিত শক্তি আবিষ্কার করে। আর কল্পিত শক্তির নামই হলো স্রষ্টা। প্রকৃত স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই। মানুষ কখনো চন্দ্র সূর্যকে শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। তখন থেকেই তাদের পূজা শুরু হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন বস্তুকে শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে মানুষ তাদের পূজা করেছে আর এভাবেই ধর্মের আবিষ্কার হয়েছে। এসব কিছু থেকে আরেকদল মানুষ আবিষ্কার করেছে এমন এক শক্তিকে, যাকে দেখা যায় না এবং অনুভবও করা যায় না। তার নাম দিয়েছে আল্লাহ। এভাবেই একত্ববাদের সৃষ্টি হয়েছে। যুগে যুগে কিছু ব্যক্তি এই একত্ববাদের সাথে নতুন কিছু জুড়ে দিয়ে মানুষকে তার অনুসারী বানিয়েছে।

এক শ্রেণীর মানুষ নামের শয়তান উল্লেখিত কথাগুলোর জন্ম দিয়েছে। যেসব কথার কোনো ভিত্তি নেই। মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, কোন অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মানব জাতির যাত্রা শুরু হয়নি। পৃথিবীতে একজন মহামানব প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন সম্মানিত নবী-রাসূল এবং বিজ্ঞানী। এক আলোকিত উজ্জ্বল অবস্থা থেকে মানব জাতির সূচনা হয়েছিল এবং তারা যাত্রা শুরু করেছিল। তাঁরা সবাই ছিল এক অভ্রান্ত পথের যাত্রী। তাদের ভেতরে কোনো ধরণের দুষ্কৃতি ছিল না। তাদের ভেতরে কোনো দলাদলি ছিল না। ইতিহাসের ধারাপরিক্রমায় এই মানুষ প্রকৃত সত্য থেকে ছিটকে পড়ে।

www.pathagar.com

তারপর তাদের ভেতরে নানা মত ও পথের সৃষ্টি হয়। যারা এই নানা ধরণের মত ও পথের স্রষ্টা ছিল, তারা যে প্রকৃত সত্য জানতো না এমন নয়। সত্য জানার পরেও এক শ্রেণীর মানুষ নিজের বৈধ অধিকারের সীমা অতিক্রম করে পার্থিব সুবিধা লাভের জন্যই এই ধরণের বাতিল ভ্রান্ত পথের ও মতের জন্ম দিয়েছিল। তারা নিজেদের ভেতরে অন্যায়-অত্যাচার আর সীমা লংঘনের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী ছিল। তাদেরকে এ সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত করে পুনরায় আল্লাহর দেয়া সহজ সরল পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য মহান আল্লাহ নবী প্রেরণ করতে থাকেন।

এ সমস্ত নবীগণ পৃথিবীতে আগমন করে কিছু অনুসারী তৈরী করবেন তারপর একটি নতুন আদর্শের মাধ্যমে নিজের নামের অনুকরণে একটি ধর্মমত সৃষ্টি করবেন, ব্যাপার কিন্তু এমন ছিল না। মহান আল্লাহ এসব নবী-রাসূলকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের মাধ্যমে যে সত্য মানব জাতির জন্য দেয়া হয়েছিল, সে সত্য মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। নবীগণ এসে সেই সত্য উদ্ধার করে মানুষকে পুনরায় সেই সত্যের অনুসারী তৈরী করবেন। সেই সত্য মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবেন, তা পরিষ্কার করে বর্ণনা করবেন। তারপর তাদেরকে একটি জাতিতে পরিণত করবেন।

সৃষ্টির শুরুতেই মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা দান করেছিলেন। এক শ্রেণীর মানুষ হীন স্বার্থের কারণে এর ভেতরে পরিবর্তন সাধন করে নানা ধরণের ধর্মমত আবিষ্কার করেছে। মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ اِلاَّ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۢبَيْنَهُمْ–

আল্লাহর কাছে ইসলামই হলো একমাত্র মনোনীত দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)। যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছিল তাদের পক্ষে এই দ্বীন ত্যাগ করে অন্যান্য মত পথ গ্রহণ করার কারণ এই ছিল যে, তাদের কাছে সত্য জ্ঞান পৌছার পরে তারা পরস্পরের ওপরে বাড়াবাড়ি করার জন্য এমন করেছিল। (সূরা আল ইমরাণ-১৯)

এ আয়াতের অর্থ পরিষ্কার। গোটা পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল যেখানে আগমন করেছেন, তাদের ওপরে যে ভাষায় কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা ছিল ইসলাম। তাদের সমস্ত শিক্ষাই ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার অনুরূপ ইসলামী শিক্ষা। এই প্রকৃত ও আসল দ্বীনকে তথা ইসলামী জীবন

www.pathagar.com

ব্যবস্থাকে বিকৃত করে এর ভেতরে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে মানব গোষ্ঠীর ভেতরে যে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রসার ঘটানো হয়েছে, এর আসল কারণ এটাই ছিল যে, মানুষ তাদের বৈধ অধিকারের সীমারেখা লংঘন করে পার্থিব স্বার্থ সংক্রান্ত কিছু অবৈধ সুযোগ সুবিধা কামনা করছিল। এ কারণে তারা ইসলামী শিক্ষার ভেতরে বিশ্বাসগত পরিবর্তন সাধন করেছিল। নিয়ম-নীতির পরিবর্তন করেছিল, ইসলামের নানা বিধানে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে একটি নতুন পথ আবিষ্কার করেছিল, যে পথ অবলম্বন করলে তারা পৃথিবীর জীবনে যেমন খুশী তেমনভাবে জীবন-যাপন করতে পারবে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো সম্রাট আকবরের দ্বীনে ইলাহী। মানুষ নিজেদের জীবন ব্যবস্থাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ–

আর তারা নিজেদের ভেতরে নিজেদের দ্বীনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেললো, তাদের সবাইকে আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা আম্বিয়া-৯৩)

সুতরাং আমরা পৃথিবীতে বর্তমানে যত ধর্মমত দেখছি, তা সবই যে মূল ইসলামকে এক শ্রেণীর মানুষ বিকৃত করে বিভিন্ন নাম দিয়ে ধর্ম তৈরী করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষ ছিল একই আদর্শের অনুসারী, এই মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে আরেক শ্রেণীর মানুষ। এভাবে মানুষের ভেতরে দলাদলি সৃষ্টি করে পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এভাবে নানা ধর্মমতের সৃষ্টি করা হয়েছে।

## অন্য ধর্মের লোকজন কি জাহান্নামে যাবে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম শিবলী নোমানী-নবম শ্রেণীর ছাত্র। আমি একটি ইসলামী বইতে পড়েছি, ইসলামই হলো আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম। তাহলে প্রশ্ন জাগে, অন্যসব ধর্মের লোকজন কি জাহান্নামে যাবে এবং যেসব মুসলমানরা ধর্মের বিধান মেনে চলে না, তারাও কি জাহান্নামে যাবে?*

**উত্তর ঃ** ইসলামকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ–

নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য জীবন-ব্যবস্থা হচ্ছে কেবলমাত্র ইসলাম। (সূরা আল ইমরাণ-১৯)

www.pathagar.com

ইসলামী আদর্শ ব্যতীত অন্য কোনো আদর্শ যারা অনুসরণ করে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হবে তথা জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

ইসলাম ব্যতীত যে ব্যক্তি অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে চায়, তার সেই পন্থা কক্ষণই গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (সূরা আল ইমরাণ-৮৫)

## এই নামগুলো কি নবীদের

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম ইয়াহ্ইয়া– স্কুলে পড়ি। আমার পিতার নাম ইউনুছ, মেঝ ভাইয়ের নাম গোলাম যাকারিয়া। এই তিনটি নামই নাকি নবীদের নাম এবং কোরআন ও তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে? হযরত যাকারিয়া নাকি কাঠের কাজ করতেন? পবিত্র কোরআনে কোন্ সূরায় তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে জানালে খুশী হবো।*

**উত্তর ঃ** পবিত্র কোরআন যে যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে আলোচনা করেছে, আর তাওরাত যে যাকারিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে, এই দু' যাকারিয়া এক ব্যক্তি নন। পারস্য সম্রাট দারাউসের শাসন আমলে যাকারিয়া নাম একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে তাওরাতে আলোচনা করা হয়েছে। আর পবিত্র কোরআন যে যাকারিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে, তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন মহান নবী এবং আল্লাহর আরেকজন নবী হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস্ সালামের পিতা। তাঁর জীবনী সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। তবে কোরআনের আলোচনা দৃষ্টে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি তাঁর যুগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কিভাবে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন, এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম কাঠ কাটার কাজ অর্থাৎ করাতির কাজ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

পিতা-পুত্র উভয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সূরা আল ইমরানের ৩৫-৪১ আয়াত, সূরা মার্য়ামের ২-১৫ আয়াত ও সূরা আল আম্বিয়ার ৮৯-৯০ আয়াতে আলোচনা

www.pathagar.com

করা হয়েছে। আর ইউনুসও একজন সম্মানীত নবীর নাম এবং পবিত্র কোরআনে এই নামে একটি সূরাও রয়েছে। হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে সূরা ইউনুসের ৯৮ আয়াত, সূরা আল আম্বিয়ার ৮৭-৮৮ আয়াত, সূরা সাফ্-ফাত-এর ১৩৯-১৪৮ আয়াত ও সূরা আল কালামের ৪৮-৫০ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

## রাসূলের ছেলে-মেয়ে কতজন ছিল

**প্রশ্ন ঃ** *আতহার তাহ্সিন শাফি। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। আল্লাহর রাসূলের কয়জন ছেলে এবং কয়জন মেয়ে ছিলো, তাদের নাম কি ছিলো জানালে খুশী হবো।*

**উত্তর ঃ** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কতটি সন্তান-সন্ততির জনক ছিলেন, এ সম্পর্কে ইতিহাসে মত পার্থক্য রয়েছে। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার গর্ভে কয়টি সন্তান পৃথিবীতে এসেছিল, এ সম্পর্কেও মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ৪ জন পুত্র সন্তান আর ৮ জন কন্যা সন্তান ছিল। আবার কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, তাঁর ৪ জন কন্যা সন্তান এবং ৪ জন পুত্র সন্তান ছিল। আবার কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, তাঁর ৪ জন কন্যা সন্তান এবং ২ জন পুত্র সন্তান ছিল।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ৪ জন পুত্র সন্তান ছিল। কিন্তু সমস্ত ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একমত যে, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার গর্ভে ৪ জন কন্যা সন্তান ও ১ জন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের নাম হলো, হযরত জয়নাব, হযরত উম্মে কুলসুম, হযরত রুকাইয়া ও হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা আজমাঈন। পুত্র সন্তান হলেন হযরত কাসেম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কাসেমের পিতা বা আবুল কাসেম নামে তাঁর স্ত্রীগণ অনেক সময় ডেকেছেন।

কোনো বর্ণনায় দেখা যায় হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার গর্ভে আরেকজন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। ইতিহাসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিয়ের তিন বছর পরে হযরত কাসেম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই ছিলেন আল্লাহর রাসূলের প্রথম সন্তান। নবুয়্যাত লাভ করার ১২ বছর পূর্বে

www.pathagar.com

হযরত কাসেম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের বয়স নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, দেড় থেকে দুই বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। কেউ বলেছেন, তিনি মাত্র সাত দিন বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন। কেউ বলেছেন, তিনি জ্ঞান বুদ্ধি হবার মত বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইবনে সায়াদের বর্ণনা মতে তিনি ২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সন্তানদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার গর্ভে। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন রাসূলের সর্ব কনিষ্ঠা সন্তান। নবুয়্যাত লাভ করার পাঁচ বছর পূর্বে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তবে অধিকাংশ বর্ণনা মতে তিনি নবুয়্যাত লাভের এক বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

## কারা শয়তানের থেকেও নিকৃষ্ট

**প্রশ্ন ঃ** *ইবরাহীম খলীল চৌধুরী, অষ্টম শ্রেণী। আমার আব্বা বলেন, কোরআন শরীফে যাকে শয়তান বলা হয়েছে, সে শয়তান হয়েছে আল্লাহ তা'য়ালার মাত্র একটি আদেশ অমান্য করার কারণে। আর বর্তমানে মানুষ প্রতিদিন আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য আদেশ অমান্য করছে। সুতরাং এসব মানুষ ঐ শয়তানের থেকেও নিকৃষ্ট। আমার আব্বা কি সঠিক কথা বলেছেন?*

**উত্তর ঃ** তোমার আব্বা সত্য কথাই বলেছেন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সামনে উপস্থিত সকলকে অবনত হতে বললেন। কিন্তু ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হলো। আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ ইবলিস অমান্য করলো এবং পরবর্তীতে সে নিজের ভুল স্বীকার না করে মহান আল্লাহর সামনে বিতর্ক করতে থাকলো। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশাপ বর্ষণ করা হলো। মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ অমান্য করছে কিন্তু তার জন্য জীবিত থাকা পর্যন্ত তওবার দরজা খোলা রয়েছে। মানুষ যত বড় গোনাহ্গারই হোক না কেনো, যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি নিজের ভুল সংশোধন না করে শয়তানের অনুরূপ একের পর এক গোনাহ্ করতেই থাকে, তাহলে তো সে মানুষ পশুর থেকেও নিকৃষ্ট স্তরে নেমে যাবে।

www.pathagar.com

## অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামও কি একটি ধর্ম

**প্রশ্ন ঃ** *মুশফিক আহ্‌মাদ রাসেল, ষষ্ঠ শ্রেণী। আমার প্রশ্ন হলো, হিন্দু ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম এবং আরো অনেক ধর্ম রয়েছে। ইসলামও কি এসব ধর্মের মতো একটি ধর্ম?*

**উত্তর ঃ** না, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের অনুরূপ কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম একটি বিশাল মতাদর্শের নাম–একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। অন্যান্য ধর্ম যেমন ধর্ম আবিষ্কারকের নামে ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে, ইসলাম অনুরূপ নয়। ইসলামের নামকরণ করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং ইসলামী আদর্শও তিনিই দান করেছেন। ধর্ম শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। ধী– ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে ধারণ, অর্থাৎ ধর্ম শব্দের অর্থ হলো ধারণ করা। মহাগ্রন্থ আল কোরআন ও হাদীসে কোথাও ধর্ম শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে আদ্ দ্বীন– এই শব্দের অর্থ হলো একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবীতে মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য যেসব বিধি-বিধান প্রয়োজন, তা সবই ইসলাম দিয়েছে এবং পরকালের অনন্ত জীবনে মুক্তির পথও প্রদর্শন করেছে।

## আদম ও হাওয়া নাম দুটো কোত্থেকে এলো

**প্রশ্ন ঃ** *মাসুদ সাইফুল্লাহ অয়ন, মাদ্‌রাসায় আলিমে পড়ি। আমাকে একজন একটি প্রশ্ন করেছিলো, আমি জবাব দিতে পারিনি। প্রশ্নকারীও এখানে আছে। আপনার কাছে প্রশ্ন পাঠালাম, উত্তর পেলে আমরা উপকৃত হবো। প্রশ্ন হলো, আদম এবং হাওয়া নাম দুটো কোত্থেকে এলো? এই শব্দ দুটো আরবী না অন্য কোন ভাষার? কি কারণে এই নামকরণ করা হলো?*

**উত্তর ঃ** আদম ও হাওয়া শব্দ দুটো সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ ইবনে হাজার (রাহঃ) বলেছেন, এই নাম দুটো আরবি ভাষার নয়, এই শব্দ দুটো সুরইয়ানী ভাষার। অপরদিকে বাইবেল আদম শব্দটি ভিন্ন বানানে ও উচ্চারণে উল্লেখ করেছে। বাইবেল যে বানান ও উচ্চারণে উল্লেখ করেছে, সে সম্পর্কে আল্লামা জাওহারী (রাহঃ) ও আল্লামা জাওয়ালিকী (রাহঃ) বলেছেন, শব্দ দুটো আরবী ভাষার। তাদের মধ্যে এই মত পার্থক্যের কারণ হলো, শব্দের বানান এবং উচ্চারণের পার্থক্যের কারণে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ ইবনে হাজার (রাহঃ) যে উচ্চারণ এবং বানান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, তাঁর মন্তব্যও ঠিক। আবার আল্লামা জাওহারী (রাহঃ) ও আল্লামা জাওয়ালিকী (রাহঃ) যে মন্তব্য করেছেন, তাদের কথাও ঠিক।

www.pathagar.com

আল্লামা সালাবী (রাহঃ) বলেছেন, মাটিকে হিব্রু ভাষায় আদাম বলা হয়। হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে মাটি হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে, এ কারণে মাটির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তাঁর নাম আদাম রাখা হয়েছে। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, আদাম শব্দটি আরবী উদমাতুন শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। উদমাতুন বা আদীমুল আরদ্ শব্দের অর্থ হলো, পৃথিবীর ওপরি ভাগের মাটি। এই মাটি হতেই তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেই তাঁর নাম আদম রাখা হয়েছে। গবেষক বলেছেন, আদাম শব্দটি আদামাত শব্দ অর্থাৎ খালাত্বাত বা মিশ্রিত হওয়া শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর দেহ মাটি এবং পানির মিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়েছিল, এ কারণে তাঁকে আদাম বলা হয়। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতীর মতে আদাম শব্দটি উদমাতুন শব্দ হতে নির্গত। উদমাতুন শব্দের অর্থ বাদামী রং সম্পন্ন। কেউ বলেছেন, গমের মত রং অর্থাৎ সোনালীও নয় আবার বাদামীও নয়, এর মাঝামাঝি উজ্জ্বল বর্ণ। আবার কারো মতে আদীমুন শব্দের অর্থ পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেশ অর্থাৎ ওপরের মাটি।

হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালামের নামকরণ হাওয়া কেন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও মতবিরোধ বিদ্যমান। কেউ বলেছেন, আরবী হাওয়া শব্দের অর্থ হলো, জীবন্ত মানুষের মাতা। এ কারণে তাঁকে হাওয়া বলা হয়। গবেষকগণ এই বিতর্কের ইতি এভাবে টেনেছেন যে, নাম এবং অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার বিষয়টি অত্যন্ত সুক্ষ্ম বিষয়। সুতরাং নানাজনে এ দুটো শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা সবই সত্য হতে পারে অথবা এর মধ্যে যে কোনো একটি ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। কারণ এ দুটো বিষয় খুবই বিস্তীর্ণ।

## পৃথিবীতে সর্বপ্রথম খুনের ঘটনা

**প্রশ্ন ঃ** *আবু হাম্জা অনিক, নবম শ্রেণী। আমরা প্রত্যেক দিন টেলিভিশনে ও পত্রিকায় দেখি মানুষ আরেকজন মানুষের হাতে খুন হচ্ছে। শুনেছি, হযরত আদমের সন্তান হাবিল তার ভাই কাবিলকে হত্যা করেছিলো। আমার প্রশ্ন হলো, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম খুনের ঘটনা কোন্ সময় ঘটেছিল এবং কে কাকে খুন করেছিল?*

**উত্তর ঃ** পবিত্র কোরআনে হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের দুই সন্তানের নাম উল্লেখ না করেই তাদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে আদমের দুই পুত্র। কিন্তু কোনো নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং প্রয়োজনও ছিল না। বাইবেলে এ সম্পর্কে বিশাল এক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের নাম

www.pathagar.com

কাবীল ও হাবীল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলের রচয়িতাগণ কোথা থেকে এই কাহিনী আবিষ্কার করেছে তা জানার কোনো উপায় নেই। ইবনে কাসীর হাদীসের বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত হাওয়ার গর্ভে জমজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করতো। প্রথম বারের জমজ ছেলে ও মেয়ের সাথে পরের বারের জমজ ছেলে ও মেয়ের বিয়ে দেয়া হতো। এই নিয়ম অনুসারে উভয়ের বিয়ের সময় ঘনিয়ে এলো। প্রথম জনের সাথে যার বিয়ে হতে যাচ্ছিল সে ছিল ছোটজনের ভবিষ্যৎ স্ত্রীর তুলনায় সুন্দরী। এই ব্যাপার নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিলো। পিতা আদম এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন এভাবে যে, উভয়ে আল্লাহর নামে কোরবানী করবে, যার কোরবানী আল্লাহ কবুল করবেন, সে যাকে ইচ্ছা তাকে বিয়ে করতে পারবে। বাইবেলের বর্ণনায় দেখা যায়, সে সময়ে কোরবানীর অবস্থা এমন ছিল যে, কোরবানীর পরে তা কোনো পাহাড়ের ওপরে রেখে আসা হতো। আকাশ থেকে আগুন এসে সে কোরবানী পুড়িয়ে দিত। এতে বুঝা যেত যে, কোরবানী কবুল হয়েছে।

পিতার পরামর্শ অনুসারে ছোটজন নিজের পশু সম্পদ থেকে একটি উৎকৃষ্ট পশু কোরবানীর দিয়েছিলো। আর বড়জন তার শষ্য ভান্ডার থেকে নিম্ন মানের শষ্য কোরবানীর জন্য পেশ করেছিল। কোরবানীর ব্যাপারে বড়জন হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছিল। ফলে আকাশ থেকে আগুন এসে ছোটজনের কোরবানী পুড়িয়ে দিল। প্রমাণ হলো ছোটজনের কোরবানী কবুল হয়েছে। কিন্তু বড়জনের মনে হিংসা জেগে উঠলো। সে স্পষ্ট ঘোষণা দিল, ছোটজনের আশা সে পূরণ হতে দিবে না এবং এ জন্য সে হত্যা করলো। তখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যে কয়জন মানুষ ছিল, তাদের কারোই মৃত্যু হয়নি। সুতরাং মৃত মানুষ সম্পর্কে কোনো বিধানের প্রয়োজন তখন পর্যন্ত প্রয়োজন হয়নি বিধায় তা অবতীর্ণ হয়নি। এ কারণে বড়জন জানতো না মৃতদেহ কি করতে হয়। মৃতদেহ কি করা যায়, এ চিন্তায় হত্যাকারী অস্থির হয়ে পড়েছিল। তারপর সে দেখলো একটি কাক গর্ত খুঁড়ে আরেকটি কাককে মাটি চাপা দিচ্ছে। এটা দেখে সে আক্ষেপ করলো, আমি কি ঐ বাকশক্তিহীন প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট? আমি আমার অপরাধ গোপন করতেও পারি না? তখন সে মাটি খুঁড়ে ছোট ভাইয়ের লাশ মাটি চাপা দিয়েছিল।

কিন্তু পবিত্র কোরআনে সুন্দরী মেয়েকে কে বিয়ে করবে এ নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে বড় ভাই ছোট ভাইকে হত্যা করেছিল এ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

www.pathagar.com

সেখানে কোরবানীর কথা বলা হয়েছে। সূরা মায়েদাহ্‌র ২৭ থেকে ৩১ নং আয়াতে বিষয়টি ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের এই বর্ণনা হতে জানা যায়, ছোটজনের বক্তব্য ছিল, আল্লাহ কোরবানী কবুল করেন আল্লাহভীতির কারণে। তোমার মধ্যে আল্লাহভীতি নেই এ কারণে তোমার কোরবানী কবুল হয়নি। আমাকে হত্যা করে তোমার মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবে না। হ্যার মতো পাপ করার পরিবর্তে তোমার মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টির সাধনা করা উচিত। ছোটজনের কথার উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, আমাকে তুমি হত্যা করবে আর আমি নিজেকে বাঁচানোর কোনো চেষ্টা করবো না। বরং তার কথার অর্থ হলো, আমাকে তুমি হত্যা করার কথা বলছো, কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করার কোন চেষ্টা করবো না। অর্থাৎ আমি জানি তুমি আমাকে হত্যা করবে, কিন্তু এ কারণে আমি তোমাকে প্রথমে আক্রমন করে পাপী হবো না। এই হত্যার উদ্দেশ্যে প্রথম আক্রমন তুমিই করো এবং যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তুমিই বহন করবে।

হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের এই দু'পুত্রের কাহিনী পবিত্র কোরআনে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট হয়ে যায় এই দু'জনের মধ্যে একজন ছিল আল্লাহভীরু। আরেকজন ছিল শয়তানের অনুসারী। যে শয়তানের অনুসারী ছিল, তার অজ্ঞানতা আর মূর্খতা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়ে ছিলো যে, একটি লাশের সৎগতি কিভাবে করবে, সেটাও তার জ্ঞানের বাইরে ছিল। মহান আল্লাহ এই পাপীষ্ঠের স্বভাবের সাথে সাদৃশ্য রেখে এমন একটি নিকৃষ্ট প্রাণী প্রেরণ করে তাকে শিক্ষা দিলেন, যে প্রাণীটি অত্যন্ত নোংরা-ধূর্ত, কলহ প্রিয় এবং প্রতারক স্বভাবের। এই হত্যাকান্ড সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীতে যখনই কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তখনই এর পাপ অবশ্যই আদমের প্রথম পুত্রের ওপরে যায়। কারণ, সে-ই প্রথম ব্যক্তি– যে অন্যায়ভাবে হত্যা আরম্ভ করে এই অপবিত্র প্রথার প্রবর্তন করেছে। (মুসনাদে আহ্‌মাদ)

## নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য কি

**প্রশ্ন ঃ** *আমি সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্র, নাম রাজিব। আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় ইসলাম ধর্ম বইতে পড়েছি, নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য আছে। এ সম্পর্কে আপনার মুখ থেকে জানতে চাই।*

www.pathagar.com

**উত্তর ঃ** প্রত্যেক রাসূলই নবী কিন্তু সমস্ত নবীই রাসূল নন। আল্লাহ্ তা'য়ালার ঐ সমস্ত সম্মানিত বান্দাহ্দেরকে একত্রে নবী ও রাসূল বলা হয়, যাঁদের ওপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানী কিতাব বা ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর যাঁদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হয়নি এবং যাঁরা পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ ওহীর শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন, তাঁদেরকে নবী বলা হয়।

## মক্কী জীবনে কতজন মুসলমান ছিল

**প্রশ্ন ঃ** *হোসেন মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ্ জিকু, তৃতীয় শ্রেণী– দারুল ইরফান একাডেমী চট্টগ্রাম। আমার প্রশ্ন তিনটি। আল্লাহর রাসূলের ১৩ বছরের মক্কী জীবনে কতজন মানুষ ইসলাম কবুল করেন? তিনি কত বছর বয়সে তাঁর মা'কে হারান? তাঁর কত বছর বয়সে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয়?*

**উত্তর ঃ** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনের ১৩ বছরে কতজন নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তার সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করা কষ্টসাধ্য। কারণ, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তিনি কত বছর বয়সে মা'কে হারিয়েছিলেন, এ সম্পর্কেও গবেষকগণ একমত হতে পারেননি। কেউ বলেছেন ৬ বছর বয়সে আবার কেউ বলেছেন ৭ বছর বয়সে। ঠিক কত বছর বয়সে তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, এ সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ বলেছেন, ৪০ বছর ছয় মাস।

## রাসূল নূরের তৈরী না মাটির তৈরী

**প্রশ্ন ঃ** *আমি রাকিবুল ইসলাম, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ বলে আল্লাহর রাসূল নূরের সৃষ্টি আবার কেউ বলে তিনি মাটির, তাঁকে কেনো নূর নবী বলা হয়? আপনার কাছ থেকে এর সমাধান জানতে ইচ্ছুক।*

**উত্তর ঃ** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মাটির সার-নির্যাস থেকে তৈরী একজন মানুষ ছিলেন। তবে তিনি আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন অসাধারণ মহামানব। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে নিজের সম্পর্কে বলতে বলেছেন– قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আমিও তোমাদের অনুরূপ একজন মানুষ। (সূরা কাহ্ফ)

নূর শব্দের অর্থ হলো, আলো। তিনি আলোর তৈরী ছিলেন– এ কথা ঠিক নয়। মানবদেহ প্রস্তুত হবার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন, সেই একই উপকরণ তাঁর

www.pathagar.com

দেহেও ছিলো। কিন্তু তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল এবং সবথেকে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁর সত্তা ছিলো যে কোনো ধরনের গোনাহের উর্ধ্বে। পূর্বেই এ কথা উল্লেখ করেছি যে, নূর শব্দের অর্থ হলো– আলো। আলোর আগমনে অন্ধকার দূরীভূত হয়। পৃথিবী ছিলো অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও পাপ-পঙ্কিলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সাথে সাথে পাপ-পঙ্কিলতা ও জাহিলিয়াতের অন্ধকার ক্রমশ দূরিভূত হতে থাকলো এবং মানুষ মহাসত্যের আলোর সন্ধান লাভ করলো। এ জন্য তাঁকে নূরনবী বলা হয়ে থাকে– অর্থাৎ যে নবীর মাধ্যমে পৃথিবী সত্যের আলো লাভ করেছে। নূরনবীর অর্থ এটা নয় যে, তিনি আলোর তৈরী ছিলেন।

## ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে

**প্রশ্ন ঃ** *আবু উবায়দা খাঁন শিমুল, দশম শ্রেণী। আপনার মুখ থেকে শুনেছি, হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমেই আল্লাহ ইসলাম দিয়েছেন। কিন্তু আমরা স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে ও বিভিন্ন ইসলামী বইতে পড়েছি, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনার কথা ঠিক না বিভিন্ন বইতে যা লেখা রয়েছে, সেই কথা ঠিক?*

**উত্তর ঃ** এ কথাটি কোনো ইসলামী চিন্তাবিদের নয়। ইসলামের শত্রুদের মনগড়া কথা মাত্র এবং সেই কথাটিই মুসলিম দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম শিক্ষার্থীদের শিখানো হচ্ছে। মানুষের বানানো অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের ধর্মকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এ কথাটির আবিষ্কার করেছে যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ এ কথাটিকে প্রতিষ্ঠিত করা গেলে মানুষের বানানো ধর্মকে গ্রহণযোগ্য করার এই যুক্তি উপস্থাপন করা যাবে যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক যেমন মুহাম্মাদ, তেমনি অমুক অমুক ধর্মের প্রবর্তকও অমুক অমুক বিখ্যাত ব্যক্তি। সুতরাং সব ধর্মই একই স্রষ্টার কাছ থেকে এসেছে এবং স্রষ্টাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেনো, মূলত তিনি একজনই। এই ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই ইসলামের শত্রুরা ইসলাম সম্পর্কে এই মনগড়া কথার প্রচলন করেছে।

প্রকৃত বিষয় হলো, পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার সময়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জানিয়ে দিলেন–

www.pathagar.com

فَامَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ-اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ-هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ-

আমার কাছ থেকে যে জীবন বিধান তোমার কাছে পৌঁছবে, যারা আমার সেই বিধান মেনে চলবে, তাদের জন্য ভয়ভীতি এবং চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না। আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ-নিষেধকে মিথ্যা মনে করবে, তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামী এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা বাকারা-৩৮-৩৯)

সুতরাং মহান আল্লাহ তা'য়ালার এই ঘোষণার মাধ্যমে আমরা স্পষ্ট জানতে পারলাম যে, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকেই ইসলামের সূচনা হয়েছে। এ ছাড়া প্রত্যেক নবী-রাসূল সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁদের প্রচারিত আদর্শ ছিলো ইসলাম। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে যে ইসলামের সূচনা হয়েছে, তা নবী করীম সাল্লাল্লামের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

## হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কখন ইসলাম প্রচার করেন

**প্রশ্ন ঃ** *ইমরান উদ্দিন, কেজি ২য় শ্রেণী, রাউজান-চট্টগ্রাম। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন ইসলাম প্রচার শুরু করেছিলেন?*

**উত্তর ঃ** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী লাভ করার পরেই মক্কায় ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেছিলেন।

www.pathagar.com

# ইসলামী ছাত্র শিবির

## শিবির এবং অন্যান্য দলের মধ্যে পার্থক্য কি

*প্রশ্ন ঃ আমার নাম তওহীদুল ইসলাম। বাঁশখালী-চট্টগ্রামের এক স্কুলের ছাত্র। আমি জানতে চাই শিবির এবং অন্যান্য দলের মধ্যে পার্থক্য কি?*

**উত্তর ঃ** ইসলামী ছাত্র শিবির এবং অন্যান্য দলের মধ্যে তুলনাহীন পার্থক্য রয়েছে। শিবির ও অন্যান্য দলের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হলে সর্বপ্রথমে বুঝতে হবে কালিমায়ে তাইয়্যেবা ও কালিমায়ে খবীসার পার্থক্য। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে সূরা ইবরাহীমের ২৪ নং আয়াত থেকে ২৬ নং আয়াত পর্যন্ত কালিমায়ে তাইয়্যেবা ও কালিমায়ে খবীসা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِىْ السَّمَاءِ–تُؤْتِىْ اُكُلَهَاكُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَاوَيَضْرِبُ اللّٰهُ الاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ–

তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ কোন্ জিনিসের সাথে কালিমায়ে তাইয়্যেবার তুলনা করেছেন? এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই, যেন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে আছে এবং শাখাগুলো আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রতি মুহূর্তে তা আপন রব-এর নির্দেশে ফল দান করছে। এসব দৃষ্টান্ত আল্লাহ এ জন্য দিচ্ছেন, যেন লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। আর অপবিত্র কালিমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি খারাপ জাতের গাছের মতো, যা মাটির উপরিভাগ থেকে উপ্‌ড়ে ফেলা যায়, যার কোনো দৃঢ়তা নেই। (সূরা ইবরাহীম-২৪-২৬)

কালিমায়ে তাইয়্যেবার শাব্দিক অর্থ হলো, পাক ও পবিত্র কথা। কিন্তু এর তাৎপর্য হলো, সত্য কথা ও নির্মল আকীদা-বিশ্বাস, যা সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়-পরায়ণতার ওপর ভিত্তিশীল। এই কথা ও আকীদা কোরআনের দৃষ্টিতে তাই হবে, যাতে তাওহীদের স্বীকৃতি ও ওয়াদা থাকবে এবং নবী-রাসূলগণ ও আসমানী কিতাবসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হবে। কারণ, পবিত্র কোরআন এই বিষয়গুলোকেই মৌলিক সত্য হিসেবে উপস্থাপন করেছে।



www.pathagar.com

কালিমায়ে খবীসা শব্দের অর্থ হলো, অপবিত্র বাক্য অর্থাৎ কালিমায়ে তাইয়্যেবার বিপরীত অর্থবোধক। প্রত্যেক সত্য বিরোধী ও ভুলের ওপর যার ভিত্তি– যাকে ভিত্তি করে মানুষ নিজেদের জীবন-যাপনের পদ্ধতি বানিয়ে নেয়। এটা নাস্তিকতাও হতে পারে, আবার হতে পারে শির্‌ক, বিদআত, মূর্তিপূজা অথবা কোরআন-সুন্নাহ্‌র বিরোধী অন্যান্য যাবতীয় কিছু।

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ওপর ভিত্তি করে ইসলামী ছাত্র শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিবির বিশ্বাস করে যে, এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি, এর স্থিতি-স্থায়িত্ব, সংরক্ষণ, ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতি একমাত্র সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দান, যিনি অসীম জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী। যাঁর ইচ্ছা ও আদেশ নিরঙ্কুশভাবে আকাশ ও যমীনের প্রতিটি অনুপরমাণুর মধ্যে সক্রিয় রয়েছে, যাঁর কুদরতী ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিহিত রয়েছে সমস্ত সৃষ্টির জীবিকার চাবিকাঠি ও জীবন-মৃত্যুর রশি। সেই আল্লাহ তা'য়ালাই হলেন সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার একমাত্র উৎস।

শিবির বিশ্বাস করে, মানুষের এই পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন নয়– মৃত্যুর পরে মানুষকে এক অনন্তকালের জীবনে প্রবেশ করতে হবে। এই পৃথিবীর জীবনে মানুষ যা কিছু বলেছে ও করেছে, তার সমস্ত কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব আল্লাহর আদালতে দিতে হবে। মৃত্যুর পরের জীবনে সাফল্য ও কৃতকার্যতা অর্জন করতে হলে এই পৃথিবীর জীবনে একমাত্র মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

ইসলামী ছাত্র শিবির বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতীকে পথপ্রদর্শন করার লক্ষ্যে নির্ভূল জ্ঞানসহ পৃথিবীতে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ প্রদত্ত ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত জীবন বিধানই মানব জাতির জন্য একমাত্র সহজ-সরল ও নির্ভূল পথ। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন সর্বশেষ নবী-রাসূল। তাঁর প্রতি যে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তিনি যে জীবন আদর্শ উপস্থাপন করেছেন, সেটাই মানব জাতিকে কিয়ামত পর্যন্ত সঠিক পথের সন্ধান দেবে।

বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লবের শহীদী কাফেলা তারুণ্যে পরিপূর্ণ ইসলামী ছাত্র শিবির আরো বিশ্বাস করে যে, একমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান পূর্ণভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ। কারণ পৃথিবীতে যখনই কৃষ্টি-সভ্যতা এবং রাষ্ট্র-সমাজ ব্যবস্থাকে আল্লাহর বিধানের

www.pathagar.com

মূলনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, তখনই মানবতাকে অকল্যাণ ও ধ্বংস গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আল্লাহর বিধানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করার কারণেই বর্তমান পৃথিবীতে বিরাজিত অশান্তির মূল কারণ এবং এই অশান্তি থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার বিকল্প নেই।

এ জন্য ইসলামী ছাত্র শিবিরের তরুণ-যুবক ছেলেরা শপথ গ্রহণ করে থাকে যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করাই হবে তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁরা সকল প্রকার আনুগত্য ও দাসত্ব পরিত্যাগ করে একমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করবে। সর্বপ্রকার মত, পথ ও বিধান ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করবে। তাদের এই আনুগত্য ও অনুসরণ তাদের জীবনের কোনো একটি দিক বা বিভাগের জন্য হবে না, বরং জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য-অনুসরণ-করবে।

শিবিরের ছেলেরা শপথ গ্রহণ করে থাকে, তাঁরা তাদের জীবনকে কোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোয় আলোকিত করে তুলবে এবং মানুষকে কোরআন-সুন্নাহ্‌র আনুগত্য ও অনুসরণের দিকে ডাকবে। তাঁদের যাবতীয় চেষ্টা-সংগ্রাম ও আন্দোলন বা সার্বিক প্রচেষ্টা একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত থাকবে যেন, পৃথিবীর বুকে মহান আল্লাহর বিধান সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে তথা কোরআন-সুন্নাহ্‌র বিধান পৃথিবীর বুকে সঠিক অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানব জাতি সেই বিধানের ভিত্তিতে তাদের গোটা জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। গোটা দুনিয়ায় কোরআন-সুন্নাহ্‌র বিধান বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে তারা সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ নিয়োজিত করবে।

এ জন্য ইসলামী ছাত্র শিবির তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে, আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বিধান যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে পুনর্বিন্যাস সাধন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উল্লেখিত এসব কথা ইসলামী ছাত্র শিবির শুধু বিশ্বাসই করে না, তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তাঁরা পাঁচ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই পাঁচ দফা কর্মসূচীর প্রথম দফা হলো, তরুণ ছাত্র সমাজের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছিয়ে তাদের মাঝে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং বাস্তব জীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলনের দায়িত্বের

www.pathagar.com

অনুভূতি শানিত করা। দ্বিতীয় দফা হলো, যেসব ছাত্র কোরআন-সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত তাদেরকে একটি সংগঠনের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করা। তৃতীয় দফা হলো, যারা সংগঠনে যোগ দেবে তাদেরকে কোরআন সুন্নাহ্‌র জ্ঞান প্রদান করা এবং আদর্শ-চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলে ইসলামের বিপরীত যাবতীয় মতবাদ, মতাদর্শ, নীতি-আদর্শ ও পদ্ধতির মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী হিসেবে গড়ার কার্যকরী ব্যবস্থা করা। আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্‌– ইতোমধ্যেই তারা এ কাজে সফলতা অর্জন করেছে। এদেশে তারা একটি উল্লেখযোগ্য সৎ নাগরিক সরবরাহ করেছে এবং জাতি ইতোমধ্যেই এর সুফল পেতে শুরু করেছে। ছাত্র জীবনে যারা শিবির করতো, তাদের মধ্যে যারা দেশের প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে চাকরী করছে, সেসব বিভাগ অত্যন্ত দক্ষ-গতিশীল, দুর্নীতি মুক্ত এবং জনকল্যাণমুখী।

ইসলামী ছাত্র শিবির এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জান্‌-মাল দিয়ে চেষ্টা-সংগ্রাম ও আন্দোলন করছে। ইতোমধ্যে তারা তারুণ্যে উজ্জিবিত ১২১ টি প্রাণ শাহাদাতের নজরানা পেশ করেছে। ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতে শিবিরের ১২১ জন কর্মী শাহাদাতবরণ করেছে, অসংখ্য তরুণ-যুবক পঙ্গুত্ববরণ করেছে এবং সীমাহীন নির্যাতন ভোগ করেছে। ইসলামী ছাত্র শিবির মানুষকে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকে। কোরআন-সুন্নাহর বিধানের ভিত্তিতে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার আহ্বান জানায়, যেন মানুষ এই পৃথিবীতেও শান্তিতে বাস করতে পারে এবং আদালতে আখিরাতে অনন্তকালের জীবনেও মানুষ শান্তি লাভ করতে সক্ষম হয়।

পক্ষান্তরে মানুষের বানানো আদর্শের ওপর ভিত্তি করে যেসব দল গড়ে উঠেছে, তারা মানুষকে আরেক মানুষের গোলাম বানাতে চায়। দলীয় নেতা-নেত্রীদের গোলামে পরিণত করে। মানুষকে আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে অন্য মানুষের বানানো আইন-কানুন বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে বিধি বিধান দিয়েছেন, সেই বিধানের দিকে যারা অন্য মানুষকে ডাকে, তারাই কালিমায়ে তাইয়্যেবা তথা পাক-পবিত্র কথার দিকে ডাকে। ইসলামী ছাত্র শিবির মানুষকে পাক-পবিত্র কথা তথা কালিমায়ে তাইয়্যেবার দিকে আহ্বান জানায়। আর যারা মানুষের বানানো মতবাদ, মতাদর্শ যেমন-পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ তথা শয়তান কর্তৃক আবিষ্কৃত বিধানের দিকে ডাকে, তারাই কালিমায়ে খবীসা তথা অপবিত্র কথার দিকে ডাকে। কারণ, শয়তান

www.pathagar.com

কর্তৃক উদ্ভাবিত আদর্শের যাবতীয় কথাই হলো অপবিত্র কথা। সুতরাং ইসলামী ছাত্র শিবির ও অন্যান্য দলের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে, তা স্পষ্ট হয়ে গেলো।

## শিবিরের কর্মীদের কি শহীদ বলা যাবে

*প্রশ্ন ঃ নামঃ মোঃ মিরাজুল হাসান তুষার, নবম শ্রেণী। যে কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী খুন হলেই তাকে শহীদ বলা হয়। শিবিরের একজন বড় ভাই বলেছেন, এদেরকে শহীদ বলা যাবে না। ইসলামের জন্য খুন হলে তাকেই শহীদ বলা যাবে। শিবিরের কেউ নিহত হলে তাকে শহীদ বলা যাবে। আপনি বলুন, আসলে শহীদ কাকে বলা যাবে?*

**উত্তর ঃ** ইসলামে তাঁদেরকেই শহীদ বলা হয়, যাঁরা পৃথিবীতে ইসলামের কারণে শাহাদাতবরণ করেন। যেমন কোনো একজন মানুষ মুসলমান, শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হলো অথবা যারা সমাজ ও রাষ্ট্রে কোরআন-সুন্নাহর বিধান বাস্তবায়নের কাজ করছে, এ কারণে বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাকে হত্যা করা হলে নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলা যাবে। ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা কাজ করছে অথবা যারা ইসলামের বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী, তারা ইসলামের পক্ষের লোকদের হত্যা করলে নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলা যাবে।

ইসলামী ছাত্র শিবির এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। তাদের অগ্রযাত্রার কারণে হিংসার বশবর্তী হয়ে ইসলামের বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী কোনো দলের লোক যদি শিবিরের কাউকে হত্যা করে, তাহলে তাকে শহীদ বলা যাবে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বা সাহায্য করতে গিয়ে ইসলামী আন্দোলন বিরোধী শক্তির হাতে কেউ যদি নিহত হয়, তাকে মৃত বলতে আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করেছেন। আল্লাহর গোলাম নয় এমন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার জীবনের সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে যায়, তার যাবতীয় অর্জন হয় বৃথা। সমস্ত আমল ও কর্মকান্ড বিনষ্ট হয়ে যায়। মৃত্যুর পরে লাঞ্ছনামূলক জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। আর ঈমানদার শাহাদাত বরণ করে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান-মর্যাদা অর্জন করে সাফল্যমন্ডিত জীবনে প্রবেশ করে। শাহাদাত বরণকারী অমর। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আলে ইমরাণের ১৭০ নং আয়াতে বলেন–

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا-بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ-

www.pathagar.com

যারা আল্লাহর পথে জীবন দান করেছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তারা রিযিক লাভ করছে।

## শিবির না করলে কি আখিরাতে মুক্তি পাবো না

**প্রশ্ন ঃ** *আমাদের স্কুলে একদিন শিবিরের ভাইয়েরা এসে এক অনুষ্ঠান করলো এবং বললো, আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে শিবির করতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো, শিবির না করলে কি আখিরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে না?*

**উত্তর ঃ** ইসলামী ছাত্র শিবির দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত একটি সংগঠন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা নামায-রোযা আদায় করার মতোই বাধ্যতামূলক। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম না করলে আখিরাতে মুক্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। ইসলামী ছাত্র শিবির দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে তথা ইসলামী আন্দোলন করছে এবং এই অর্থেই শিবির বলে থাকে–আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে শিবির করতে হবে। সুতরাং ছাত্র সমাজকে শিবিরের পতাকাতলে সমবেত হয়ে কোরআনের রাজ কায়েমের জন্য জান্-মাল দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

## যদি শিবিরের দাওয়াত গ্রহণ না করে

**প্রশ্ন ঃ** *আমি মারুফ শওকত, দশম শ্রেণীর ছাত্র। যখন কাউকে শিবিরের দাওয়াত দেই তখন সে যদি তা গ্রহণ না করে, তাহলে আমি কি ব্যর্থ হলাম?*

**উত্তর ঃ** ইসলামী ছাত্র শিবিরের দিকে অন্য ছাত্রদের আহ্বান জানানোর অর্থ হলো আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানো। আর আল্লাহর দিকে যারা মানুষকে আহ্বান জানায় তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা দা'য়ী ইলাল্লাহ্ হিসেবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎকাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান। (সূরা হামীম সাজ্দাহ্-৩৩)

সুতরাং মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য হলো, নিজে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করবে এবং অন্যকেও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার জন্য আহ্বান জানাবে। ইসলামী ছাত্র শিবির এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ইসলামী ছাত্র

www.pathagar.com

শিবিরের একজন হিসেবে তোমার দায়িত্ব হলো, অন্যকে সর্বোত্তম পন্থায় আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানো এবং এই কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তোমার দাওয়াতে কতজন ছাত্র ইসলামী ছাত্র শিবিরের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে, এটাকে ভিত্তি করে আদালতে আখিরাতে পুরস্কার দেয়া হবে না, আল্লাহ তা'য়ালা দেখবেন, দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে তুমি আন্তরিক ছিলে কিনা এবং এ ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছো কিনা। তুমি আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিবে, এই দাওয়াত কেউ গ্রহণ করলেও তুমি সার্থক, গ্রহণ না করলেও তুমি সার্থক। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জীবনে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই।

## শিবিরের ভাইয়েরা কি মানুষ খুন করে

**প্রশ্ন ঃ** *আমি ৮ম শ্রেণীর ছাত্র, আমার নাম রাসেল। শিবিরের ভাইদের আমার খুব ভালোলাগে। কিন্তু আমার আব্বা তাদের সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, ওরা মানুষ খুন করে। সত্যই কি শিবিরের ভাইয়েরা মানুষ খুন করে?*

**উত্তর ঃ** পৃথিবীতে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা লগ্ন থেকেই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলে আসছে, বর্তমানেও চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে। প্রত্যেক নবী ও রাসূলই এই অপপ্রচারের সম্মুখীন হয়েছেন। তোমার আব্বা শিবির সম্পর্কে অপপ্রচারের শিকার হয়েছেন। পিতাদের উচিত অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরকে এভাবে পরীক্ষা করতে পারেন যে, পিতা তার সন্তানকে শিবিরের সাথে দিয়ে দেখুন এবং কিছুদিন পর সন্তানের পূর্বের আচরণ এবং বর্তমান আচরণ মিলিয়ে দেখুন। ইন্‌শাআল্লাহ পিতা তার সন্তানের মধ্যে উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ দেখতে পাবেন, সন্তানের আচরণে নমনীয়তা ও ভদ্রতা দেখতে পাবেন। অপপ্রচারকারীদের কথানুসারে শিবির যদি খারাপই হতো, তাহলে আপনার সন্তানতো শিবিরের সাথে থেকে চোর-ডাকাত, খুনী হতো, কিন্তু তা না হয়ে হলো তার বিপরীত। এখন পিতা নিজেই বিচার করে দেখতে পারেন, শিবির খারাপ না ভালো। আসলে এগুলো হলো শয়তানের প্রচারণা মাত্র। কেননা শয়তানের কাজই হলো, মানুষকে ভালো কাজ থেকে বিরত রাখা।

যে ছেলেটি নামায-রোযার সাথে সম্পর্ক রাখতো না, কোরআন পড়তে জানতো না। সেই ছেলেটি শিবির করার কারণে নামাযী হয়েছে, রোযা পালন করছে। আল্লাহর কোরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করছে। এখন পিতা নিজেই বিবেচনা করে দেখতে পারেন, শিবির খারাপ না ভালো। যেসব পিতা নিজের সন্তানকে শিবিরের ছেলেদের

www.pathagar.com

সাথে মিশতে নিষেধ করেন, তারা প্রতিবেশী যুবক-তরুণদের মধ্যে যাঁরা শিবির করে, তাদের মধ্যে কে সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণ ও চাঁদাবাজীর সাথে জড়িত, তা অনুসন্ধান করে দেখুন। ইনশাআল্লাহ এসব অপকর্ম শিবিরের মধ্যে পাবেন না। শিবিরের ছেলেরা ধুমপান করে না। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় দুইলক্ষ তরুণ-যুবক ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে জড়িত এবং যারা সক্রিয়ভাবে শিবিরের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে, তাদের পক্ষে ধুমপান করার প্রশ্নই আসে না।

এই দুইলক্ষ শিবির কর্মী যদি প্রতি দিন দুটো করে সিগারেট খেতো, তাহলে প্রতিদিন চারলক্ষ সিগারেট শেষ হতো। একটি সিগারেটের মূল্য দুই টাকা হারে ধরা হলেও প্রতিদিন আটলক্ষ বাংলাদেশী মুদ্রা ছাইয়ে পরিণত হতো। ইসলামী ছাত্র শিবির ধুমপান থেকে বিরত থেকে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি করছে। ইসলামী ছাত্র শিবির আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে এবং এ পথে তারা কোরআনের নির্দেশ অনুসারে জান-মাল ব্যয় করছে। কোরআনের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তাঁরা দেহের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিচ্ছে। এ পর্যন্ত ১২১ জন সম্ভাবনাময় প্রতিভার অধিকারী শিবিরের ছেলে শহীদী নজরানা পেশ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে যারা অপপ্রচার করছে, মূলত তারা এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে বাধার সৃষ্টি করছে। নাস্তিক, মুরতাদ, ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মহীন গোষ্ঠী এবং তাদের দোসর যারা, তারাই শিবিরের বিরোধিতা করে থাকে। আপনারা এসব অপপ্রচারে কর্ণপাত না করে নিজেদের সন্তানদেরকে শিবিরের সাথে দিয়ে দিন। আপনার সন্তানের জীবন সার্থক হবে। সন্তান প্রকৃত মুক্তির পথের সন্ধান পাবে। আর সন্তানকে প্রকৃত মুক্তির পথপ্রদর্শন করা পিতা-মাতারই দায়িত্ব। তুমি তোমার আব্বাকে অনুরোধ করো শিবির সম্পর্কে প্রকৃত সত্য জানার জন্য। প্রকৃত সত্য জানার পরে ইনশাআল্লাহ তোমার আব্বা তোমাকে বাধা দেবে না।

## আল্লাহ-রাসূলের পর কার আদেশ মানবো?

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম মুশফিক আবরার। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। আল্লাহ ও রাসূলের পর আমরা আর কার আদেশ মানবো?*

**উত্তর ঃ** আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরে পিতা-মাতার আদেশ মানতে হবে। তবে পিতা-মাতার আদেশ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের বিপরীত হয় তাহলে পিতা-মাতাকে বুঝাতে হবে যে, আমি তোমাদের সন্তান হলেও সর্বপ্রথমে আমি আল্লাহ তা'য়ালার গোলাম। তাঁর আদেশের বিপরীত কোনো কাজ করলে আমাকে

www.pathagar.com

জাহান্নামে যেতে হবে। তোমরা যে আদেশ দিচ্ছো তা কোরআন-সুন্নাহর বিপরীত। সুতরাং তোমরা কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো কাজের আদেশ দিয়ে নিজেরাও গোনাহ্গার হয়ো না, আমাকেও সেই আদেশ মানতে বাধ্য করে গোনাহ্গার করো না। বরং আল্লাহর আদেশ পালন করার ব্যাপারে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করে সওয়াবের অংশীদার হও।

## জামায়াত-শিবির কি রগ কাটে

**প্রশ্ন ঃ** *আমি স্কুল ছাত্র– নাম সহিদ। যখন কেউ বলে জামায়াত-শিবির রগ কাটে, তখন খুব দুঃখ লাগে। এ ব্যাপারে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।*

**উত্তর ঃ** প্রত্যেক যুগেই ইসলামের দুশমনরা ইসলামপন্থী দল ও লোকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে অতীতের তুলনায় ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়া ও প্রিন্টিং মিডিয়াকে এই জঘন্য কাজে সবথেকে বেশী ব্যবহার করছে ইসলামের দুশমনরা। এ দেশকে জামায়াত-শিবির আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করে যাচ্ছে এবং এই কাজ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত তাদের প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি নিজের প্রাণ কোরবানী করেছেন। অনেকে চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। অনেকের সম্পদহানী ঘটেছে। এরপরও এদেশের ইসলামী শক্তি অপ্রতিরোধ্য গতিতে সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। এটা দেখে ইসলামের দুশমনদের কলিজায় কম্পন জেগেছে। এ জন্যই তারা ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে নিত্য-নতুন অপপ্রচারের কৌশল অবলম্বন করেছে। সাংবাদিকতার নামে তারা তথ্য সন্ত্রাস করছে। ইসলামের দুশমনদের অর্থে তারা টিভি চ্যানেল ও পত্রিকা বের করেছে। এসব টিভি চ্যানেল ও পত্রিকাগুলোর একমাত্র কাজই হলো ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা।

একবার কয়েকটি পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হলো, চট্টগ্রামের মুহসিন কলেজের চারজন ছাত্রের হাতের কব্জি কেটে দিয়েছে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ছেলেরা। দেশ জুড়ে শিবিরের সম্মান-মর্যাদা বিনষ্ট করার লক্ষ্যে এভাবে তথ্য সন্ত্রাস করা হলো। যেসব ছাত্রের হাতের কব্জি শিবির কেটেছে বলে সংবাদ ছাপা হলো, পরের দিন ঐসব ছাত্র মুহসিন কলেজের প্রিন্সিপ্যালের রুমে উপস্থিত হয়ে নিজেদের হাত দেখিয়ে জানালো, তাদের নামে যে সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তা মিথ্যা। শিবিরের ছেলেরা আমাদের হাত কাটা দূরে থাক– তাদের সাথে আমাদের কথা কাটাকাটিও হয়নি। তখন এই সংবাদ দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা তাদের ছবিসহ

www.pathagar.com

ছাপলো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যেসব পত্রিকা আগের দিন ব্যানার লাইনে যে মিথ্যে সংবাদ শিবিরের নামে ছাপলো, পরের দিন তারা শিবিরের পাঠানো প্রতিবাদটুকুও ছাপার মতো উদারতা দেখাতে পারলো না। সুতরাং তোমরা সংবাদ মাধ্যমের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে শিবিরের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ো।

## আপনি কেনো জামায়াতে ইসলামী করেন

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম রিপন, অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আচ্ছা সাঈদী ভাইয়া, আপনি অন্য দল করলে তো মন্ত্রী হতে পারতেন। তখন আমরা টেলিভিশনে আপনার বক্তৃতা শুনতে পারতাম। কিন্তু আপনি অন্য দল না করে জামায়াতে ইসলামী কেন করেন?*

**উত্তর ঃ** আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি– এই প্রশ্ন আমাকে এত অধিক করা হয়ে থাকে যে, এর জবাব দিতে দিতে আমি নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এ কারণে এই প্রশ্নের উত্তরে আমি একটি বই লিখেছি, 'আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি'। প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য এই বইটি পড়তে পারো। আর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এই গোলামকে টেলিভিশনে বক্তৃতা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। পার্লামেন্টে যখন বক্তব্য রাখি তখন বিটিভি প্রচার করে থাকে, যৌতুকসহ অন্যান্য বিষয়ে আমার আলোচনা বিটিভি প্রচার করে থাকে। তাছাড়া এটিএন বাংলা তো সপ্তাহে দুই তিন দিন আমার আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব প্রচার করে থাকে। দেশেই নয়– বিদেশের অনেক টিভি চ্যানেলও আমার সাক্ষাৎকার ও আলোচনা প্রচার করে থাকে। সুতরাং তোমরা তো আমার আলোচনা টিভি চ্যানেলে শোনার সুযোগ পাচ্ছো। শুধুমাত্র মন্ত্রী হলেই যে তার বক্তৃতা টিভি চ্যানেলে শোনা যাবে, এ কথা সঠিক নয়। দেশ-বিদেশের অনেক এমন মন্ত্রী আছে, টিভি চ্যানেলে তাদের বক্তৃতা প্রচার দূরে থাক, দেশের অধিকাংশ জনগণ তাদের নামও জানে না।

## আব্বা আওয়ামী লীগ করেন- আম্মা জামায়াতে ইসলামী করেন

**প্রশ্ন ঃ** *আরসালান তওফীক অমিয়, অষ্টম শ্রেণী। শিবিরের একজন ভাইয়ার মুখে শুনেছি, যারা কোরআন-হাদীসের আইনের বিরোধিতা করে, মৃত্যুর পরে তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না, তারা জান্নাতে যাবে না। আমার আব্বা আওয়ামী লীগের একজন নেতা। আম্মু নামাজ পড়েন এবং জামায়াতে ইসলামীর বৈঠকে বসেন। আব্বুর সাথে আম্মুর ইসলাম নিয়ে প্রায়ই তর্কাতর্কি হয়। আম্মু*

www.pathagar.com

*আব্বুকে বলেন, 'তুমি আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করো। মৃত্যুর সময় দেখো তোমার কি হয়।' আমার প্রশ্ন, আমার আব্বু ইসলামের বিরোধিতা করেন : তাঁর মৃত্যুর পরে কি আকাশের দরজা খোলা হবে না?*

**উত্তর ঃ** ইসলামী ছাত্র শিবিরের যে ভাই তোমাকে বলেছে, যারা মহান আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করবে, মৃত্যুর সময় তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না– তারা জান্নাতে যাবে না।' এই কথাটি কোনো মানুষের কথা নয়। এ কথা বলেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। যারা মনে করে কোরআন-সুন্নাহর বিধান দিয়ে সমাজ-রাষ্ট্র চলতে পারে না অথবা কোরআন-হাদীস মিথ্যা, আল্লাহর দেয়া বিধানের পরিবর্তে মানুষের বানানো আদর্শ সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করে, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করে, এ ধরনের কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার রুহ ওপরের দিকে যাবে না। কারণ তার জন্য আকাশের দুয়ার খোলা হবে না। যারা মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, মৃত্যুর পরে তাদের রুহ অবস্থান করবে ইল্লিনে– আর ইল্লিন হলো ওপরের দিকে। আর যারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেনি বা এর সাথে বিরোধিতা করেছে, এই বিধান অপছন্দ করেছে, মৃত্যুর পরে তাদের রুহ অবস্থান করবে সিজ্জিনে বা কারাগারে– আর সিজ্জিন হলো নীচের দিকে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ–

নিশ্চিতই জেনো, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং তার মোকাবেলায় বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজা কখনই খোলা হবে না। তাদের জন্য জান্নাতে প্রবেশ ততটা অসম্ভব, যতটা অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্রের গমন। (সূরা আল আ'রাফ-৪০)

সূচের ছিদ্র পথ দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, তেমনি ঐসব লোকগুলোর জন্য জান্নাতে যাওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, যে লোকগুলো আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করে এবং অন্য মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করে। শুধু তাই নয়, এ ধরনের লোকদের মৃত্যুর সময় ভয়ঙ্কর আযাব হয়ে থাকে। হাদীসেও এ কথা বলা হয়েছে এবং কোরআনে সূরা আনফালে বলা হয়েছে, মৃত্যুর সময় ফেরেশ্‌তাগণ তাদেরকে প্রচন্ড আঘাত করতে থাকে।

www.pathagar.com

## অন্য দলের নেতা-কর্মীরা জাহান্নামে যাবে

**প্রশ্ন ঃ** *আনসারুল ইসলাম রিদম, সিলেট আলিয়া মাদ্‌রাসা। ইসলামী ছাত্র শিবিরের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অনেক ছাত্রদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো। আমরা সে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে শিবিরের একজন নেতা তাঁর বক্তৃতায় বললেন, 'পৃথিবীতে যেসব নেতা মানুষের বানানো আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে, কিয়ামতের দিন তারা তাদের অনুসারী বা কর্মীদেরকে চিনবে না।' স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা নাকি কোরআনে এ কথা বলেছেন। সেদিন সময় ছিল না, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পরিনি, কোরআনের কোন্ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এসব কথা বলেছেন। আপনি যদি অনুগ্রহ করে বলে দিতেন, তাহলে সেই আয়াতটি আমি মুখস্থ করে নিতাম।*

**উত্তর ঃ** ইসলামী ছাত্র শিবির একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করেও তারা কোরআন-হাদীসের নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করে থাকে। তারা পড়াশোনা করে, না জেনে কোনো কথা বলার অভ্যাস ছাত্র শিবিরের ছেলেদের নেই বলেই জানি। শিবিরের যে নেতা তার বক্তৃতায় ঐ কথা বলেছে, সে কোরআন থেকেই বলেছে। বিষয়টি আমি এখানে স্পষ্ট আলোচনা করতে চাই। পৃথিবীতে যারা মানুষের বানানো আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে এবং যারা কর্মী হিসেবে তাদের সহযোগিতা করেছে, আখিরাতের ময়দানে তাদের অবস্থা কেমন হবে, সে চিত্র পবিত্র কোরআনে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে–

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ–وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّ اَمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا–كَذَالِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ–وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ–

যাদের কথায় (নেতা বা ক্ষমতাবান) মানুষ চলতো, তারা (নেতাগণ) কিয়ামতের দিন তাদের দলের লোকদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ কেটে পড়বে। নেতা এবং অনুসারীগণ সেদিনের ভয়ংকর শাস্তির ভয়াবহতা দর্শন করবে। নেতা এবং অনুসারীদের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসারীগণ বলতে থাকবে, যদি কোন প্রকারে আমরা একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমরা সেখানে (পৃথিবীতে নেতাদের) এদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম যেমন

www.pathagar.com

করে আজ তারা (নেতাগণ) আমাদের থেকে (বিচ্ছিন্ন) হয়েছে, কিন্তু মহান আল্লাহ সকলকেই (নেতা ও অনুসারীদেরকে) তাদের কর্মফল দেখিয়ে দিবেন যা তাদের জন্যে অবশ্যই অনুতাপ-অনুশোচনার কারণ হবে। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা সে জাহান্নামের আগুন থেকে কোনক্রমেই বের হতে পারবে না। (সূরা বাকারাহ্-১৬৬-১৬৭)

অতএব হায়াত থাকতে অবশ্যই মানুষকে সাবধান হতে হবে। কারো নির্দেশ মেনে চলা যাবে না, সে যত বড় নেতা হোক, যত বড় পীর-মাওলানা হোক না কেনো। কেউ কোনো নির্দেশ দিলে সে নির্দেশ ইসলাম সম্মত কিনা-তা যাচাই করে তারপর মেনে চলতে হবে। পৃথিবীতে যারা যাচাই-বাছাই না করে, যে কোনো নেতা গোছের মানুষেব অনুসরণ করেছে তাদের ও তাদের নেতাদের মৃত্যুকালের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়ংকর। মৃত্যুর সময়ে ফেরেশ্তা তাদেরকে আঘাত করতে থাকবে আর প্রশ্ন করবে–

قَالُوْا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ قَالَ ادْخُلُوْا فِىْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰهُمْ لِاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ وَقَالَتْ اُوْلٰهُمْ لِاُخْرٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ–

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের আইন-নির্দেশ মেনে চলতে, তারা আজ কোথায়? (উত্তরে) তারা বলবে, তারা (নির্দেশদাতাগণ) তাদের কাছ থেকে সরে পড়েছে। তারপর তারা স্বীকার করবে যে, তারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসই করেছে। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের মধ্যে জ্বিন এবং মানুষের মধ্যে যে দল অতীত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো। এরপর এদের একটি দল (অনুসারীগণ) যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন তাদেরই অনুরূপ দলের (নেতাগণের) প্রতি অভিশাপ করতে থাকবে। যখন সব দলগুলো (অনুসারী দল ও আল্লাহদ্রোহী নেতাদের দল) সেখানে প্রবেশ করবে তখন (অনুসারী

www.pathagar.com

দল-নেতাদের সম্পর্কে) পরবর্তী দল তার পূর্ববতী দল সম্পর্কে একথা বলবে-হে প্রভু, ওরা (আল্লাহদ্রোহী নেতাগণ) আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। আল্লাহ বলবেন, 'তোমাদের উভয়ের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি। কিন্তু এ সম্পর্কে তোমরা কোনো জ্ঞান রাখোনা।' তাদের প্রথমটি শেষেরটিকে বলবে, তোমরা আমাদের চেয়ে মোটেই উত্তম নও, অতএব তোমরা তোমাদের কর্মের প্রতিফল ভোগ করো। (সূরা আরাফ)

ইসলাম বিরোধী নেতা-কর্মীরা জাহান্নামে কঠিন আযাব ভোগ করতে থাকবে এবং এরা একে অপরের প্রতি অভিশাপ দিতে থাকবে। এদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আহ্যাবের ৬৬-৬৭ নং আয়াতে বলেন–

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا–

যেদিন তাদের চেহারা আগুনে ওলট-পালট করা হবে তখন তারা বলবে, হায়! যদি আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতাম। তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর আভিশাপ বর্ষণ করো।

মানুষের বানানো আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যারা পৃথিবীতে আন্দোলন করেছে, চেষ্টা-সাধনা করেছে, সেসব নেতাদের যারা অনুসরণ করেছে, সেসব কর্মীদেরকে যখন জাহান্নামের আগুনের ভেতরে জ্বালানো হবে, তখন তারা বলবে, পৃথিবীর ঐ সব নেতা এবং সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকগুলো আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণা দিয়েছে, তাদের কারণেই আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। হে আল্লাহ! ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের উভয়ের (অনুসারীগণ ও আল্লাহদ্রোহী নেতাগণ) জন্যেই দ্বিগুণ আযাব। কিন্তু এ সম্পর্কে তোমরা কোনো জ্ঞান রাখো না। তাদের প্রথমদল (অনুসারী দল) শেষের দলটিকে বলবে (নেতাদের দল) তোমরা আমাদের চেয়ে মোটেই উত্তম নও। অতএব তোমাদের অর্জিত কর্মের শাস্তি ভোগ কর।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে সাধারণত দেখা যায় যাদের অর্থ নেই, বিত্ত নেই, দুর্বল, যারা শোষিত তারাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ক্ষমতাবান মানুষদের অত্যাচারী আল্লাহদ্রোহী শাসকদের আইন-কানুন, নির্দেশ মেনে চলে। মানতে বাধ্য হয়। কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দানে এদের পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَوْهَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَالَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ–

যখন উভয়দলকে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে, তখন দুর্বল মানুষগুলো ক্ষমতা গর্বিত উন্নত শ্রেণীর (ক্ষমতাবানদের) লোকদের বলবে, আমরা তোমাদেরই কথা মেনে চলেছিলাম। আজ তোমরা কি আল্লাহর আযাবের কিছু অংশ আমাদের জন্যে লাঘব করে দিতে পারো? তারা বলবে, তেমন কোনো পথ আল্লাহ আমাদের দেখালে তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। এখন এ শাস্তি আমাদের জন্যে অসহ্য হোক অথবা ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করি উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। এখন আমাদের পরিত্রানের কোনো উপায় নেই। (সূরা ইবরাহীম-২১)

অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে কর্মীদের দল আযাবের ভয়াবহতা দেখে তাদের নেতাদের বলবে, পৃথিবীতে আমরা ইসলামের বিধান মানিনি, তোমাদের নির্দেশ মেনে চলেছি। আজ জাহান্নামের এই যে ভয়ংকর আযাব আমরা ভোগ করছি– ও নেতারা! আজ কি পারো আল্লাহর আযাব কিছুটা কমিয়ে দিতে? পৃথিবীতে তো তোমরা অনেক বড় বড় কথা বলেছো, অনেক ক্ষমতা দেখিয়েছো। আজ সেই ক্ষমতা একটু দেখাও না! আল্লাহদ্রোহী নেতারা বলবে, আযাব থেকে বাঁচার কোনো পথ আমাদেরই জানা নেই, তোমাদের জানাবো কিভাবে? এখন আমরা সবাই যে শাস্তি ভোগ করছি, তা যতই অসহ্য হোক না কেনো, অথবা ধৈর্যের সাথেই আযাব ভোগ করি না কেনো। একই ব্যাপারে আজ আমরা ধরা পড়েছি। এই আযাব থেকে বাঁচার কোনো পথ আর খোলা নেই। পবিত্র কোরআন জানাচ্ছে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى

www.pathagar.com

بَعْضِ نِ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْا
لاَ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا
اَنَحْنُ صَدَدْنكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ
وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ
وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَه اَنْدَادًا وَاَسَرُّوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الاَغْلٰلَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

এসব অবিশ্বাসীগণ বলে, কিছুতেই কোরআন মানবো না। এর আগের কোনো কিতাবকেও মানবো না। তোমরা যদি তাদের অবস্থা (হাশরের দিন) দেখতে যখন এই জালেমরা তাদের রব-এর সামনে দন্ডায়মান হবে এবং একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে থাকবে। সেদিন অসহায় দূর্বলগণ (পৃথিবীতে যারা ছিল অর্থবিত্তহীন) গর্বিত সমাজপতিদের (পৃথিবীতে যারা ছিল ক্ষমতাবান) বলবে, তোমরা না থাকলে তো আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনতাম। (অর্থাৎ তোমরাই আমাদেরকে ইসলামী আইন মানতে দাওনি।) গর্বিত সমাজপতিরা দুর্বলদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট হেদায়েতের বানী পৌছার পর আমরা কি তোমাদেরকে সৎপথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম? তোমরা নিজেরাই তো অপরাধ করেছো। দুর্বলেরা বড় লোকদের বলবে-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বরং তোমাদের দিবারাত্রির চক্রান্তই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে রেখেছিল, আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তার আইন মানার ব্যাপারে, তার সাথে শরীক করতে তোমরাই তো আমাদের নির্দেশ দিতে। তারা যখন তাদের জন্যে নির্ধারিত শাস্তি দেখতে পাবে তখন তাদের লজ্জা ও অনুশোচনা গোপন করার চেষ্টা করবে। আমি এসব অপরাধীদের গলায় শৃংখল পরিয়ে দেব। যেমন তাদের কর্ম, তেমনি তারা পরিণাম ফল ভোগ করবে। (সূরা সাবা-৩১-৩৩)

ইসলামের বিধান অমান্যকারীরা ওই সমস্ত মানুষদের সাথে শত্রুতা করে যারা পৃথিবীতে আল্লাহর আইন মেনে চলে। ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক বলে গালী দেয়, মারধোর করে, নানাভাবে কষ্ট দেয়। হাশরের পরে ইসলামের দুশমনরা যখন জাহান্নামে যাবে– তখন তারা জাহান্নামের মধ্যে ওই মানুষগুলোকে

www.pathagar.com

খুঁজবে, পৃথিবীতে যারা ইসলামের আইন মেনে চলেছে। পবিত্র কোরআন বলছে–

وَقَالُوْا مَالَنَا لَانَرَاى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الاَشْرَارِ–

এবং তারা (অবিশ্বাসীরা জাহান্নামের মধ্যে থেকে) বলবে, কি ব্যাপার তাদেরকে তো দেখছি না, যাদেরকে আমরা দুষ্ট মানুষদের মধ্যে গণ্য করতাম। (অর্থাৎ পৃথিবীতে যাদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ, শত্রুতা করেছি, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিয়েছি) (সূরা সোয়াদ-৬২)

পৃথিবীতে মানুষ কখনো মুক্ত স্বাধীন হতে পারে না-হবার উপায়ও নেই। মানুষ কারো না কারো আইন মেনে চলেই। কেউ নিজের মনের আইন মানে, কেউ সমাজপতিদের আইন মানে, নেতা-নেত্রীদের নির্দেশ মেনে চলে অর্থাৎ মানুষ একটা নিয়ম মেনে চলে। সে নিয়ম তার নিজের মনের বানানো অথবা অন্য মানুষের বানানো। হাশরের ময়দানে নেতা অর্থাৎ সমাজে বা দেশে, নিজ এলাকায় ছিল প্রভাবশালী, তারা এবং ওই সমস্ত মানুষ, যারা প্রভাবশালীদের নির্দেশ মেনে চলতো, উভয়ে মুখোমুখি হবে। চোখের সামনে ভয়ংকর আযাব দেখে ওই প্রভাবশালী লোকদেরকে অর্থাৎ নেতাদেরকে সাধারণ মানুষ ঘিরে ধরবে। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলবে– এই তোমরা, তোমাদের কারণেই আজ আমরা জাহান্নামের যাচ্ছি। তোমাদেরকে আমরা নেতা বানিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেরাও ইসলামী আইন মানোনি আমাদেরকেও মানতে আদেশ করোনি।

প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় মানুষগুলো তখন বলবে–দেখো, আমরা তোমাদেরকে জোর করে আমাদের আদেশ মানতে বাধ্য করিনি। কেনো তোমরা পৃথিবীতে আমাদের পেছনে ছুটতে? আমাদের কি ক্ষমতা ছিল? আসলে তোমরা ইচ্ছা করেই ইসলামের আইন অমান্য করেছো। আমরাও ভুল পথে ছিলাম তোমরাও ভুল পথে ছিলে। এখন আমাদের সবাইকে জাহান্নাম যেতে হবে। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে যারা ইসলামের পথে চলতো, ইসলামের দিকে ডাকতো তারাই সত্য পথের পথিক ছিল।

## শিবির করলে কি লাভ হবে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম মিজানুর রহমান, মজিদীয়া মাদ্‌রাসায় তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমার প্রশ্ন হলো, আমরা কেনো শিবির করবো, শিবির করলে লাভ কি এবং না করলে ক্ষতি কি?*



www.pathagar.com

**উত্তর ঃ** শিবির করতে হবে সমাজ ও দেশে কোরআন-সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম না করলে আখিরাতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে আর জান্‌মাল দিয়ে ইসলামী আন্দোলন করলে আল্লাহ তা'য়ালা খুশী হয়ে সর্বোত্তম প্রতিদান দিবেন। তোমরা নিজেদেরকে অবশ্যই একজন ভালো ছাত্র, চরিত্রবান ও আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়তে চাও। এ ব্যাপারে অন্য কোথাও তুমি সহযোগিতা পাবে না। কিন্তু ইসলামী ছাত্র শিবির এ ব্যাপারে তোমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। আদর্শ মুসলিম হিসেবে ও নিজেকে একজন ভালো ছাত্র হিসেবে গড়তে হলে সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে মুসলিম হিসেবে নিজের সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্যই তোমাকে ইসলামী ছাত্র শিবির করতে হবে।

## ইসলামের নামে অনেক দল- আমি কোন্ দলে যাবো

**প্রশ্ন ঃ** *আমি সাইফুল্লাহ বিন আলী, নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, ইসলামের নামে অনেকগুলো দল। আমরা কোন্ দলে যোগ দেবো?*

**উত্তর ঃ** প্রকৃত ইসলামী দল কোন্‌টি, তা জানার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-কর্ম এবং তিনি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন্ পন্থা অবলম্বন করেছেন, সাহাবায়ে কেরামের জীবন-কর্ম ও তাঁদের অনুসৃত পন্থা সম্পর্কে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য সর্বপ্রথমে বৈজ্ঞানিক পন্থায় লোক তৈরী করেছেন। তিনি কোরআনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একদল লোককে সর্বপ্রথমে কোরআনের আদর্শের ভিত্তিতে গড়েছেন। তিনি মানুষের চিন্তার জগতে সর্বপ্রথমে বিপ্লব সাধন করেছেন। তারপর সেই মানুষগুলোর মাধ্যমে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা বা সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করেননি। আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে সামান্যতম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণে যে দল ইসলামী আন্দোলন করছে, সেই দলেই যোগ দিয়ে ইসলামী আন্দোলন করতে হবে। তুমি ইসলামী ছাত্র শিবির সম্পর্কে খোঁজ নাও, দেখতে পাবে তারা কিভাবে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মানুষকে গড়ছে, তারা লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করেছে। শিবিরের মাধ্যমেই জানতে পারবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপন্থা কি

www.pathagar.com

ছিলো। মুসলিম হিসেবে তোমার দায়িত্ব হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করা। এই দায়িত্ব তুমি কেবলমাত্র শিবিরের মাধ্যমেই পালন করতে পারো।

## জামায়াতে ইসলামী কি সেই রাজনীতি করে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম সাহিদ, সীতাকুন্ড এক স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ি। আমার প্রশ্ন হলো, ইসলামী শরিয়াত অনুযায়ী যে রাজনীতি করা প্রয়োজন, জামায়াতে ইসলামী কি সেই রাজনীতি করছে? দেশে আরো যেসব ইসলামী দল রয়েছে, তাদের সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি এবং তারা জামায়াতে ইসলামীকে পছন্দ করে না কেনো?*

**উত্তর ঃ** আল হাম্‌দুলিল্লাহ–জামায়াতে ইসলামী কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতেই ইসলামী রাজনীতি করছে। দেশে আরো যেসব ইসলামী দল রয়েছে তাদেরকে আমরা দেশে ইসলামী বিপ্লব সাধনের সহযোগী শক্তি হিসেবে বিবেচনা করি। ইসলামের নামে কোনো দল যদি জামায়াতে ইসলামীকে পছন্দ না করে, তাহলে কেনো পছন্দ করে না– সেটা তাদের ব্যাপার। জামায়াতে ইসলামীর কোনো কাজ যদি কোরআন সুন্নাহর বিপরীত হয় আর এ বিষয় যদি কেউ কোরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে জামায়াতে ইসলামী অবশ্যই তা সংশোধন করবে।

## চরিত্র গড়বো কিভাবে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম নিজামুদ্দিন, স্কুলের ছাত্র। আমি কোন্ ধরনের স্কুলে পড়লে চরিত্রবান হিসেবে নিজেকে গড়তে পারবো?*

**উত্তর ঃ** যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামের শিক্ষানীতির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়া এবং ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয়, নিজের প্রচেষ্টা থাকলে সে ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করলে আশা করা যায় নিজেকে তুমি চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। দেশের শিক্ষানীতি যেহেতু ইসলামী শিক্ষানীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এ জন্য মাদ্‌রাসা, স্কুল-কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত ইসলামী ছাত্র শিবির ও ইসলামী ছাত্রী সংস্থার পতাকাতলে সমবেত হয়ে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং এর ভিত্তিতে নিজেকে গঠন করা। এই দুটো সংগঠন শুধুমাত্র পরিচিত অর্থে সংগঠনই নয়– পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উন্নত চরিত্রের আদর্শ মানুষ গড়ার চলমান বিশ্ববিদ্যালয়। এসব সংগঠনে

www.pathagar.com

যারা যোগ দেয়, তাদেরকে কোরআন-হাদীস, ইসলামী সাহিত্যসহ অন্যান্য সাহিত্য ব্যপকভাবে অধ্যয়ন করতে হয়। জ্ঞানের জগতে এই সংগঠন দুটো আলোক বর্তিকা।

## আদর্শ মুসলমান হতে চাই

**প্রশ্ন ঃ** *মোহাম্মাদ সাজেদ শিকদার, শ্রেণী-৬ষ্ঠ, ফতোয়াবাদ আদর্শ বালক উচ্চ বিদ্যালয়। আমি একজন আদর্শ মুসলমান হতে চাই। এ জন্য আমাকে কি করতে হবে?*

**উত্তর ঃ** তুমি যদি নিজেকে আল্লাহর একজন গোলাম ও আদর্শ মুসলমান হিসেবে গড়তে চাও, তাহলে তোমাকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে কাজ করতে হবে। তুমি যদি শিবিরের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে গড়তে পারো, তাহলে আশা করি তুমি একজন আদর্শ মুসলমান হতে পারবে।

## জামায়াতে ইসলামীতে মুক্তিযোদ্ধা

**প্রশ্ন ঃ** *নাম জসিম উদ্দিন, দশম শ্রেণী। আমার আব্বা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে, তারা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। এটা যদি সত্য হয় তাহলে আপনি কেনো জামায়াতে ইসলামী করেন? জামায়াতে ইসলামীতে কি কোনো মুক্তিযোদ্ধা আছে?*

**উত্তর ঃ** জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতার বিরোধিতা করেনি, বিরোধিতা করেছে ভারতীয় সাম্প্রসারণবাদের। ১৯৭১ সালে আসমুদ্র হিমাচল রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাভিলাষী ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত এদেশ থেকে ইসলামের শেষ চিহ্ন মুছে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে ও এদেশের যাবতীয় সম্পদ লুটে নেয়ার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছিলো। জামায়াতে ইসলামী ভারতের এই হীন উদ্দেশ্য অনেক পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলো বিধায় তারা ভারতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরোধিতা করেছিলো। সে সময় শুধু জামায়াতে ইসলামীই ভারতের এই ঘৃণ্য নীতির বিরোধিতা করেনি, এদেশের আরো বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলও বিরোধিতা করেছিলো। উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়না। উল্লেখ করা হয় শুধু জামায়াতে ইসলামীর নাম– এ জন্য যে, জামায়াতে ইসলামী এদেশকে কোরআনের বিধান অনুসারে পরিচালিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে। বুদ্ধিজীবী হত্যা দূরে থাক, জামায়াতে ইসলামী কোনো ধরনের হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত নয়। মানুষকে ইসলামী আন্দোলন থেকে

www.pathagar.com

দূরে রাখার লক্ষ্যেই এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়। আর আমি জামায়াতে ইসলামীতে কেনো, এই প্রশ্নের জবাবে আমি একটি বই লিখেছি, 'আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি' এই বইটি পড়লে তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ্। জামায়াতে ইসলামীতে অসংখ্য মুক্তি যোদ্ধা রয়েছে, যারা এদেশকে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে জান্-মাল ব্যয় করে ইসলামী আন্দোলন করছে। এদের সকলের নাম একত্রিত করতে গেলে বিশাল আকৃতির গ্রন্থ রচিত হবে।

## ছোটরা কি আন্দোলন করবে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম মাহতাব মামুন, আমরা যারা ছোটো, তাদেরকেও কি ইসলামী আন্দোলন করতে হবে?*

**উত্তর ঃ** অবশ্যই করতে হবে, তোমাদের জন্য ইসলামী আন্দোলন হলো, এখন থেকে নামায-রোযা আদায়ের অভ্যাস গড়ে তুলবে। কোরআন বুঝা শিখবে, পিতামাতার সাথে বেয়াদবি করবে না, বড়দের সম্মান করবে। যথানিয়মে লেখাপড়া করবে এবং পাশাপাশি শিশুদের উপযোগী ইসলামী সাহিত্য পড়বে। আর ফুলকুড়ি নামক যে শিশু সংগঠন রয়েছে, সেই সংগঠনের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে।

## কোন্ সংগঠন করবো

**প্রশ্ন ঃ** *আবুল কালাম আজাদ, ৫ম শ্রেণীর ছাত্র। কোন্ সংগঠনের সাথে জড়িত হলে নিজেকে একজন মুমিন ছাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো জানাবেন কি?*

**উত্তর ঃ** ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে জড়িত হয়ে, শিবিরের সংগঠন পদ্ধতি, গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতি অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করতে পারলে তুমি নিজেকে একজন মুমিন ছাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

## ইসলাম প্রসারে কিশোরদের ভূমিকা

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম সালেম বিন মামুন (আদনান)। স্কুলে পড়ি। আমার প্রশ্ন হলো, ইসলামী আন্দোলন প্রসারে শিশু-কিশোরদের কি ভূমিকা পালন করতে হবে?*

**উত্তর ঃ** শিশু-কিশোররা মাদ্‌রাসা ও স্কুলে লেখাপড়ার পাশাপাশি কোরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করবে এবং এর ভিত্তিতে নিজেদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়বে। নিজেদের আচার-আচরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামের চারিত্রিক সৌন্দর্যবোধ মানুষের সামনে তুলে ধরবে। তোমাদের কথাবার্তা ও

www.pathagar.com

ব্যবহার দেখে মানুষ যেন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এভাবে শিশু-কিশোররা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা ইসলামী আন্দোলন প্রসারে ভূমিকা পালন করতে পারে।

## শিশুদের ইসলামী আন্দোলন

**প্রশ্ন ঃ** *রায়হান বিন আব্দুর রহমান, ৫ম শ্রেণী, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা-চট্টগ্রাম। আমরা যারা ছোট্ট শিশু, তাদেরকেও কি ইসলামী আন্দোলন করতে হবে?*

**উত্তর ঃ** আমি ইতোপূর্বে ইসলামী আন্দোলন প্রসারে শিশু-কিশোরদের ভূমিকা কি হবে, তা আলোচনা করেছি। শিশুদেরকেও তাদের সাধ্যানুসারে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সহযোগিতা করতে হবে।

## স্কুল ছাত্ররা অশ্লিল সিডি দেখে

**প্রশ্ন ঃ** *মিজানুর রহমান, মিউনিসিপ্যাল মডেল হাইস্কুল– দশম শ্রেণী। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতে বই-এর পরিবর্তে অস্ত্র দেখি। আবার স্কুল ছাত্রদের বই-এর ব্যাগে অশ্লিল ম্যাগাজিন ও সিডি দেখি। আমি কোন্ পথ অবলম্বন করলে একজন চরিত্রবান মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়তে পারবো?*

**উত্তর ঃ** তুমি ইসলামের পথ অবলম্বন করলে একজন আদর্শ ও চরিত্রবান মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়তে পারবে। আর এই পথ তুমি পেতে পারো একমাত্র ইসলামী ছাত্র শিবিরের মাধ্যমে। আর দেরী না করে এখন থেকে তুমি ইসলামী ছাত্র শিবিরে যোগ দাও এবং শিবিরের সিলেবাস অনুযায়ী নিজেকে গড়তে থাকো। তাহলে তুমি এই চরিত্র বিধ্বংসী পরিবেশের ছোবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে ইন্‌শাআল্লাহ।

## কিভাবে আল্লাহর পথে চলবো

**প্রশ্ন ঃ** *তানজিন মাহমুদ তানিম, ৫ বছর বয়স। আমি কিভাবে আল্লাহর পথে চলবো, আপনি বলে দিলে খুশী হবো।*

**উত্তর ঃ** আল্লাহর পথ কোন্‌টি এটা তোমাকে সর্বপ্রথম জানতে হবে। এ জন্য তুমি এখন থেকেই ঐ সব বই পড়বে, যা তোমার জন্য উপযোগী। তুমি তোমার আব্বা-আম্মা বা বড়ভাইদের বলবে, তোমাকে যেন শিশুদের জন্য রচিত ইসলামী সাহিত্য এনে দেয় এবং ঐসব লোকদের সাথে মেলামেশার সুযোগ করে দেয়,

www.pathagar.com

যারা আল্লাহর পথে চলে। আল হাম্‌দু লিল্লাহ্‌, শিশুদের জন্য 'ফুলকুড়ি' নামে একটি শিশু সংগঠন রয়েছে, এই সংগঠন শিশুদেরকে আল্লাহর পথে চলার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকে। তুমি তোমার আব্বাকে বলবে, তিনি যেন তোমাকে এই সংগঠনের সাথে পরিচয় করে দেয়।

## শিশু কখন ইসলামী জ্ঞান অর্জন করবে

**প্রশ্ন ঃ** *কায়সার হামীদ জিল্লু, ৪র্থ শ্রেণী, দারুল ইরফান একাডেমী–চট্টগ্রাম। আমার প্রশ্ন হলো, একজন শিশুর প্রতি কত বছর বয়স থেকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা ফরজ হয়?*

**উত্তর ঃ** সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পরই সন্তানকে শিক্ষাদান শুরু করতে হবে। শিশু কথা বলতে না পারলেও তার চোখ বড়ই সজাগ। অবোধ শিশুর সামনে এমন কোন কথা, এমন কোন আচরণ মোটেও করা যাবে না- যে কথা বা আচরণ প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে বলা যায় না, করা যায় না। শিশুর দৃষ্টির সামনে যা ঘটে তার সব কিছুই শিশুর মন মানসিকতায় গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর অনুভূতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর। দৃষ্টির সামনে সে যা ঘটতে দেখবে, কানে যে শব্দ শুনবে, শিশু তাই করার চেষ্টা করবে এবং বলারও চেষ্টা করবে। সুতরাং শিশু সন্তানের সামনে শুধু মাতা পিতাই নয়-পরিবারের বড় সদস্যদেরকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে কথাবার্তা আচার-আচরণ করতে হবে। কোরআন-হাদীস, ইসলামের বীর মুজাহিদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে শিশুর সামনে বড়রা যদি আলাপ-আলোচনা করে তাহলে শিশুও তাই শিখবে। কাদামাটি যে দিকে ইচ্ছে ঘোরানো যায়। যেমন খুশী তেমনভাবে কাদা মাটি দিয়ে আকৃতি তৈরী করা যায়। কাঁদা মাটি দিয়ে মানুষের অপূর্ব সুন্দর মূর্তিও নির্মাণ করা যায় আবার পশু প্রাণীর মূর্তিও নির্মাণ করা যায়। শিশুও কাদা মাটির ন্যায়। ইচ্ছে করলে তাকে মানুষ বানানো যায় আবার ইচ্ছে করলে তাকে পশু প্রাণীতেও পরিণত করা যায়।

মুসলিম মাতাপিতার দায়িত্ব হলো, শিশুর মন-মগজে এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া যে, আল্লাহ আছেন এবং তিনি একক। তার কোন অংশীদার নেই। কেউ তাকে সৃষ্টি করেনি বরং তিনিই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন তিনিই পূরণ করেন। সৃষ্টি জগতের মধ্যে যা কিছু আছে-সব কিছুর সমস্ত প্রয়োজন তিনি পূরণ করেন। তিনি যে নবী পাঠিয়েছেন- কোরআন অবতীর্ণ করেছেন মানুষকে তাই অনুসরণ করতে হবে। কোরআন-হাদীস ছাড়া মানুষের মুক্তি ও

www.pathagar.com

শান্তির কোন পথ নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মুসলমানদের একমাত্র অনুসরণীয় নেতা, কোরআন আমাদের জীবন বিধান। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আমাদের জাতির পিতা-অন্য কেউ নয়। আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কারো আইন মানলে জাহান্নামে যেতে হবে। তাঁর আইন ব্যতীত আর কারো আইন মানা যাবে না। কেননা তিনিই আমাদের একমাত্র রব বা প্রতিপালক। কোন শিশু কথা বলা শিখলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের এই আয়াত শিক্ষা দিতেন–

اَلَّذِىْ لَه مُلْكُ السَّموتِ وَالاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّه شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَه تَقْدِيْرًا–

যিনি যমীন ও আসমানসমূহের রাজত্বের মালিক। যিনি কাউকেই পুত্র বানিয়ে নেননি, যার শাসনে কারো বিন্দুমাত্র আংশ নেই, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তার একটা তকদীর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।(সূরা ফোরকান-২)

শিশু বয়সেই অর্থসহ সন্তানকে এই আয়াত মুখস্থ করানো উচিত। শিশু যখন কথা বলতে শিখে সে সময়ে তাকে শিক্ষাদান সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–যখন তোমাদের শিশুরা কথা বলতে শিখে তখন তাদেরকে কালেমাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু শিক্ষা দাও।

কেউ যদি ধারণা করে, কালেমা শুধু মুখস্থ করালেই রাসূলের আদেশ পালন করা হলো-এ ধারণা মারাত্মক ভুল। প্রকৃত ব্যাপার হলো, পবিত্র কালেমার পূর্ণ ব্যাখ্যাই কোরআন এবং হাদীস। পুরো ইসলাম রয়েছে কালেমার মধ্যে। সুতরাং কালেমার শিক্ষা দিতে হবে সন্তানকে-এটাই হাদীসের প্রকৃত দাবী। শিশুকে প্রথম থেকেই পবিত্র কোরআন বিশুদ্ধভাবে পড়া শিখাতে হবে। কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা তাকে বোঝাতে হবে। নামাজের নিয়ম কানুন তাকে শিখাতে হবে, সাথে নিয়ে মসজিদে নামাজ আদায় করতে হবে। তাহলে শিশুর মধ্যে মসজিদে যাবার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত তাকে মুখস্থ করাতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের নীতিমালা অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস শিশুর মধ্যে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সৃষ্টি করতে হবে। কিভাবে বসতে হবে, কিভাবে উঠতে হবে, কিভাবে দাঁড়াতে হবে, কিভাবে খেতে হবে, খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ও পরে কি বলতে হবে, হাঁচি দিয়ে কি বলতে হবে,

www.pathagar.com

কিভাবে শুতে হবে ইত্যাদী শিশুকে শিখাতে হবে। সে বারবার ভুল করবে কিন্তু মাতাপিতাকে ধৈর্যহারা হলে চলবে না। বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে শিশুদের জন্যে প্রচুর বই পাওয়া যায়। তা সংগ্রহ করে কোরআন, হাদীস, আল্লাহ রাসূল সম্পর্কে যে সমস্ত ছড়া ও কবিতা রয়েছে, তা মুখস্থ করিয়ে আবৃত্তি করাতে হবে।

## শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা নেই

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম তালেব মাহমুদ, বাড়ি ফেনী জেলায়। বয়স ১৪ এবং অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আমি জানতে চাই, বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কি?*

**উত্তর ঃ** দেশের শিক্ষানীতি ইসলামী নয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা নেই। এদেশের মুসলিম শিক্ষার্থীদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে আদর্শ, চরিত্রবান, সৎ, যোগ্য তথা আদর্শ মুসলিম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী ছাত্র শিবির। ইসলামী ছাত্র শিবিরে তোমাদেরকে শামিল হয়ে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদেরকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

## কিভাবে ইসলামী আন্দোলন করবো

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম এম, আর, কে সোহেল। গ্রামের নাম মালী পাথর, পোঃ শালধর বাজার, থানাঃ পরশুরাম, জেলা ফেনী। আমি একজন ছাত্র, এ কারণে প্রচুর লেখা পড়া করতে হয়। আমি জানতে পারলাম ইসলামী আন্দোলন করা ফরজ। এই ফরজ পালন করতে গেলে আমার লেখাপড়ার ক্ষতি হবে। এখন আমি কিভাবে ইসলামী আন্দোলন করবো?*

**উত্তর ঃ** দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করা অবশ্য কর্তব্য। জেনে বুঝে এই কর্তব্য পালন না করলে আদালতে আখিরাতে গ্রেফতার হতে হবে। প্রচুর পড়ালেখার অজুহাতে এই দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করার সুযোগ নেই। আমরা যারা বয়সে প্রবীণদের পর্যায়ে উপনীত হয়েছি, আমরাও সেই ছাত্র জীবন থেকেই এই আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করে আসছি। আমরাও প্রচুর লেখা-পড়া করেছি এবং এখনও নানা ধরনের দায়িত্ব পালন করার পরও লেখা-পড়া করে থাকি– আল হাম্‌দু লিল্লাহ। দেশে ইসলামী ছাত্র শিবিরের অসংখ্য নেতা-কর্মী রয়েছে, তারাও লেখা-পড়ার সাথে সাথে ইসলামী আন্দোলন করছে, আল্লাহর রহমতে লেখা-পড়ার

www.pathagar.com

ক্ষতি তো হয়-ই না, বরং এরা পরীক্ষার ফলাফল অন্যদের থেকে ভালো করে। দ্বীনি আন্দোলন করলে আল্লাহ তা'য়ালা লেখা-পড়ায় বরকত দেবেন, এর জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

## অন্য দল করলে মরার পর কি হবে

**প্রশ্ন ঃ** *ইসলামী সংগঠন না করে অন্য কোনো সংগঠন যদি কেউ করে এবং সেই অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে মৃত্যুর পরে কি সে শাস্তি পাবে?*

**উত্তর ঃ** ঈমান আনার পরে বা নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবী করার পরে কোনো ব্যক্তির এই অধিকার নেই যে, সে অন্য কোনো আদর্শ অনুসরণ করবে বা ভিন্ন আদর্শের সংগঠনের সাথে নিজেকে জড়িত করবে। কেউ যদি এমন করে, তাহলে তার পক্ষে ঈমানদার হিসেবে বা মুসলিম হিসেবে দাবী করার কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। এ ধরনের ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযাও ইসলামী রীতিতে দেয়ার কোনো যুক্তি নেই। মৃত্যুর পরে এসব ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হবে।

## আব্বা আওয়ামী লীগ করে নামাযও পড়ে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম জাহাঙ্গীর আলম, দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমার আব্বা আওয়ামী লীগ করেন, মুজিব আদর্শে বিশ্বাস করেন। আবার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও পড়েন। আমার প্রশ্ন হলো, ইসলাম কি কোনো ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে বলেছে বা সংগঠনের কথা বলেছে? আমার আব্বা আওয়ামী লীগ করে, নামাযও পড়ে। তিনি কি জান্নাতে যেতে পারবেন?*

**উত্তর ঃ** জান্নাত লাভ করার শর্ত হলো, মহান আল্লাহর গোলামী করতে হবে। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসরণ করতে হবে। কেউ যদি রাজনীতি করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে তাকে কোরআন-সুন্নাহ্ প্রদর্শিত রাজনীতি করতে হবে। জীবনের একদিকে নামায-রোযা আদায় করা হবে, অপরদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষের বানানো আদর্শ অনুসরণ করা হবে, তাহলে জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করা হলো এবং খন্ডিতভাবে ইসলামের বিধান অনুসরণ করা হলো। ইসলাম জীবনকে দুইভাগে ভাগ করার যেমন সুযোগ দেয়নি, তেমনি খন্ডিতভাবে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করারও সুযোগ দেয়নি। অনুসরণ করলে পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানতে হবে যে, জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগে যারা যথাযথভাবে কোরআন সুন্নাহর বিধান অনুসরণ করবে, কোরআন কেবলমাত্র তাদের জন্যই জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছে। নামায আদায় করার সময় একাধিকবার আল্লাহর সামনে ওয়াদা করা হচ্ছে, ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্ তাই'ন- অর্থাৎ আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য কামনা করি। এই ওয়াদা নামাযে সূরা ফাতিহার মধ্যে করা হচ্ছে। অপরদিকে রাজনীতিতে বিভিন্ন মানুষের বানানো আদর্শ অনুসরণ করা হচ্ছে। এভাবে যারা আল্লাহ তা'য়ালার সাথে মুনাফেকী করছে, তারা কিভাবে জান্নাত লাভের আশা করতে পারে? ইসলাম স্বয়ং সংগঠন করার আদেশ দিয়েছে এবং সেই সংগঠন কোরআন-সুন্নাহ্র ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করার সুযোগ দেয়নি। কোরআনের সূরা আ'রাফের ৩ নং আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে–

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ–

তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা মেনে চলো এবং তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ ও অনুগমন করো না।

তবে হ্যাঁ, কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন যদি কোরআন-হাদীসের ভিত্তিতে নির্দেশ দেয়, তাহলে তা অবশ্যই মানতে হবে। অমান্য করলে গোনাহ্গার হতে হবে।

## ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ একটি কুফ্রী মতবাদ

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম ফাতিমা আফরোজ, দশম শ্রেণীতে পড়ি। আমার আব্বা আওয়ামী লীগ করেন। আপনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ একটি কুফ্রী মতবাদ। কিন্তু আমার আব্বা বলে থাকেন, ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। সাঈদী সাহেব রাজনৈতিক স্বার্থে এসব কথা বলে থাকেন। আমি আপনার কথা মানবো না আমার আব্বার কথা মানবো?*

**উত্তর ঃ** ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের দৈন্যতার কারণে ও রাজনৈতিক স্বার্থে অনেকে বলে থাকেন যে, ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা রয়েছে। নিঃসন্দেহে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ একটি কুফ্রী মতবাদ। আমি ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থে কোনো কথা বলিনা। যা বলি তা কোরআন-হাদীসের দলিলের ভিত্তিতেই বলি। যিনি যতো কথাই বলুন না কেনো, তার কথার পেছনে যদি কোরআন-হাদীসের দলিল না থাকে,

www.pathagar.com

তাহলে তার কথা মেনে নেয়া যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল যা বলেছেন, তাই নিঃশর্তভাবে মেনে নিতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ–

তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা মেনে চলো এবং তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ ও অনুগমন করো না।

কার কথা মানতে হবে সে বিষয়টি এখানে স্পষ্ট হয়ে গেলো। অর্থাৎ কোরআন হাদীসের দলিল ভিত্তিক কথাই মানতে হবে, অন্য কোনো কথা মানা যাবে না। হতে পারে সে কথা পিতা-মাতা, ভাইবোন বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন অথবা কোনো নেতা-নেত্রীর। পিতা-মাতা, ভাইবোন বা নেতা-নেত্রী যদি এমন কথা বলেন, যে কথা আল্লাহর বিধানের বিপরীত, সে কথা মেনে নেয়া যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা তওবার ২৩ নং আয়াতে বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الاِيْمَانِ–وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ–

হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেদের পিতা ও ভাইকেও আপন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালোবাসে। তোমাদের যে লোকই এই ধরনের লোকদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে-ই জালিম হবে।

অর্থাৎ নিজেদের পিতামাতা, ভাইবোন বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যদি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের বিপরীত অন্য কোনো আদর্শের দিকে ডাকে, অন্য কোনো পথ বা মত মেনে চলতে বলে, তাহলে তাদের কথা মানা যাবে না। যদি কেউ তা মানে, তাহলে তারা জালিমদের দলে শামিল হবে এবং জালিমদের শেষ ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর যারা এ কথা বলে যে, ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা আছে বা ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই, তারা তোমাদেরকে প্রতারিত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে ধোকাবাজি করে থাকে। এদেশে যে দলটি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে, তারা দীর্ঘ ২১ বছর পরে প্রতারণামূলক কলা-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে ১৯৯৬ সনে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হলো। তাদের অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ করার পর বাজেটের ওপরে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় আমি সংসদে তাদের নেতা-নেত্রীদের সামনে

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম, যা সংসদ রেকর্ডে রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ আমি সেদিন সংসদে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদেরকে শুনিয়েছিলাম–আল হাম্‌দুলিল্লাহ, পিন্ পতন নীরবতার মধ্য দিয়ে তারা শুধু শুনেই ছিলেন, প্রতিবাদ করেননি।

সপ্তম সংসদে আমি আমার আলোচনায় বলেছিলাম, 'অর্থমন্ত্রীর চাতুর্যপূর্ণ কথামালার ভাষণ এবং দুটি বড় রকমের ভুলের জন্য এ বাজেট জাতির জন্য বরকত ও রহমত শূন্য হয়ে পড়েছে। অর্থমন্ত্রী ইসলামের দৃষ্টিতে একটি মারাত্মক ভুল কথা দিয়ে তাঁর বাজেট বক্তব্য শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, 'নতুন শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সরকারের বিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ বাজেট আমি আজ জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি। এই দুর্লভ সুযোগ প্রদানের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞ।' অথচ একজন মুসলমান যে কোনো ব্যাপারে সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, অন্য কারো করতে হলে তা এরপরে করবে–শুরুতে অবশ্যই নয়। অর্থমন্ত্রী তাঁর পেশকৃত সুদীর্ঘ ৭১ পৃষ্ঠাব্যাপী বাজেট বক্তৃতার কোথায়ও আল্লাহর বিধান তথা ইসলামী অর্থনীতির প্রাণশক্তি যাকাত ও ওশর আদায়ের কথা একবারও উল্লেখ করেননি। বরং তাঁর বাজেট বক্তব্য ছিল পুঁজিবাদী শোষণের ঘৃণ্যতম হাতিয়ার অভিশপ্ত সুদভিত্তিক এবং সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ।' প্রধানমন্ত্রী কলকাতা বই মেলা থেকে দেশে ফিরে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ আমাদের আদর্শ'। পবিত্র কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ একটি কুফরী মতাদর্শ, যা অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্টভাবে অবৈধ। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মকে শুধুমাত্র নামায-রোযা ও হজ্জ-যাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন তথা অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, পররাষ্ট্রনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি নিজের ইচ্ছা অথবা নেতার মর্জি মাফিক পরিচালিত করতে চান। আর এখানেই ইসলামের ঘোরতর আপত্তি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ –

www.pathagar.com

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু কথা বিশ্বাস করবে, আর কিছু কথা করবে অবিশ্বাস? তোমাদের মধ্যে যারাই কোরআনের সাথে এরূপ আচরণ করবে দুনিয়ায় তাদেরকে দেয়া হবে লাঞ্ছনা ও অপমানের জীবন এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোরতম শাস্তি। (সূরা বাকারাহ্-৮৫)

ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর জন্য বলে থাকেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। আসলে বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থই হলো ধর্মহীনতা। বিশ্বখ্যাত Random house dictionary of english language- secularism-এর তিনটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে–No. 1-Not regarded as religious or spiritually sacred. যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়। No. 2-Not partaning to or connected with any religion. যা কোনো ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়। No. 3-Not belonging to a religious order. যা কোনো ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত নয়। এছাড়া Encyclopedia Britanica, Oxford dictionary-সহ সকল বিশ্বকোষ ও অভিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা-ই বলা হয়েছে।

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা মানে অবশ্যই ধর্মহীনতা, ধর্মবিদ্বেষ ও ধর্মবিরোধিতা। তার প্রমাণ এই আওয়ামী লীগ। এই দলটির জন্মলগ্নে দলের নাম ছিল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। তারা তাদের দলীয় নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়েছে। ১৯৭২ সালে তারা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বর্জিত সংবিধান রচনা করেছিল। ১৯৭২-এর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মনোগ্রামে পবিত্র কোরআনের আয়াত 'রাব্বি জিদনী ইলমা' লেখা ছিল, তা তারা বাদ দিয়েছিল। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে সলিমুল্লাহ হল করা হয়েছে। নজরুল ইসলাম কলেজ নাম থেকে 'ইসলাম' শব্দ বাদ দিয়ে নজরুল কলেজ করা হয়েছে। এগুলো কি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মবিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ নয়? ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা হচ্ছে, 'ধর্ম যার যার নিজস্ব ব্যাপার। আর রাজনীতি ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।' মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ–

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। (সূরা নেছা)

এ আনুগত্য শুধু নামায-রোযার নয়, বরং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে নবী

www.pathagar.com

ও রাসূলদের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রাজনীতি করেছেন। তাছাড়া সকল নবী-রাসূলগণ ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম সকলেই রাজনীতি করেছেন। তাঁরা কেউ-ই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। সুতরাং ইসলাম মানুষের জীবনের কোনো খন্ডিত অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। Islam is a complete code of life. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই সকলের জ্ঞাতার্থে বলছি, আমাদের সংবিধানেও এই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। ১৯৭৭ সালে এদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান ও আকীদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে তদস্থলে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে নিজেদের আদর্শ ঘোষণা করে সংবিধানের ৮ম ধারা লংঘন করেছেন। অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশ হলে সংবিধান লংঘনের দায়ে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হতো।' আমি তদানীন্তন সংসদে যে আলোচনা করেছিলাম, সে আলোচনা এখানে পুনরায় উল্লেখ করলাম। আশা করি বিষয়টি এখন তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

## ছাত্রলীগের ভাইদের সাথে মিশবো না

**প্রশ্ন ঃ** *আমি মুশফিকুর রহমান কাফি, নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমি শুনেছি, আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবের শাসনামলে নাকি বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া হতো না, অনেক জায়গা থেকে ইসলাম ও মুসলিম শব্দ বাদ দেয়া হয়েছিলো– এসব কথা কি সত্য? যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমি আর ছাত্রলীগের ভাইদের সাথে না মিশে শিবিরের ভাইদের সাথে মিশবো। আপনার মুখ থেকে সত্য ঘটনা জানতে চাই।*

**উত্তর ঃ** তুমি সত্য কথাই শুনেছো। ইতোপূর্বে এ বিষয় সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি। এরা ১৯৭১ সনের পরে যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছিলো, তখনও তারা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বৈরী আচরণ করেছে এবং ১৯৯৬ সনের পরে যখন দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেছিলো, তখনও তারা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বৈরী আচরণ করেছে। এদেশের মাদ্রাসা ছাত্রদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, আলিম ওলামাদের ওপর অত্যাচার করেছে, নিজেদের লোক দিয়ে বোমাবাজি করে আলিম

www.pathagar.com

ওলামাদের ওপর দোষ চাপিয়েছে। কুকুরের মাথায় টুপি পরিয়েছে। এদের নেত্রী যখন ক্ষমতায় ছিলো, তখন ভারতে গিয়ে তিলক পরেছে। নাস্তিক-মুরতাদরা হলো এদের প্রাণের বন্ধু আর আলিম-ওলামাদেরকে এরা চরম শত্রু মনে করে। কোনো মুসলমান এদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে না।

## শেখ মুজিবের ছবি নিয়ে আব্বু-আম্মুর ঝগড়া

**প্রশ্ন ঃ** *মোশাররফ হোসেন আদনান, অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আমার আব্বু আওয়ামী লীগ করেন। বাসায় শেখ মুজিবের ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন, তিনি নামাজও পড়েন না। আমার আম্মু নামাজ পড়েন কিন্তু ঐ ঘরে নামাজ পড়েননা। আব্বুকে আম্মু বলেছেন, ছবিটা সরিয়ে ফেলতে। কিন্তু আব্বু সরাননি, এ জন্য আম্মুর সাথে আব্বুর ঝগড়া হয়। আমার আব্বু বলেন, চুরি করলে চোরের হাত কেটে দিতে হবে– ইসলামের এই আইনটা একেবারে জংলী আইন, কোরআনের আইন এই যুগে চলে না। আম্মু এ কথা শুনে আব্বুকে বলেছেন, আল্লাহর কোরআনের আইন সম্পর্কে তুমি এমন কথা বললে তুমি আর মুসলমান থাকবে না, তুমি তওবা করো। আব্বু তওবা করেনি। আমার আব্বু কি আর মুসলমান নেই?*

**উত্তর ঃ** মানুষ বা কোনো প্রাণীর ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখা হারাম এবং যে ঘরে তা টাঙিয়ে রাখা হয়েছে, সেই ঘরে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায আদায় করা যাবে না। চুরি করলেই চোরের হাত কেটে দিতে হবে– এ কথা যারা বলেন, তারা অজ্ঞতার কারণেই এ কথা বলে থাকেন। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র একজন নাগরিককে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে। একজন মানুষের যদি কোনো অভাব না থাকে, তাহলে সে কেনো চুরি করবে। এরপরও যদি কেউ চুরি করে তাহলে চিকিৎসকগণ তার মস্তিষ্কের সুস্থতা পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি এটা প্রমাণ হয় যে, লোকটি অপ্রয়োজনে শুধুমাত্র লালসার বশবর্তী হয়ে চুরি করেছে বা চুরি করা তার স্বভাব। তাহলে তার হাত কেটে দেয়া হবে। সম্পূর্ণ বিষয় না জেনে না বুঝে মন্তব্য করা মূর্খতার নামান্তর। আর মহান আল্লাহর বিধান সম্পর্কে কোনো ধরনের মন্তব্য করার পূর্বে নিজের জিহ্বাকে সংযত করা উচিত। মহান আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জেনে বুঝে অবজ্ঞামূলক মন্তব্য করলে বা কোরআনের আইন এ যুগে চলে না– এ ধরনের কথা বলা কুফরী ও ঈমানহীনতার পরিচায়ক। কোনো মুসলমানের পক্ষে প্রাণ থাকতে এ ধরনের কথা বলা অসম্ভব ব্যাপার। যিনি এমন কথা বলেছেন, তাওবা করে পুনরায় তাকে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে।

www.pathagar.com

## আওয়ামী লীগ নেত্রীর হরতাল না করার ওয়াদা

**প্রশ্ন ঃ** *বখতিয়ার আযিম শিশির, প্রথম বর্ষ। আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনা যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি ওয়াদা করেছিলেন, তার দল আর কখনো হরতাল করবে না এমন কি বিরোধী দলে গেলেও হরতাল করবে না। এখন বিরোধী দলে গিয়ে তিনি হরতাল করছেন। আমার প্রশ্ন হলো, কোরআন-সুন্নাহ্ ওয়াদা পালন সম্পর্কে কি ফায়াসালা দিয়েছে?*

**উত্তর ঃ** কোরআন-হাদীস ওয়াদা পালন করার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ওয়াদা যারা ভঙ্গ করে, তাদেরকে মুনাফিকের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। ওয়াদা পালন করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ–اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً–

তোমরা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৪)

যা ওয়াদা করা হয়েছে, সেই ওয়াদা পালন করা হলো না ভঙ্গ করা হলো, এ সম্পর্কে আখিরাতের ময়দানে প্রশ্ন করা হবে। কেউ যদি ওয়াদা করে তা পালন না করে, তাহলে আদালতে আখিরাতে গ্রেফতার হতে হবে। আল্লাহর কোরআন বলছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ–

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের চুক্তিসমূহ পালন করো। (সূরা মায়িদা-১)

তবে হারাম কোনো ব্যাপারে যেমন ওয়াদা করা যাবে না, তেমনি তা পালন করাও যাবে না। শরীয়াতে জায়েয নেই, এমন ব্যাপারে ওয়াদা করা যেমন গোনাহ্, তেমনি তা পালন করাও আরেকটি গোনাহ্। এমন ওয়াদাও করা যাবে না, যা পালন করা এক অসম্ভব ব্যাপার। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ–

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না তা কেনো বলো। তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অসন্তোষজনক। (সূরা সফ্-২-৩)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু



www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, এবং তার কাছে যখন আমানত রাখা হয় সে তার খিয়ানত করে। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে সে নিরেট মুনাফিক। যার মধ্যে চারটির যে কোনো একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি অভ্যাস রয়েছে, যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে। সে গুলো হলো, তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তার খিয়ানত করে, সে কথা বললে মিথ্যা বলে, সে ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং ঝগড়ায় লিপ্ত হলে অশ্লীল গালি-গালাজ করে। (বোখারী, মুসলিম)

ওয়াদা পালন সম্পর্কে কোরআন-হাদীসে অনেক কথা বলা হয়েছে এবং ওয়াদা পালন করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রশ্নকারী যে নেত্রীর করা ওয়াদা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, সেই নেত্রী ও তার দল যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন ছিলেন, তিনি হয়ত তখন ধারণা করেছিলেন যে, তার দলকে কক্ষণই ক্ষমতা থেকে নামানো যাবে না। কারণ, যেভাবে তিনি দেশের সর্বত্র রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে তার আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় লোকদের বসিয়ে ছিলেন, তাতে করে তিনি দিবাস্বপ্নে বিভোর ছিলেন যে, এই ক্ষমতার চেয়ার থেকে তাকে কক্ষণই নামতে হবে না। সুতরাং তাকে বিরোধী দলেও যেতে হবে না, হরতাল করার প্রশ্নও আসবে না। এ কারণেই তিনি তখন ওয়াদা করেছিলেন, বিরোধী দলে গেলেও তিনি হরতাল করবেন না। কিন্তু মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছিলো ভিন্ন রকম। ২০০১ সনের পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনে তাকে ক্ষমতা হারিয়ে বিরোধী দলে আসতে হলো। যে জনগণ তাকে ভোট দিলো না, সেই জনগণকে একটু শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি হরতাল করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। তবে ওয়াদা ভঙ্গ করার ব্যাপারে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর আদালতে এ জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

## ধর্মনিরপেক্ষ মা-বাপের সাথে সম্পর্ক

**প্রশ্ন ঃ** *রাহাত আমীন রুহী, দশম শ্রেণী। পিতা-মাতা যদি নামায আদায় না করে এবং ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনসহ অন্যান্য গোনাহের কাজ করে, তাহলে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হবে জানাবেন।*

www.pathagar.com

**উত্তর ঃ** সত্য এবং মিথ্যার দ্বন্দ্ব এ পৃথিবীতে চিরন্তন। একদল মানুষ ধনসম্পদ ও প্রাণ কোরবানী দিয়ে হলেও মহাসত্য ইসলামী জীবনাদর্শের গর্বিত পতাকা উড্ডীন রাখার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আরেকদল মানুষ মহাসত্যের এ পতাকা ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে অবিরাম। ইসলামী জীবন আদর্শ যারা কবুল করেছেন এবং এই আদর্শের বিরোধিতা যারা করে যাচ্ছে, তারাই হলো ইসলাম বিরোধী তাগূতি শক্তি। হতে পারে মাতাপিতা ইসলামের পক্ষের শক্তি। তারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করছেন আর সন্তান চেষ্টা করছে তথাকথিত পশ্চিমা ভোগবাদী গণতন্ত্র বা পূজিবাদ অথবা নাস্তিক্যবাদী সমাজবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। আবার হয়ত সন্তান সংগ্রাম আন্দোলন করছে পৃথিবীতে ইসলামকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসানোর জন্য এবং ইসলামকে বিজয়ী মতবাদ হিসেবে কায়েম করার লক্ষ্যে।

এ ধরণের সন্তানের মাতাপিতা নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবীও করেন, হয়ত নামাজ রোজা হজ্জও আদায় করেন কিন্তু তারা দ্বীনি আন্দোলন পছন্দ করেন না। ইসলামের বিপরীত আদর্শে পরিচালিত অথবা ধর্মনিরপেক্ষ কোন দলকে পছন্দ করেন। তাহলে দ্বীনি আন্দোলনে নিয়োজিত যে সন্তান, সে সন্তান এই ধরনের মাতাপিতার সাথে কি ধরনের আচরণ করবে। অথবা সন্তান ইসলাম কবুল করে মুসলিম হয়েছে, মাতাপিতা অমুসলিমই রয়ে গেছে, এ ধরনের মাতাপিতার সাথেই বা মুসলিম সন্তান কি ধরনের আচরণ করবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ–فَلَا تُطِعْهُمَا–

তোমাদের মাতাপিতা যদি আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানানোর ব্যাপারে তোমাদের উপরে শক্তি প্রয়োগ করে-যে সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণাই নেই, তাহলে অবশ্যই তাদের কোনো আনুগত্য করবেনা। (সূরা লোকমান-১৫)

ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেল, অমুসলিম মাতাপিতা, মুসলিম নামধারী দ্বীনি আন্দোলন অপছন্দকারী মাতাপিতা সন্তানকে যদি এমন কোনো আদেশ দেন-যে আদেশ ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও বিধানের পরিপন্থী, তাহলে সে আদেশ কোন ক্রমেই পালন করা যাবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষনা করেছেন, 'স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।' পিতামাতা হোক আর যে-ই হোক না কেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশের বিপরীত কোন

www.pathagar.com

আদেশ দিলে তা পালন করা যাবে না, করলে মারাত্মক গোনাহগার হতে হবে। এ ধরনের আদেশ আমান্য করতে যেয়েও পিতামাতার সাথে কোন কঠিন ভাষা বা অশোভন পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না। সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মিষ্টি ভাষায় পিতামাতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আপনাদের কথা বা আদেশ মহান ইসলামের বিপরীত। এ আদেশ পালন করলে আমার রব-আমার আল্লাহ, আমার প্রিয় রাসূল অসন্তুষ্ট হবেন। পরিণামে আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

এ ব্যাপারে হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ঘটনা অত্যন্ত শিক্ষণীয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরতের প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জামায় জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহর রাসূল যখন নবুয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন, সে সময়ে হযরত সায়াদ প্রাণ উচ্ছল তরুণ। সে সময়ে বয়স ছিল ১৭ মতান্তরে ১৯ বছর। স্বভাবের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অতি উত্তম প্রকৃতির। তাওহীদের আওয়াজ তার কানে পৌছা মাত্র তিনি ইসলাম কবুল করেন। প্রথমে যারা ইসলাম কবুল করেন তাদেরকে সাবিকুনাল আওয়ালিন বলা হয়। তিনি ছিলেন সাবিকুনাল আওয়ালিন। পুরুষদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা তাকে দিয়ে তিনজন হয়েছিল। হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অত্যন্ত মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন। তার মা হামনা ছিলেন একনিষ্ঠ মূর্তি পূজারী। তিনি যখন শুনলেন তার সন্তান সায়াদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনি আন্দোলনে শামিল হয়েছে, তখন তিনি শপথ করলেন, 'সায়াদ ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি কোন খাদ্য গ্রহণ করবো না, পানি পান করবো না। রোদে বসে থাকবো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তো মাতাপিতার আদেশ মান্য করতে বলেন। অতএব সায়াদ তাঁর আদেশ অনুযায়ীই মাতা হিসেবে আমার কথা মেনে নিয়ে ইসলাম ত্যাগ করুক।'

সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মা'কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। জীবনের এক কঠিন পরীক্ষায় তিনি নিপতিত হলেন। তাঁর মা তিন দিন যাবৎ খাদ্য, পানীয় গ্রহণ করলো না। রোদ থেকে উঠলো না, অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লো তাঁর মা। হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজেই বর্ণনা করেন, আমার মা ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হয়ে জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন। আমার ভাই আমার মায়ের মুখ জোর করে হা করিয়ে মুখে খাবার দিত। এ অবস্থায় তিনি মা'কে বললেন-মা! তুমি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তোমার দেহে যদি এক হাজার প্রাণ থাকে এবং সেই প্রাণ একটা একটা করে বের হয়ে যায় তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না।

www.pathagar.com

তিনি তার মায়ের অন্যায় দাবী মেনে নেননি। কিন্তু তাই বলে তিনি মায়ের সাথে অশোভন আচরণও করেননি। মায়ের সাথে এমন সুন্দর ব্যবহার করেছেন যে, তার মাধুর্যতাপূর্ণ আচরণ দেখে মা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। পিতামাতা অমুসলিম হলেও তাদের অধিকার আদায় করতে হবে। ইসলাম মাতা-পিতার খিদমত ও আনুগত্যের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এমনকি মাতা-পিতা যদি কুফর ও শিরকের পংকেও নিমজ্জিত থাকে। শুধু নিজেই নয় বরং সন্তানদেরকেও তাতে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য বাধ্য করতে চায় তবুও সন্তানের জন্য প্রয়োজন হলো পার্থিব বিষয়াদিতে তাঁদের মর্যাদা কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যাবে না। সবধরনের খিদমত এবং সুন্দর আচরণ তাঁদের সাথে করতে হবে। প্রয়োজন হলে তাঁদেরকে আর্থিক সাহায্যও দিতে হবে এবং পার্থিব দিক থেকে কোন অভিযোগের সুযোগ তাঁদেরকে দেয়া যাবে না। অবশ্য দ্বীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, ইসলামের পথে রয়েছেন এবং আল্লাহর সত্যিকার অনুগত নেক্কার বন্দাদেরকেই অনুসরণ করতে হবে। অমুসলিম মাতাপিতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। সূরা লুকমানে মহান আল্লাহ বলেন–

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا–وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ–

এবং পৃথিবীতে তাদের সাথে (মাতাপিতা) অতি উত্তম ব্যবহার করতে থাকো এবং তাদেরকে অনুসরণ করো যারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

অমুসলিম পিতামাতার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের অধিকার আদায় করতে হবে। মুশরিক মাতা-পিতার সাথেও তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে যেমন মুসলিম মাতা-পিতার সাথে রাখতে হয়। পার্থিব বিষয়াদিতে তাঁদের মান-সম্মান ও খিদমতের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সকলভাবে তাঁদের আরাম দিতে হবে। কিন্তু একজন ঈমানদার হিসেবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, মাতা-পিতার প্রতি সবচেয়ে বড় শুভাকাংখা এবং সুন্দর আচরণ হলো নিজের চরিত্র, আচরণ, আলাপ-আলোচনা এবং খিদমতের মাধ্যমে তাঁদেরকে ইসলামের দিকে অগ্রসর করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো। তাঁদের হেদায়াতের জন্য মন খুলে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধের ধরণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিশেষ করে ভোট ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ জয়ী হয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে নিজের আদর্শের কথা বলে। সুতরাং ভোট ব্যবস্থাও এক ধরনের যুদ্ধ। এই ভোট যুদ্ধ মুসলমানদেরকে

www.pathagar.com

সুযোগ এনে দেয় ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করার। যাদের ভোট প্রদানের অধিকার রয়েছে তারা সবাই ভোট যুদ্ধের সৈনিক। যাকে ভোট প্রদান করবেন সেই ব্যক্তি যদি ইসলামপন্থী না হন, তাহলে তাকে ভোট দেয়া পরিষ্কার হারাম। সে ব্যক্তি যে-ই হোক না কেন, নিজের পিতা, মাতা, ভাই বা অন্য যে কোন আত্মীয় স্বজন হোক না কেন, তারা নামাজী, কালামী, হাজী হোক না কেনো, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি তারা চেষ্টা-সংগ্রাম না করেন, তাহলে তাদেরকে কোনক্রমেই ভোট দেয়া জায়েজ হবে না। যদি কেউ দেয় তাহলে তারা গোনাহগার হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

## পিতামাতা

### মৃত মায়ের প্রতি আমার দায়িত্ব কি

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম সাদ্দাম হোসেন সানি–স্কুল ছাত্র। আমি ৭ বছর বয়সে মা'কে হারিয়েছি। এখন সেই মায়ের জন্য আমার করণীয় কি? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে আমার মতো মাতৃহারা অনেকেই উপকৃত হবে।*

**উত্তর ঃ** মাতাপিতা জীবিত থাকা অবস্থায় সন্তান তাদের হক আদায় করবেই। অন্তর দিয়ে তাদের খেদমত করবে। এ খেদমতের মধ্যে কোনো ত্রুটি হলো কিনা, সে ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করবে। কোনো ত্রুটি চোখে ধরা পড়লে তা দূর করার চেষ্টা করবে। আল্লাহর কাছে সন্তান দোয়া করবে, আল্লাহ এবং তার রাসূল যেভাবে মাতাপিতার হক আদায় করতে বলেছেন, সেভাবে সে যেন হক আদায় করতে পারে। পৃথিবী থেকে মাতাপিতা বিদায় নেয়ার পরও সন্তান মাতাপিতা সম্পর্কে উদাসীন থাকবে না।

হযরত আবু উসাউদ র'দিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো-হে আল্লাহর রাসূল! মাতাপিতার মৃত্যুর পরও কি এমন কোনো পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি? নবীজি বললেন, হ্যাঁ। তুমি মাতা-পিতার জন্য দোয়া এবং ইসতিগফার করবে, তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ ওসিয়ত পূরণ করবে, পিতার বন্ধু-বান্ধব এবং মাতার বান্ধবীদের সম্মান-মর্যাদা দেবে, তাদের প্রতি যত্ন নেবে এবং তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় ও সুন্দর আচরণ করবে, যারা মাতা-পিতার দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হন।

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন– মৃত্যুর পর যখন মৃত ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় তখন সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে– এটা কেমন করে হলো? তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তোমার সন্তানরা তোমার জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা অব্যাহত রেখেছে এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণনা করেছেন– যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। শুধু তিনটি বস্তু এমন যা তার মৃত্যুর পরও উপকার করতে থাকে। প্রথম ছাদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয় তার বিস্তৃত সেই ইলম বা জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় এবং তৃতীয় সেই নেক সন্তান যারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

হযরত ইবনে শিরীন (রাহ) একজন প্রসিদ্ধ বুজর্গ তাবেয়ী ছিলেন। তিনি একটি কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, একরাতে আমরা হযরত আবু হুরায়রার খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি দোয়ার জন্য হাত তুললেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, হে আল্লাহ! আবু হুরায়রাকে ক্ষমা করো, আমার মা'কে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তাদের সবাইকে ক্ষমা করো, যারা আমার ও আমার আম্মার ক্ষমার জন্য দোয়া করে। হযরত ইবনে শিরীন বলেন, আমরা আবু হুরায়রা এবং তাঁর মাতার পক্ষে ক্ষমার দোয়া করতে থাকি যাতে আমরা আবু হুরায়রার দোয়ায় সামিল থাকি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি কোনো ওসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু সাদকা করি তাহলে কি তাঁর কোনো উপকারে আসবে? আল্লাহর নবী বললেন, অবশ্যই উপকারে আসবে।

হযরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, হযরত আসয়াদ ইবনে উবাদাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা মানত করেছিলেন। কিন্তু এ মানত আদায়ের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ মানত পুরো করতে পারি? নবীজী বললেন, কেন নয়, তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মানত পুরো করে দাও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতার বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সবচেয়ে সুন্দর আচরণ। হযরত আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকলো এমনকি জীবিত থাকার

www.pathagar.com

আর আশা রইলো না। সে সময় হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ অনেক দূর থেকে তাঁর সেবার জন্য এসে উপস্থিত হলেন। হযরত আবু দারদা তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কি করে এলে? ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, শুধু আপনার সেবার জন্যই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। কেননা আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এবং আপনার মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একবার সফরে ছিলেন। এ সময় মক্কার এক গ্রামবাসীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। গ্রামের লোকটি হযরত ইবনে ওমরকে খুব ভালোভাবে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কি হযরত ওমরের পুত্র? হযরত ইবনে ওমর জবাব দিলেন-জ্বী হ্যাঁ। আমি তাঁরই পুত্র। এ সময় তিনি নিজের মাথা থেকে পাগড়ী খুলে তাঁকে দিলেন এবং নিজের বাহনের উপর সম্মানের সাথে বসালেন। হযরত ইবনে দিনার বললেন, আমরা সবাই বিস্ময়ের সাথে এসব দেখতে লাগলাম এবং পরে ইবনে উমরকে বললাম- সে তো একজন গ্রামবাসী। আপনি যদি দু' দেরহাম দিয়ে দিতেন সেটাই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, ভাই তাঁর পিতা আমার পিতার বন্ধু ছিলেন এবং নবীজী বলেছেন, পিতার বন্ধুদেরকে সম্মান করো এবং এই সম্পর্ক নিঃশেষ হতে দিও না। যদি করো, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের আলো নির্বাপিত করে দেবেন।

হযরত আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমি যখন মদিনায় এলাম তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, আবু বুরদাহ! তোমার কাছে কেনো এসেছি তা কি তুমি জানো? আবু বুরদাহ বললেন, আমি জানি না। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কবরে অবস্থিত নিজের পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করতে চায় তার উচিত পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। এরপর তিনি বললেন, তাই! আমার পিতা হযরত ওমর এবং আপনার পিতার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমি সেই বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তাঁর হক আদায় করতে চাই।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি আজীবন মাতাপিতার নাফরমানী করে এবং তার মাতা-পিতা অথবা তাঁদের উভয়ের কেউ ইন্তিকাল করেন তাহলে তার উচিত অব্যাহতভাবে মাতা-পিতার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া। ফলে আল্লাহ

www.pathagar.com

নিজের রহমতে তাকে নেক লোকদের মধ্যে শামিল করেন। সুতরাং এসব হাদীসের আলোকে নিজের জীবিত বা মৃত পিতামাতার সাথে সন্তানদের আচরণ করতে হবে।

## আল্লাহর পথে চলতে চাই পিতামাতা বাধা দেয়

**প্রশ্ন ঃ** *গোলাম মুক্তাদীর জনি, নবম শ্রেণী। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গোনাহ্। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভালো কাজ করার ব্যাপারে বা আল্লাহর পথে চলার ব্যাপারে যদি মাতা-পিতার অবাধ্য হই, তাহলেও কি কবীরা গোনাহ্ হবে?*

**উত্তর ঃ** মাতা-পিতার সাথে নাফরমানী করা কবীরা গোনাহ্, তাদেরকে সম্মান-মর্যাদা দিতে হবে এবং তাদের আদেশ অনুসরণ করতে হবে। তবে তাদের আদেশ যদি আল্লাহর আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তা অনুসরণ করা যাবে না। তবুও তাদের সাথে কর্কশ স্বরে কথা বলা বা তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা যাবে না। পিতামাতা যদি ইসলামী আন্দোলন করতে বাধা দেয়, তাহলে তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, 'আমি তো এমন কোনো দল করি না, যারা নামাজ-রোজা আদায় করে না, মিথ্যা কথা বলে, পরীক্ষায় নকল করে, জাল ভোট দেয়, সুদ-ঘুষ খায়, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ, মস্তান, নারী ধর্ষক। আমি এমন একটি দল করি, যেখানে সত্য পথের সন্ধান দেয়া হয়। মানুষকে কোরআন ও হাদীসের পথে তারা ডাকে। বেনামাজী এই দলে যোগ দেয়ার পর নামাজ আদায় শুরু করে। মিথ্যাবাদী এই দলে যোগ দিলে মিথ্যা বলা ছেড়ে দেয়। মদ্যপ, যিনাকার এই দলে এলে মদপান ও যিনা করা ছেড়ে। তাহলে কেনো আপনারা আমাকে সে দল করতে দিবেন না!'

এভাবে করে পিতা-মাতাকে বুঝাতে হবে। তারপরেও যদি তারা তোমাকে বাধা দেয়, তাহলে তুমি ইসলামের পথে দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করো। কিন্তু মাতাপিতার সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না। আর আল্লাহর আদেশের বিপরীত কোনো আদেশ পিতামাতা দিলে তা পালন না করলে কোনো গোনাহ্ হবে না বরং পালন করলেই গোনাহ্ হবে। বিষয়টি সুন্দর ভাষায় তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, আপনি যা বলছেন তা আল্লাহর আদেশের বিপরীত। এই আদেশ পালন করতে বলে আপনি আমাকে গোনাহ্গার হতে বলবেন না।

www.pathagar.com

## পিতামাতা সন্তানের অধিকার ক্ষুন্ন করে

**প্রশ্ন ঃ** *মাতা-পিতা যদি সন্তানের অধিকার ক্ষুন্ন করে, তাহলে সেই সন্তানকে কি মাতা-পিতার সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে?*

**উত্তর ঃ** মাতা-পিতাও মানুষ, তারাও ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নন। তাদের কোনো ভুলের কারণে সন্তান তাদের সাথে অশোভন আচরণ করবে, এই অধিকার সন্তানের নেই। মাতা-পিতার প্রতি সন্তানকে যে দায়িত্ব পালন করতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করতে হবে। তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের যাবতীয় প্রয়োজন সন্তানকে পূরণ করতে হবে। মাতা-পিতা যদি সন্তানের কোনো অধিকার ক্ষুন্ন করে, তাহলে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে আন্তরিক পরিবেশে তাদের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে।

## মায়ের অধিকার তিনগুণ বেশী কেন

**প্রশ্ন ঃ** *ইসলাম পিতার তুলনায় মায়ের মর্যাদা তিন গুণ বৃদ্ধি করেছে। প্রশ্ন হলো, এভাবে পিতার তুলনায় মায়ের মর্যাদা কেনো তিন গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে?*

**উত্তর ঃ** মা সন্তান পেটে ধারণ করেন, অকল্পনীয় প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করেন এবং সন্তানকে বুকের দুধ পান করান। এর কোনোটিই পিতার পক্ষে সম্ভব নয়–বিধায় ইসলাম পিতার তুলনায় মাতার অধিকার তিন গুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

## মৃত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আমার দায়িত্ব কি

**প্রশ্ন ঃ** *মামুন মুস্তাকিম রনি, দশম শ্রেণী। মৃত পিতা-মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়, স্বজনের প্রতি আমার কি কোনো দায়িত্ব রয়েছে? যদি থেকে থাকে তাহলে সে দায়িত্ব আমি কিভাবে পালন করবো?*

**উত্তর ঃ** তিরমিযীর একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, এক ব্যক্তি এসে আল্লাহর রাসূলকে জানালো, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-সাদকা করি তাহলে আমার মরহুম পিতা কি উপকৃত হবেন? আল্লাহর রাসূল বললেন, হ্যাঁ, উপকৃত হবে। তখন ঐ ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমার একটি বাগান আছে। আমি উক্ত বাগান আমার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে আল্লাহর নামে সাদকা করে দিলাম। আবু দাউদ শরীফের আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন লোক আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে নিবেদন

www.pathagar.com

করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মৃত মাতাপিতার মাগ্‌ফিরাতের জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করবো? রাসূল তাঁকে জানালেন, তুমি তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করো। তারা যে ওসিয়ত করে গিয়েছেন, তা আদায় করো এবং মাতাপিতার আত্মীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলো।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তি যেমন সাহায্যের আশায় উদগ্রীব থাকে, মৃত ব্যক্তিও সাহায্যের আশায় উদগ্রীব থাকে। তারা কবরে তথা আলমে বারযাখে প্রতীক্ষা করতে থাকে, কেউ তার জন্য সাহায্য প্রেরণ করে কিনা। যখন কেউ কিছু তাদের জন্য পাঠায়, তখন তারা এমন খুশী হয় যে, গোটা পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও যদি তাদের হস্তগত হতো, তবুও তারা এত খুশী হতো না। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফিরাত কামনায় মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করে দেয়া, রাস্তা-পথ, পানির ব্যবস্থা করা, কোরআন, কোরআনের তাফসীর, হাদীস বা অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য কোথাও দান করা, অথবা যে কোনো জনকল্যাণমূলক কাজ করে দেয়া উচিত। এসব থেকে যতদিন মানুষ উপকৃত হতে থাকবে, ততদিন মৃত ব্যক্তি কবরে সওয়াব লাভ করতে থাকবে। এ ছাড়া নফল নামাজ-রোজা, হজ্জ, কোরবানী, দান-সদকা, কোরআন তিলাওয়াত করে এর সওয়াব রিসানী করা উচিত। এসব কাজ অন্যকে দিয়ে না করিয়ে নিজেই করা উচিত। কাউকে টাকা-পয়সা দিয়ে লোক ভাড়া করে এনে কোরআন খতম দেয়া উচিত নয়। এতে মৃত ব্যক্তির কোনো ফায়দা হবে না।

## পিতামাতার সাথে না বুঝে বেয়াদবি করেছি

**প্রশ্ন ঃ** *উবায়দুল্লাহ আতহার জিসান, একাদশ শ্রেণী। মাতা-পিতা জীবিত থাকতে না বুঝে তাদের সাথে অনেক বেয়াদবী করেছি। এভাবে আমি যে গোনাহ্ করেছি, তা ক্ষমা পাবার কি কোনো পথ আছে?*

**উত্তর ঃ** মিশকাত ও বাইহাকীতে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'মাতা-পিতা জীবিত থাকাবস্থায় যে সন্তান তাদের অবাধ্য ছিলো, পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরে সেই সন্তান যদি মাতা-পিতার জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা অব্যাহত রাখে, তাহলে সেই সন্তানকে আল্লাহ তা'য়ালা মাতা-পিতার বাধ্যানুগত সন্তান হিসাবেই মঞ্জুর করে নেবেন।' মাতা-পিতা জীবিত থাকতে যেসব সন্তান তাদের সাথে বেয়াদবী করেছে, তাদের হক আদায় করেনি, তাদের সাথে নাফরমানী করেছে, কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ পায়নি, তাদেরকে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা

www.pathagar.com

করতে হবে। মাতা-পিতার জন্য চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সাধ্যানুযায়ী মাতা-পিতার মাগ্‌ফিরাতের জন্য দান-সদকা করতে হবে। আশা করা যায় আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করে দেবেন।

## আব্বা আমাদেরকে না দিয়ে অন্যকে দান করে

**প্রশ্ন ঃ** *মুজাহিদুল ইসলাম রিজভী, দশম শ্রেণী। আমার আব্বা আমাদেরকে অভাবে রেখে অন্যকে দান করে, এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ জানতে চাই।*

**উত্তর ঃ** তোমার আব্বা না জানার কারণে এমন করে থাকেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। দান করা অত্যন্ত ভালো গুণ এবং এর সর্বোত্তম বিনিময় আল্লাহ তা'য়ালা দেবেন। কিন্তু নিজের প্রয়োজন পূরণ না করে নিঃশেষে দান করা ঠিক নয়। হাদীসে আল্লাহর রাসূল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের কাউকে ধন-সম্পদ দান করেন, তখন সে যেনো প্রথমে তার নিজের ও তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে। বোখারীর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর নবী বলেছেন, সবথেকে উত্তম সাদকা তা যার পরও স্বচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে এবং সর্বপ্রথম তাদের প্রতি ব্যয় করো যাদের ব্যয়ভার বহন তোমাদের জিম্মায় অর্পণ করা হয়েছে। আবু দাউদের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের গোনাহ্‌গার হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যাদেরকে সে লালন-পালন করছে। নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করাকে আল্লাহর রাসূল সর্বোত্তম ব্যয় বলে গণ্য করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি বৈধভাবে পৃথিবীতে সম্পদ অর্জন করলো, যাতে নিজেকে অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে বাঁচিয়ে রাখলো এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য রুজির ব্যবস্থা করলো এবং নিজের প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করলো সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় মিলিত হবে, যেনো তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতোই ঝলমল করছে। (বায়হাকি)

## আব্বা হারাম উপার্জন করে

**প্রশ্ন ঃ** *রওশন আলম নয়ন, দশম শ্রেণী। আমার আব্বা সরকারী চাকরী করেন, বেতন পান পনের হাজার টাকার মতো। তিনি যা বেতন পান তা সংসারেই খরচ হয়ে যায়। তিনি নোয়াখালী শহরে জমি কিনে বাড়ি করছেন। আমি যখন তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, আপনি যা ইনকাম করেন তা তো সংসারেই খরচ হয়ে যায়।*

www.pathagar.com

*তাহলে জমি কেনা আর বাড়ি করার টাকা কোথায় পাচ্ছেন। তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, লেখাপড়া করছো তাই করো। এসব নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি স্পষ্ট বুঝি আমার আব্বা হারাম ইনকাম করছেন। আমি কিভাবে তাকে হারাম পথ থেকে ফিরাবো দয়া করে পরামর্শ দিন।*

**উত্তর ঃ** পিতা হারাম উপার্জন করছে শুধুমাত্র নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য নয়– এর পেছনে উদ্দেশ্য রয়েছে অনাগত ভবিষ্যতে তার উত্তরাধিকারী সন্তান-সন্ততি যেন স্বচ্ছল অবস্থায় থাকতে পারে। তুমি যখন বুঝতে পারছো, তখন তোমার আব্বার পা দুটো জড়িয়ে ধরো বলো, আব্বা! আপনি আমার জন্মদাতা। আপনি আমাদের জন্য জাহান্নামে যাবার ব্যবস্থা করবেন না। আপনি আমাদের জন্য যা ব্যবস্থা করতে পারবেন, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকবো। কখনো আমরা আপনার কাছে আপনার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাইবো না। তবুও আপনি হারাম উপার্জন করে আল্লাহ তা'য়ালাকে নারাজ করবেন না। আমাদেরকে যদি অনাহারে থাকতে হয়, বাড়ির অভাবে গাছ তলায় বাস করতে হয় তবুও আপনি হারাম উপার্জন করবেন না। আর যদি আপনি হারাম উপার্জন ত্যাগ না করেন, তাহলে আপনার হারাম উপার্জন থেকে আমরা একটি পয়সাও গ্রহণ করবো না। এভাবে নিজের আব্বাকে বুঝাও, প্রয়োজনে চোখের পানি দিয়ে আব্বার পা দুটো ভিজিয়ে দাও। আশা করা যায় তোমার আব্বা হারাম উপার্জন ত্যাগ করবেন।

## বড় ভাই আব্বা-আম্মার সাথে খারাপ ব্যবহার করে

**প্রশ্ন ঃ** *আমি শাহরিয়ার ইমাম তমাল, দশম শ্রেণীতে পড়ি। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে আপনার মাহফিলে আসি। আপনি প্রায়ই পিতামাতার খেদমতের কথা বলে থাকেন। কিন্তু আমি আমার বড় ভাইদের দেখি তারা আব্বা-আম্মার সাথে খারাপ ব্যবহার করে থাকে। অনেক অনুরোধ করে আমি আমার বড় ভাইদের আজ এই মাহফিলে এনেছি এবং আমার আব্বা-আম্মাও আছেন। আপনি দয়া করে পিতা-মাতার সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। আপনার আলোচনা শুনে আশা করি আমার ভাই দুটো আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করা শিখবে।*

**উত্তর ঃ** যে কোন বিচার বিশ্লেষণে অথবা যুক্তিতে একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে সম্মান-মর্যাদার ব্যক্তিত্ব হলেন তার জন্মদাতা পিতা ও মাতা। পিতামাতাই হলেন একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে উঁচু স্থানের অধিকারী। আল্লাহ্‌র পরেই পিতামাতার স্থান। ব্যক্তির কাছে সকল বিবেচনায় যে কোনো বিষয়ে প্রথম হকদার হলো তার

www.pathagar.com

পিতা ও মমতাময়ী মাতা, যাদের ত্যাগ-তীতিক্ষার সামান্য একবিন্দুর মূল্য সন্তানের পক্ষে পরিশোধ করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনে ইসলামী রাষ্ট্রের যে চৌদ্দটি মূলনীতি দেয়া হয়েছে, তার প্রথম দফাতেই বলা হয়েছে –

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا–وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا–

এবং আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ব্যতীত অবশ্যই অন্যের বন্দেগী করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়েই তোমাদের সম্মুখে বার্ধক্যে পৌছে যায় তাহলে তাঁদেরকে উহ্ শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা ভৎর্সনা করে কোন কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সঙ্গে আদব ও সম্মানের সঙ্গে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাকো এবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দোয়া করতে থাকো, হে রব! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম কর। যেমন শিশুকালে (সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও আপত্য স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। (সূরা বনি ইসরাঈল–২৩-২৪)

হযরত আবি উমামাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, মাতা-পিতা তোমাদের জান্নাত এবং জাহান্নাম।' পক্ষান্তরে মাতা-পিতার এমন কোনো আদেশ অনুসরণ করা যাবে না, যে আদেশ কোরআন ও হাদীসের বিপরীত। ইসলামপন্থী পিতার আদেশ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হবার কথাও নয়। সুতরাং পিতার মনে আঘাত লাগে, এমন কোনো আচরণ করা যাবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে। (তিরমিজী)

সেই যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একজন সাহাবীকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না দিয়ে পিতামাতার খেদমত করার জন্যে ফেরৎ

www.pathagar.com

পাঠিয়েছিলেন। হযরত জাহিমার পুত্র হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা নবীজীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এ জন্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ-ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? নবীজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর যে, তিনি জীবিত আছেন। নবীজী তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের নীচেই তোমার জান্নাত। (নাছায়ী)

## বিয়ের পরে বড় ভাই আব্বা-আম্মাকে দেখে না

**প্রশ্ন ঃ** *রওশন আলম রাতুল, দশম শ্রেণী-খুলনা। আমার বড় ভাই নিজেই একটি মেয়েকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে এবং বিয়ের পরে আব্বা-আম্মাকে ছেড়ে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে থাকে। আব্বা-আম্মার কোনো খোঁজ নেয় না। আমার প্রশ্ন হলো, আব্বা-আম্মার সেবা-যত্নের গুরুত্ব কতটুকু জানালে আমি ভবিষ্যতে আব্বা-আম্মার সেবা করতে পারতাম।*

**উত্তর ঃ** পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা শিশু অবস্থায় পিতামাতাকে হারিয়েছে অথবা পিতামাতার খেদমত করার যোগ্যতা অর্জন করার পূর্বেই পিতামাতা ইন্তেকাল করেছে, কিন্তু যারা পিতামাতাকে পেয়েছে, পিতামাতার খেদমত করার সব ধরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে, এরপরও যদি দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাতাপিতার খেদমত না করে, তাহলে এরচেয়ে হতভাগা আর বদনছীব কে হতে পারে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, পুনরায় অপমানিত হোক, আবারো অপমানিত হোক। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথবা কোনো একজনকে এরপর তাদের খিদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করলো না।

পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর এই প্রিয় কাজটি মহান আল্লাহর যে বান্দা করে, তার উপরে আল্লাহ কতই না খুশী হন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ নেক আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়? তিনি বললেন, যে নামায সময় মতো আদায় করা হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করলাম, এরপর কোন্ কাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয়? তিনি বললেন, মাতা-পিতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বোখারী)

মাতাপিতার খেদমত করা জিহাদ এবং হিজরাতের মতো অধিক সওয়াবের কাজের চেয়েও বেশী সওয়াবের কাজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, আমি আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাচ্ছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতাপিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি? সে বললো, আল্লাহর শোকর, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই আল্লাহর কাছে নিজের হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান চাও? সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে মাতাপিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করো। (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, একব্যক্তি মাতাপিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হিজরতের বাইয়াত করার জন্য উপস্থিত হলো। তখন তিনি বললেন, মাতাপিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদেরকে সেভাবে খুশী করে এসো যেভাবে কাঁদিয়ে এসেছো। (আবু দাউদ)

একজন মানুষ প্রাণের তাগিদে মাইলের পর মাইল দুরুত্ব অত্যন্ত কষ্টের সাথে পাড়ি দিয়ে এসেছিল নবীজীর কাছে। মনে আশা ছিল প্রিয় নবীর সান্নিধ্যে থাকবেন, প্রাণভরে ঐ চেহারা দেখবেন, যে চেহারা ঈমানের সাথে একবার দেখলে আল্লাহ খুশী হয়ে যান। মনে বড় আশা, রাসূলের নেতৃত্বে জিহাদ করবেন। কিন্তু নবীজী তাকে বুঝিয়ে দিলেন, এসবের চেয়ে পিতামাতার খেদমত করলে আল্লাহ বেশী খুশি হবেন। ইয়েমেন থেকে একজন লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে নবীজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েমেনে তোমার কি কেউ আছে? সে বললো, আমার মাতাপিতা রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বললো, না। এ সময় তিনি বললেন, ঠিক আছে তুমি ফিরে যাও এবং উভয়ের কাছ থেকে অনুমতি নাও। যদি তাঁরা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে অংশগ্রহণ করো। নতুবা তাঁদের কাছে উপস্থিত থেকে সুন্দর আরচণ করতে থাকো। (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

একবার হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দু'জন লোককে দেখে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি তোমার কে হন? সে বললো, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা। তিনি বললেন, দেখ কখনো তাঁর নাম ধরে ডেকো না। কখনো তাঁর আগে চলবে না এবং কোন মজলিসে তাঁর আগে বসার চেষ্টা করবে না।

সুতরাং পিতামাতার খেদমত করার গুরুত্ব কতটুকু তা এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো। শ্বশুর-শাশুরী বা স্ত্রীর কথায় যে সন্তান নিজের মাতাপিতাকে কষ্ট দেবে, তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। আল্লাহ তা'য়ালা এই ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

## পিতামাতা যদি সন্তানের সাথে ভালো আচরণ না করে

**প্রশ্ন ঃ** *যুবায়ের মা'রুফ স্বপন, একাদশ শ্রেণী-কুমিল্লা। আপনি প্রায় বক্তৃতাতেই বলে থাকেন যে, সন্তানের জন্য মাতাপিতার দোয়া কবুল হয় এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো, পিতামাতা যদি সন্তানের সাথে ভালো আচরণ না করে, তাহলে তাদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করতে হবে?*

**উত্তর ঃ** বর্তমান যুগে একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাত ও গোনাহ্ মাফের আশায় মাজারে ধর্ণা দেয়, পীরের দরবারে হাদিয়া তোহ্ফা দেয়। পীর সাহেবের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা উপার্জন করেছে, সেই টাকা তথাকথিত পীরের পায়ে ঢেলে দেয়। হতভাগা আর কাকে বলে! পৃথিবীর যত বড় আলিম হোক, পীর হোক, তাদের খেদমত করলে জান্নাত লাভ করা যাবে, গোনাহ মাফ হবে, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারেনি। এমন দাবীও যদি কেউ করে তাহলে সে নিশ্চয়ই বড় শয়তান। আর মা-বাপের খেদমত করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে, আল্লাহর জান্নাত পাওয়া যাবে–এ নিশ্চয়তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতাপিতা সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত আদেশ-নিষেধ এবং হেদায়াত মানা অবস্থায় রাত অতিবাহিত করলো, সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করলো। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন হয় তাহলে যেন জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় পেল। আর যে ব্যক্তি মাতাপিতা সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুম ও হেদায়াত অমান্য করলো, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি মাতাপিতা তার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে তাহলেও? তিনি বললেন, যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। (এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন) (মিশকাত)



www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া ও সন্তানের জন্যে মাতাপিতার দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়।'একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একজন ইয়েমেনীকে নিজের মাতাকে পিঠে বসিয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে দেখলেন। ঐ লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, বলুন আমি কি আমার মায়ের বিনিময় দিয়ে দিয়েছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, মায়ের বিনিময়! এটা তো তাঁর এক আহ্ শব্দেরও বিনিময় হয়নি।' হযরত তাইলাহ বিন মিয়াছ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজের এক ঘটনা সম্পর্কে বলেন, একবার আমি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি গোনাহ্ করি, যা আমার দৃষ্টিতে কবিরা গোনাহ্ ছিলো। আমি অত্যন্ত অস্থির হলাম এবং সুযোগ বুঝে তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, বলতো কি হয়েছে? যা ঘটেছে আমি তাঁকে বললাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, এটা তো কবিরা গোনাহ্ নয়। এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– কি ভাই, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশের ইচ্ছা রাখো? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ আমি তা-ই চাই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো, তোমার মাতাপিতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আম্মাজান জীবিত আছেন। তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! যদি তুমি মাতার সাথে নরম ও সম্মানের সাথে কথা বলো, তাঁর প্রয়োজনের কথা খেয়াল রাখো তাহলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

সুতরাং কিসের পীর! কিসের মাজার! নিজের কষ্টার্জিত টাকা পয়সা পিতামাতাকে খাওয়ান। প্রাণভরে মাতাপিতার খেদমত করুন। আপনার কিছমত খুলে যাবে। সৌভাগ্য আপনার হাতে এসে ধরা দেবে। মাতাপিতার খেদমত করার কারণে পথের ফকির হয়েও সৎ পথে প্রভূত অর্থ বিত্ত, বাড়ী গাড়ীর অধিকারী হয়েছেন এমন ঘটনার অভাব নেই। অন্য কারো দোয়া কবুল হবে কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু পিতামাতার দোয়া যে কবুল হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনার জন্যে আপনার পীর দোয়া করলেন। তার সে দোয়া যে কবুল হবেই–এমন নিশ্চয়তা কোনো পীর সাহেবই দিতে পারেন না। কিন্তু সন্তানের জন্যে পিতামাতার দোয়া যে কবুল হবেই হবে, এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন আল্লাহর নবী। পৃথিবীতে এমন পীর বা আলেম ছিলেন না এখনো নেই, কিয়ামত পর্যন্তও আসবেন না, যার দিকে একবার মমতা ভরা চোখে তাকালে একটি কবুল হজ্জের সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু

www.pathagar.com

মাতাপিতা সম্পর্কে নবীজী ঘোষণা করেছেন, যে সুসন্তানই মাতাপিতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে একবার তাকাবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে একটি কবুল হজ্জের সওয়াব দান করেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো– হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ একদিনে শতবার রহমত ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে! তিনি বললেন, যদি কেউ শতবার দেখে তবুও। ( মুসলিম)

পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, যার সাথে সম্পর্ক রাখলে তোমার হায়াত বৃদ্ধি পাবে, তোমার উপার্জনে বরকত হবে, তুমি ধনী হতে পারবে। কিন্তু ব্যতিক্রম কেবলমাত্র পিতামাতা। হযরত আনাছ বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের দীর্ঘ হায়াত এবং প্রশস্ত রুজী কামনা করে তাহলে সে যেন নিজের মাতা-পিতার সাথে ভালো আচরণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।

একজন মুসলমান যত বেশী হায়াত লাভ করে, সে ততবেশী সওয়াব অর্জনের সুযোগ পায়। মহান আল্লাহ একজন মুসলিমকে সে সুযোগ করে দিয়েছেন তার পিতামাতার খেদমতের মাধ্যমে। হযরত মুয়াজ বিন আনাছ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করলো তার জন্য সুসংবাদ হলো যে, আল্লাহ তা'য়ালা তার হায়াত বৃদ্ধি করবেন।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ পিতামাতার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে বার বার সচেতন করে দিয়েছেন। তাদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার ও অন্তর দিয়ে খেদমত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আসে, মানুষ ধৈর্যহারা হয়ে যায়। সমস্ত দিকে খেয়াল রাখতেও পারে না। এমন কর্মকাণ্ড করে বসে যা বিরক্তিকর। এসব ক্ষেত্রে সন্তানকে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, সে যখন ছোট ছিল, সে সময়ে কত ভাবেই না মা-বাপকে যন্ত্রণা দিয়েছে। চোখের সামনে যা দেখেছে, সে সম্পর্কে মা-বাপকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছে, কষ্ট করে মা-বাপ খাওয়াচ্ছেন সেই খাবার বমি করে দিচ্ছে। মা-বাপ আবার কষ্ট স্বীকার করে খাওয়াচ্ছেন। প্রসাব-পায়খানা করে মা-বাপের শরীর মাখিয়ে দিয়েছে। মা-বাপ বিরক্ত হননি। ঠিক এই অবস্থা যখন বৃদ্ধ পিতামাতার হয়-তখন সন্তানও নিজের শিশুকালের কথা স্মরণ করে মা-বাপের খেদমত করবে। মা-বাপ যেমন মানুষকে দেখানোর জন্যে বা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে সন্তানের খেদমত করেনি, খেদমত করেছেন অন্তর দিয়ে গভীর মমতার সাথে। তেমনি সন্তানকেও

www.pathagar.com

মা-বাপের খেদমত করতে হবে পরম মমতা ভরে। বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা এখানে সেখানে থুথু, কফ্ বা সর্দ্দি ফেলতে পারেন। প্রসাব পায়খানা করে দিতে পারেন। গভীর মমতায় সন্তানকে এসব পরিষ্কার করতে হবে। মা-বাপ বয়সের ভারে না বুঝে বিরক্তিকর কথাবার্তা বলতে পারেন, ক্ষতিকর কর্মকান্ড করতে পারেন, রুক্ষ মেজাজ দেখাতে পারেন, অকারণে অভিমান করতে পারেন। এসব ব্যাপারে সন্তান যদি চোখ বড় করে মা-বাপের দিকে তাকায়, বিরক্ত হয়ে উহ্ আহ্ শব্দ প্রকাশ করে তাহলে জান্নাতের বদলে জাহান্নামেই যেতে হবে। কঠিন স্বরে, ধমকের ভাষায়, বাপ-মায়ের সামনে বেআদবের ভঙ্গিতে উচ্চকণ্ঠে কোনোক্রমেই কথা বলা যাবে না। বাপ-মায়ের সাথে কথা বলার সময় ভাষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এমন কোনো শব্দও ব্যবহার করা যাবে না, যে শব্দ বাপ-মায়ের অন্তরে ব্যথার সৃষ্টি করে। বৃদ্ধ পিতামাতার দিকে দৃষ্টি দিয়েই সন্তানকে বারবার নিজের শৈশব কালের কথা স্মরণ করতে হবে। তার প্রতি তারই বৃদ্ধ পিতামাতা কি অসীম ধৈর্যসহকারে দায়িত্ব পালন করেছে– একথা স্মরণে রেখে মাতাপিতার প্রতি যত্ন নিতে হবে।

পিতামাতার খেদমত করার সময় সন্তানকে একথা মনে রাখতে হবে যে, পিতামাতার খেদমত করে তাদের প্রতি কোনো দয়া, অনুগ্রহ করছে না, বরং সে তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করছে। শুধু তাই নয়– মহান আল্লাহ পিতামাতার খেদমত করার সুযোগ দিয়ে তার প্রতিই অসীম অনুগ্রহ করেছেন। এই চেতনা প্রত্যেক সন্তানের মনে জাগ্রত রেখে মা বাপের সেবা যত্ন করতে হবে। সন্তানকে মহান আল্লাহর দরবারে বারবার সিজদা দিতে হবে এজন্যে যে, ঐ আল্লাহ তাকে পিতামাতার খেদমত করার মতো এক মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার তওফিক দিচ্ছেন। এই মহান কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সবার ভাগ্যে হয়না। পরিবারের সকলের প্রয়োজন পূরণের পূর্বে পিতামাতার প্রয়োজন পুরণ করতে হবে। নিজের স্ত্রী এবং সন্তানের প্রয়োজন পূরণ না করে প্রথমে নিজের বৃদ্ধ মাতাপিতার প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ রাজী খুশি হবেন।

## আব্বা এত কষ্ট করেন, তবুও আম্মার অধিকার এত বেশী কেন

**প্রশ্ন ঃ** *মুনির সোহায়েল ইমন, দশম শ্রেণী- খুলনা। আপনার বক্তৃতার এক ক্যাসেটে শুনলাম, পিতার তুলনায় মায়ের সম্মান ও মর্যাদা বেশী। আমার প্রশ্ন হলো, পিতাই তো কষ্ট করে উপার্জন করে এনে দেন আর মা শুধু রান্না করে সন্তানকে খাওয়ান। তাহলে তো পিতার সম্মান-মর্যাদাই বেশী হওয়া দরকার ছিলো। কিন্তু আপনি কেনো বলেন, মায়ের মর্যাদা বেশী?*

www.pathagar.com

উত্তর ঃ তোমার চোখে মায়ের রান্না করার দৃশ্যই শুধু পড়েছে, অন্য কিছু পড়েনি। পিতা ও মাতা এ উভয়ের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ পৃথিবীতে সন্তান প্রেরণ করেন। পিতা ব্যতীত যেমন সন্তানের কল্পনা করা যায় না তেমনি মাতা ব্যতীতও সন্তানের আশা করা যায় না। তবুও ইসলাম মায়ের অধিকার বেশী প্রদান করেছে। কারণ সন্তানের জন্যে মা যে কষ্ট স্বীকার করে-এমন কষ্টের কোটি ভাগের এক ভাগও পিতাকে সহ্য করতে হয় না। সন্তান পেটে ধারণ করা, বয়ে বেড়ানো এবং প্রসব করা যে কি কষ্টের ব্যাপার সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মায়ের এসমস্ত কষ্টের প্রতি দৃষ্টি দিয়েই ইসলাম পিতার তুলনায় মায়ের অধিকার বেশী দিয়েছে। মায়ের কষ্ট সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا–

এবং আমি মানুষকে মাতাপিতার সাথে সুন্দর আচরণের তাগিদ দিয়েছি। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিলো এবং কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছিলো। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে। (সূরা আহকাফ-২৫)

অন্যত্র মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাগিদ দিয়ে কোরআনে মাতার সেই নজীরবিহীন কুরবানী ও কষ্টের উল্লেখ করে সন্তানকে মায়ের শোকর গুজারীর উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। 'এবং আমরা মানুষকে, যাকে মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে পেটে ধারণ করেছিল, এরপর তাকে দুধ পান করিয়েছিল, এরপর তাকে দু'বছর সময়ে দুধ ছাড়ানো হয়। এ তাগিদ করা হয়েছে যে, আমার শোকর আদায় করো এবং মাতাপিতার।'

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে পিতামাতা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়। সন্তানের জন্যে মা যে ত্যাগ, তীতিক্ষা, কষ্ট স্বীকার করে এ কষ্টের বিনিময় দেয়া কোনো সন্তানের পক্ষেই সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। একবার এক ব্যক্তি নবীজীর খিদমতে হাজির হয়ে অভিযোগ করলো-হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা খারাপ মেজাজের মানুষ। নবীজী বললেন, ন মাস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে যখন সে তোমাকে পেটে ধারণ করে ঘুরে বেড়িয়েছে, তখনতো সে খারাপ মেজাজের ছিল না। সেই ব্যক্তি বললো, আমি সত্য বলছি সে খারাপ মেজাজের। তিনি বললেন, তোমার খাতিরে সে যখন রাতের পর রাত জাগতো এবং নিজের দুধ পান করাতো সে সময়তো সে

www.pathagar.com

খারাপ মেজাজের ছিল না। সেই ব্যক্তি বললো, আমি আমার মাতার সেই সব কাজের প্রতিদান দিয়েছি। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যিই প্রতিদান দিয়েছো? সে বললো, আমি আমার মাকে কাঁধে চড়িয়ে তাঁকে হজ্জ্ব করিয়েছি। আল্লাহর রাসূল সিদ্ধান্তমূলক জবাব দিয়ে বললেন, তুমি কি তাঁর সেই কষ্টের বদলা বা প্রতিদান দিতে পারো, যা তোমার ভূমিষ্ঠ হবার সময় সে স্বীকার করেছে?

প্রসব যন্ত্রণা যে কি ধরণের যন্ত্রণা তা ভুক্তভোগী মা ব্যতীত আর কেউ বলতে পারবে না। যন্ত্রণার এক একটি আঘাত যখন আসে মা তখন মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যান। আহারে মা! আমার মা আমাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার সময় মৃত্যুকে কবুল করলেন। এরপর যুদ্ধের ময়দানে আহত সৈনিকের মতো মা আমার রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। সেই মায়ের অধিকার সন্তানের কাছে বেশী তো হবেই। মহান আল্লাহ বলেন, এবং আমি মানুষকে, যাকে তার মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে পেটে ধারণ করেছিল (অতপর তাকে দুধ পান করিয়েছিল) অতপর তাকে দু'বছরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। এ তাকিদ করা হয়েছে যে, আমার শোকর আদায় করো এবং মাতাপিতার।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতার চেয়ে মায়ের অধিকার তিনগুণ বেশী প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের খিদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন-হে আল্লাহর রাসূল! আমার সুন্দর আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, এরপর কে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা। সে বললো, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। (বোখারী)

পৃথিবীতে এমন কোনো আমল নেই, যে আমল করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অত্যন্ত দ্রুত অর্জন করা যায়। কিন্তু একমাত্র মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার এবং প্রাণভরে তার খেদমত করলেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অত্যন্ত দ্রুত অর্জন করা যায়।

হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহর নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণের চেয়ে বড় আমল আমার জানা নেই।' মায়ের মর্যাদার কারণে মায়ের বোন খালার মর্যাদাও মহান আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। মা জীবিত না থাকলে খালার খেদমত করতে হবে। একজন লোক নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, হে আল্লাহর

www.pathagar.com

রাসূল! আমি একটি বড় গোনাহ্ করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য তাওবার কি কোন পথ খোলা আছে? নবীজী বললেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন? সে ব্যক্তি বললো, মাতা তো জীবিত নেই। এরপর তিনি বললেন, আচ্ছা তোমার কি খালা বেঁচে আছেন? সে বললো-জ্বী, বেঁচে আছেন। তিনি বললেন, খালার সাথে সুন্দর আচরণ করো। হযরত মুহাম্মদ ইবনে শিরীন একজন তাবেঈ। তাঁকে ফিকাহ ও হাদীসের ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর মাতা হিজাজের অধিবাসী ছিলেন। তিনি মাতার আদব ও সম্মান এবং ইচ্ছার প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। যখন মায়ের জন্য কাপড় কিনতেন তখন নরম ও সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। ঈদের সময় নিজের হাতে মায়ের কাপড় রং করতেন। মায়ের প্রতি এত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন যে, কখনো মায়ের সামনে উঁচু গলায় কথা বলতেন না। মায়ের সাথে এমনভাবে কথা বলতেন যেন কোন গোপন কথা বলছেন। সুতরাং পিতামাতার সাথে সর্বাধিক সুন্দর আচরণ করতে হবে।

## পিতামাতার কাছে কিভাবে ক্ষমা চাইবো

**প্রশ্ন ঃ** *মঞ্জুরুল আলম চৌধুরী বিপ্লব, একাদশ শ্রেণী। আমি একবার আমার আব্বা-আম্মার কাছে একটি ব্যাপারে আবদার করেছিলাম। তারা তা পূরণ করেননি এজন্য আমি তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। আমার আম্মা-আব্বা এ জন্য খুব কেঁদেছিলেন। মাতাপিতা সম্পর্কে আপনার বক্তৃতা শুনে আমি অনুতপ্ত। এখন আমি কিভাবে তাদের কাছে ক্ষমা চাইবো?*

**উত্তর ঃ** হযরত আবু বাকারাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন– আমি তোমাদেরকে তিনটি বড় এবং জঘন্যতম গোনাহ্ সম্পর্কে কেন সর্তক করবো না। আমরা সকলেই বললাম কেন নয়, অবশ্যই আপনি তা করবেন হে রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং মাতাপিতার নাফরমানী করা। তিনি ঠেস দিয়ে বসা থেকে উঠলেন এবং বললেন, খুব ভালো করে শুনে নাও, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি বরাবর এ কথা বলে চললেন। এমনকি আমরা বললাম-আহা! তিনি যদি চুপ করতেন। (বোখারী)

হযরত মায়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল আমাকে ওসিয়ত করেছেন, আল্লাহর সাথে কখনো কাউকে শরীক করবে না। যদি তোমাকে হত্যাও করা হয় এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়েও দেয়া হয় এবং কখনো মাতাপিতার নাফরমানী করা উচিত নয়। যদি তারা নিজের সম্পদ এবং পরিবার পরিজন থেকে দূরে থাকার নির্দেশও দেয়।' হযরত আবি বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু

www.pathagar.com

তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা যে গোনাহের শাস্তি চান তা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। কিন্তু মাতাপিতার নাফরমানীর শাস্তি মৃত্যুর পূর্বে জীবিতাবস্থায় তড়িঘড়ি করে প্রদান করেন। তিনি আরো বলছেন, তিনটি গোনাহ্ এমন যে, তার সাথে কোন নেকী কাজ দেয় না। প্রথম শিরক, দ্বিতীয় মাতা-পিতার অবাধ্যতা এবং জিহাদ থেকে পলায়ন।' সুতরাং তুমি যা করেছো এবং এর জন্য অনুতপ্ত হয়েছো, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। তুমি তোমার আব্বা-আম্মার পায়ে ধরে ক্ষমা চাও এবং ক্ষমা না করা পর্যন্ত, তাদের মুখে হাসি না দেখা পর্যন্ত তুমি তাদের পা ছাড়বে না। প্রতীজ্ঞা করো, যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাদের মনে কোনো কষ্ট দেবে না। আশা করা যায়, তুমি যা করেছো, তার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে মাফ করে দিবেন।

মাতাপিতার সাথে অশোভন আচরণ করলে পৃথিবীতে জীবিত থাকতেই শাস্তি পেতে হবে-এ কথার মানে এই নয় যে, এ দুনিয়াতেই শাস্তি শেষ হয়ে যাবে, পরকালে আর শাস্তি হবে না। না, বরং পরকালেও সে শাস্তি পাবে। মাতাপিতার হক যারা আদায় করে না, মাতাপিতার সাথে যারা দুর্ব্যবহার করে, তাদের মনে যারা আঘাত দেয় তারা হলো পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। মানুষের আকৃতিতে তারা হলো জঘণ্যতম মানুষ। এদের কোন সৎ কাজ কবুল হয় না। মাতাপিতাকে যারা কষ্ট দেয়, তাদের নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দান, সাদকা তথা কোন নেক কাজ আল্লাহ কবুল করবেন না।

## সন্তান খারাপ পথে-মাতাপিতার কি হবে

**প্রশ্ন ঃ** *আমাদের স্কুলের এক স্যার বলেছেন, সন্তান আল্লাহর পথে চললে মাতাপিতা আখিরাতে শান্তিতে থাকবে। কিন্তু এক সন্তান আল্লাহর পথে চললো আরেক সন্তান খারাপ পথে চললো। তাহলে মাতা-পিতার কি হবে?*

**উত্তর ঃ** পিতামাতার দায়িত্ব-কর্তব্য হলো, সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহর বিধান শিক্ষা দিয়ে আল্লাহর গোলাম হিসেবে গড়ে তোলা। তাহলে সেই পিতা-মাতা আখিরাতে আল্লাহর দরবারে পুরস্কৃত হবেন। আর পিতামাতা যদি সন্তানকে আল্লাহর বিধান শিক্ষা না দেন এবং শিক্ষা না পাওয়ার কারণে সন্তান ভুল পথে চলে তাহলে পিতামাতাকে অবশ্যই আখিরাতে গ্রেফতার হতে হবে। আল্লাহর বিধান শিক্ষা দেয়ার পরও যদি কোনো সন্তান সেই বিধান অনুসারে না চলে, তাহলে পিতামাতা দায়ী হবেন না। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা একজনের গোনাহের কারণে আরেকজনকে

www.pathagar.com

গ্রেফতার করবেন না। কোরআন-হাদীসের শিক্ষা পাবার পর এক সন্তান ইসলামের পথে চললো আরেক সন্তান ভুল পথে চললো, এ জন্য ভুল পথ অবলম্বনকারী সন্তানই দায়ী হবে, পিতামাতা দায়ী হবেন না। পিতামাতাকে দায়ী করা হবে তখন, যদি তারা সন্তানকে আল্লাহর বিধান শিক্ষা না দেন। এসব সন্তান হাশরের ময়দানে জাহান্নামে যাবার সময় বলবে– কোথায় আমাদের পিতামাতা, অভিভাবক ও নেতৃবৃন্দ, যারা আমাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দেয়নি। তাদেরকে আজ পায়ের নীচে মাড়িয়ে তারপর জাহান্নামে যাবো।

## মা আমাকে কেন বকা দেন

**প্রশ্ন ঃ** *আমি স্কুলে পড়ি এবং মা-বাবাকে অনেক কাজে সাহায্য করি। তবুও আমার মা মাঝে মাঝে আমাকে বকা দেয়। এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি?*

**উত্তর ঃ** পিতামাতা হলেন সন্তানের সবথেকে বড় বন্ধু। পিতামাতার অনুরূপ সন্তানকে অন্য কেউ ভালোবাসতে পারে না। সেই পিতামাতা তাদের সন্তানকে অকারণে বকা দেবেন এমন হতে পারে না। তোমাকে বুঝতে হবে, তোমার পিতামাতা তোমাদের যাবতীয় খরচ বহন করেন। একমাত্র তোমাদের সুখের জন্য তারা তাদের যাবতীয় শ্রম নিয়োজিত করেন। এসব করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে তাদের মন-মানসিকতা ক্ষেত্র বিশেষে অন্য রকম থাকতে পারে। এ সময় যদি তোমার দ্বারা তাদের অপছন্দনীয় কোনো কাজ সংঘটিত হয়, তাহলে তো তারা তোমাকে বকা দিতেই পারেন। পিতামাতা তোমাকে বকা দিলে তুমি নীরব থাকবে, তাদের দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকাবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতামাতার দিকে রাগত দৃষ্টিতে যে সন্তান তাকাবে, সে জাহান্নামে যাবে। তুমি নিজের ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের কাছে ক্ষমা চাইবে। তুমি নিজেই খুঁজে দেখবে, তাদের কোন্ কোন্ কাজে তুমি তাদেরকে সাহায্য করতে পারো। তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য তুমি সব সময় চেষ্টা করে যাবে। ক্ষণিকের জন্যও এমন কোনো আচরণ করবে না বা এমন কোনো শব্দ মুখ থেকে উচ্চারণ করবে না, যা পিতামাতার মনো কষ্টের কারণ হয়।

## সন্তানের গোনাহ্র জন্য মাতাপিতা দায়ি হবে

**প্রশ্ন ঃ** *আমরা তিন বন্ধু একই স্কুলে পড়ি। আমাদের প্রশ্ন হলো, আমরা যদি কোনো গোনাহ্ করি তাহলে তা কি আমাদের আমলনামায় লেখা হবে নাকি আমাদের মাতাপিতার আমলনামায় লেখা হবে?*

www.pathagar.com

**উত্তর ঃ** কোন্‌টি গোনাহের কাজ আর কোন্‌টি সওয়াবের কাজ অর্থাৎ পাপ-পূণ্যের পার্থক্য বুঝার মতো বয়সে উপনীত হবার পূর্বে কারো দ্বারা যদি গোনাহের কাজ সংঘটিত হয়, তাহলে সেই গোনাহের ব্যাপারে গ্রেফতার করা হবে না। তবে বড়দের এ ক্ষেত্রে উচিত যে, ছোটরা যদি না বুঝে কোনো গোনাহের কাজ করে, সাথে সাথে তাদেরকে এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করা। আর তোমরা জেনে-বুঝে কোনো গোনাহের কাজ করো, তাহলে তা তোমাদের আমালনামাতেই লেখা হবে, তোমাদের পিতামাতার আমলনামায় নয়। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা সওয়াবের কাজ আর তাঁর বিধানের বিপরীত কোনো কাজ করা গোনাহের কাজ। সুতরাং এখন থেকেই কোরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে তোমাদেরকে জানতে হবে, কোনটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ আর কোন্ কোন্ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁরা নিষেধ করেছেন।

## আব্বা আম্মা মসজিদে যেতে দেয় না

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম আব্দুল্লাহ সাদিক, সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। আমি মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে চাইলে আব্বা-আম্মা নিষেধ করে বলেন, বাসায় নামায পড়ো। আমি কি তাদের কথা মানবো?*

**উত্তর ঃ** মসজিদ যদি বাসার কাছে হয় এবং মসজিদে যাতায়াতের ব্যাপারে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত থাকে, তাহলে আব্বা-আম্মাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলে মসজিদেই উপস্থিত হয়ে জামায়াতে নামায আদায় করবে। কারণ জামায়াতে নামায আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আর যদি তোমার মতো শিশু-কিশোরের মসজিদে যাতায়াতের পথে নিরাপত্তা না থাকে অর্থাৎ অপহরণকারীদের কবলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মসজিদে যাবে না। মসজিদে যাবার ব্যাপারে আব্বা-আম্মা তো এমনিতেই নিষেধ করেন না, তারা আশঙ্কা করেন, তার সন্তানকে অপহরণ করা হতে পারে, অথবা সন্তান নামায আদায়ের কথা বলে বাইরে গিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারে, এসব কারণেই হয়ত তারা নিষেধ করে থাকেন। সুতরাং মসজিদে যাবার ব্যাপারে সমস্যা থাকলে বাসাতেই নামায আদায় করবে, কোনোক্রমেই নামায ত্যাগ করবে না।

www.pathagar.com

## মা জোর করে বোরকা পরিয়ে দেয়

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম তারিন, স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। স্কুলে যাবার সময় আমাকে আমার মা জোর করে বোরকা পরিয়ে দেয়। আমার মা কি ঠিক করে? বোরকা পরে স্কুলে গেলে আমার বান্ধবীরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে।*

**উত্তর ঃ** মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে তোমার মা সঠিক কাজ করছেন। সুতরাং মায়ের সাথে কখনো বেয়াদবি করবে না, তিনি যেভাবে চলতে বলেন, সেভাবেই চলবে। তোমার যে বান্ধবীরা তোমাকে পর্দা করতে দেখে হাসাহাসি করে, তাদেরকে বলবে– পর্দা করা মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং পর্দা একজন নারীর নিরপাত্তার প্রতীক। পর্দার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং নারীর জন্য কেনো পর্দার প্রয়োজন, এ সম্পর্কে অনেক বই বর্তমানে প্রকাশ হয়েছে, এগুলো কিনে নিজে পড়বে এবং বান্ধবীদেরকেও পড়তে দেবে। প্রকৃত বিষয় যখন তুমি ও তোমার বান্ধবীরা জানতে পারবে, তখন তারাও তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে না এবং পর্দা করতে তোমারও খারাপ লাগবে না।

## আমার আব্বা সিগারেট খায়

**প্রশ্ন ঃ** *সাঈদী দাদা, আমার নাম মাহবুল আলম। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমার আব্বা সিগারেট খায়, তাই আমার আম্মা– আব্বার সাথে ঝগড়া করে। আমার আব্বা এখানে আছেন, আপনি বলে দিন না, আব্বা যেন আর সিগারেট না খায়। আব্বা সিগারেট খেলে আমার খুব গন্ধ লাগে।*

**উত্তর ঃ** ধুমপানে যারা অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন তারা ধীরে ধীরে এই কুঅভ্যাস ত্যাগ করুন। যিনি ধুমপান করেন তিনি যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হন, অনুরূপভাবে যাদের পাশে ধুমপান করা হয়, তারাও ক্ষতিগ্রস্থ হন। কারণ নিকোটিন মিশ্রিত সিগারেটের ধোয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে অন্যের ফুসফুসেও প্রবেশ করছে। আপনি যে অর্থ সিগারেটের পেছনে ব্যয় করছেন, সেই অর্থ জমিয়ে সংসারের অনেক কিছুই করতে পারেন। যে জিনিস আপনার কলিজার টুকরা শিশু সন্তান পছন্দ করছে না, আপনার স্ত্রী পছন্দ করছে না, আপনি কেনো তা করছেন? এখন যদি প্রতিদিন ১০ টি সিগারেট খান তাহলে প্রতিজ্ঞা করুন, আগামী কাল থেকে ৯ টি খাবেন। এভাবে প্রতিদিন ১ টি করে কমিয়ে আনুন এবং এক সময় তা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিন।

www.pathagar.com

## আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন

**প্রশ্ন ঃ** *মোহাম্মাদ নুরুন নবী, ক্লাস ফোর। আপনি বলেছেন, আব্বা-আম্মার সাথে বেয়াদবি করলে, তাদের কথা না শুনলে গোনাহ্ হবে। আমি তো আব্বা-আম্মার সাথে অনেক বেয়াদবি করেছি। আল্লাহ কি আমাকে মাফ করবে না?*

**উত্তর ঃ** অতীতে যা করেছো এর জন্য পিতামাতার কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা করো, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন তাঁদের সাথে বেয়াদবি করবে না। তুমি এখনো ছোট্ট শিশু, শিশুরা না বুঝে অনেক কিছুই করে থাকে। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন যদি পিতামাতার সাথে বেয়াদবি না করো, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন।

## নামাযের সময় মন খেলার দিকে যায়

**প্রশ্ন ঃ** *আমি উপম, ক্লাস ফোর-এর ছাত্র। দাদা, আমার আম্মা বলেছে– নামায পড়ার সময় নামাযের দিকে মন রাখতে হবে। কিন্তু আমার মন নামায পড়ার সময় খেলার দিকে যায়। আমার নামায কি হবে?*

**উত্তর ঃ** নামায আদায়ের সময় মন যদি নামাযের দিকে না থাকে, তাহলে সেই নামাযে কোনো উপকার পাওয়া যাবে না এবং আল্লাহ তা'য়ালাও সে নামায কবুল করবেন না। নামায একাগ্র চিত্তে আদায় করতে হবে। ইবনে মাযাহ্ শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জীবনের শেষ নামাযের মতো মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করো এবং মনে করো যে, তুমি আল্লাহকে দেখছো। আর যদি তুমি তাঁকে না-ও দেখো, তাহলে তিনি তো অবশ্যই তোমাকে দেখেন।' আবু দাউদ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে ততক্ষণ বান্দার দিকে আল্লাহর দৃষ্টি থাকে, যতক্ষণ বান্দা এদিক-ওদিক না তাকায়। যখন সে এদিক-ওদিক তাকানোর জন্য মুখ ফিরায়, তখন আল্লাহও সেই বান্দার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তোমরা যখন নামায আদায় করবে, তখন এদিক-ওদিক তাকাবে না। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা নিজের চেহারা বান্দার চেহারার দিকে নিবদ্ধ রাখেন– যতক্ষণ না বান্দা এদিক-ওদিক তাকায়।' হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো, বান্দা যতক্ষন মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করে, ততক্ষণ আল্লাহ তা'য়ালা সেই বান্দার দিকে দৃষ্টি রাখেন। আর নামায থেকে বান্দার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আল্লাহ তা'য়ালাও সেই বান্দার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। শয়তান সবথেকে বেশী ধোকা দেয় নামায আদায়

www.pathagar.com

করার সময়। সুতরাং মনোযোগ সহকারে যেন নামায আদায় করতে পারো, এর জন্য নিজে চেষ্টা করো এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।

## আমার আব্বা মদ বিক্রি করেন

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম মাসুম মাহতাব ওসিম। লন্ডনে থাকি এবং ওখানেই এক স্কুলে পড়ি। আমার আব্বা রেস্টুরেন্টে মদ বিক্রি করেন। আম্মা আমার আব্বাকে এই ব্যবসা ছেড়ে দিতে বললে আব্বা বলেন, আমি তো মদ খাই না। মদের ব্যবসা করি, এই ব্যবসা হারাম নয়। বাংলাদেশ থেকে একজন মাওলানা সাহেব লন্ডনে মাহফিল করতে এসে বলেছেন, মদ খাওয়া হারাম কিন্তু মদের দোকানে চাকরী করা বা মদ বিক্রি করায় দোষ নেই। কিন্তু আমার আম্মা বলেছেন, তোমাদের ঐ মাওলানা ভুল বলেছে। তুমি মদ বিক্রি ছেড়ে দাও। এই নিয়ে আম্মার সাথে আব্বার প্রায়ই ঝগড়া হয়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।*

**উত্তর ঃ** তোমার আম্মা সঠিক কথাই বলেছেন- আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সম্মান-মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ কম কি বেশী পরিমাণ পান করাকেই শুধু হারাম করেননি, মদের ব্যবসা করাকেও তিনি হারাম ঘোষণা করেছেন। এমনকি অমুসলিমদের সাথেও মদের ব্যবসা জায়েয নয়। সুতরাং মদ বা নেশা জাতিয় দ্রব্য আমদানী বা রফতানী পর্যায়ের ব্যবসা করা কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ হতে পারে না। মদের দোকানেও চাকরী করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, শূরা উৎপাদনকারী, যে উৎপাদন করায়, মদ্যপায়ী, যার কাছে বহন করে নেয়া হয়, যে পান করায়, পরিবেশনকারী, বিক্রয়কারী, মূল্য গ্রহণ ও ভক্ষণকারী, ক্রয়কারী এবং যার জন্যে তা ক্রয় করা হয়– এ সকলেরই ওপর অভিশাপ। (তিরমিযী)

সূরা আল মায়িদার যে আয়াতে মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, সে আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা শূরা পান হারাম করেছেন। সুতরাং যে-ই এই আদেশ জানতে পারবে তার কাছে তার কিছু পরিমাণ থাকলেও তা পানও করতে পারবে না, তা বিক্রয়ও করবে না।' হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় যার কাছে শূরা মওজুদ ছিলো, তারা সকলেই তা মদীনার পথে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। (মুসলিম)

শূরা পানের সব পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে, কোনো মুসলমান যেন এমন কোনো ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রি না করে, যার সম্পর্কে জানা

www.pathagar.com

যাবে যে, সে আঙ্গুর দিয়ে শূরা প্রস্তুত করবে। হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আঙ্গুরের ফসল কেটে রাখাই করবে কোনো ইয়াহূদী, খৃষ্টান বা এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে যে তা থেকে শূরা প্রস্তুত করবে, তাহলে সে জেনে বুঝেই আগুনে ঝাঁপ দিলো। (তিবরানী)

শূরা বিক্রি করা ও তার মূল্য ভক্ষণ করাই মুসলমানদের জন্য শুধু হারাম নয়- কোনো মুসলিম ব্যক্তিই তা কোনো অমুসলিমকে উপহার হিসেবে দেয়া-নেয়াও হারাম। কারণ মুসলমান হলো পবিত্র। সে পবিত্র জিনিস ব্যতীত অপবিত্র জিনিস উপহার আদান-প্রদান করতেও পারে না। একজন লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপহার হিসেবে শূরা পেশ করার ইচ্ছে করেছিলো। তিনি তা জানতে পেরে লোকটিকে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা শূরা হারাম করেছেন। তখন লোকটি বললো, তাহলে আমি তা বিক্রি করে দিতে পারি? আল্লাহর নবী লোকটিকে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা তা পান করা যেমন হারাম করেছেন, তেমনি তা বিক্রি করাও হারাম করেছেন। লোকটি পুনরায় বললো, তাহলে উপহার হিসেবে কোনো ইয়াহূদীকে দিয়ে দেবো? তিনি বললেন, যিনি তা পান করা হারাম করেছেন তিনিই তা কোনো ইয়াহূদীকে উপহার হিসেবে দেয়াও হারাম করেছেন। লোকটি এবার অসহায়ের মতো বললো, তাহলে আমি ঐ শূরা কি করবো? আল্লাহর নবী সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন, রাস্তায় ফেলে দাও।

সুতরাং বাংলাদেশ থেকে একজন মাওলানা সাহেব লন্ডনে মাহফিল করতে গিয়ে বলেছেন, মদ খাওয়া হারাম কিন্তু মদের দোকানে চাকরী করা বা মদ বিক্রি করায় দোষ নেই। তিনি জেনে বুঝে স্বার্থের কারণে মিথ্যে কথা বলেছেন। সত্য কথা বললে দাওয়াত বন্ধ হয়ে যাবে, এই ভয়ে তিনি আল্লাহর বিধান গোপন করেছেন। এরা জাহান্নামের আগুন দিয়ে নিজের পেট ভরছে, এ ধরনের আলিম নামধারী মিথ্যুক লোকদেরকে বয়কট করা উচিত।

## আব্বা আম্মা আমাকে ওরশে নিয়ে যায়

**প্রশ্ন ঃ** *আব্দুল্লাহ আল মানসুর, স্কুল ছাত্র। আমায় পিতামাতা আমাদেরকে নিয়ে ওরশে যায়। সেখানে যাওয়া সুন্নাত, ওয়াজিব না নফল তা জানাবেন।*

**উত্তর ঃ** ওরশে যাওয়া ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল কিছুই না। অভিধানে 'ওরশ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে, 'বাসর রাতের মিলন, মিলন মেলা, প্রদর্শনীর মেলা, ওলীমার আয়োজনের অনুষ্ঠান বা কোনো খশীর অনষ্ঠান' ইত্যাদি। পীরের নামে বা

www.pathagar.com

মাজারকে কেন্দ্র করে যে ওরশের আয়োজন করা হয়, সেখানে নানা ধরনের হারাম কাজ অনুষ্ঠিত হয়। এসব হারাম অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা যারা তারা তো আর নিজের পকেটের টাকা খরচ করে ওরশ করে না। একশ্রেণীর লোকজন পকেটের টাকা দেয় বলেই তারা ওরশ করে। আল্লাহর রাসূল, তাঁর সম্মানীত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ, আইয়ামে মুজতাহিদীন, চার মাযহাবের চার ইমাম কারো নামে কখনো ওরশ হয় না। ওরশের নামে নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করে, নানা ধরনের শিরকমূলক গান-বাজনার আয়োজন করে ও মদ-গাঁজার সয়লাব বইয়ে দেয়। সর্বোপরি মৃত ব্যক্তির সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব লোকদের ধারণা, কবরে যারা শুয়ে আছেন, তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই কিয়ামতের ময়দানে তারা তাদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং ওরশের অনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করতে পারলে সওয়াব অর্জন করা যাবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে একশ্রেণীর লোকজন অবারিত হাতে অর্থ ব্যয় করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব কাজ সম্পূর্ণ হারাম এবং সওয়াব অর্জনের পরিবর্তে তারা গোনাহ্ই অর্জন করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আমার কবরকে ঈদের ন্যায় উৎসবের কেন্দ্র বানিয়ে নিও না।' কবর বা মাজারকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অনুষ্ঠান করা জায়েজ নেই। যারা এসব করে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইবাদাত সম্পূর্ণ পরিহার করে কবরস্থ মৃত ব্যক্তির ইবাদাতে মেতে উঠে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কাজের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। এসব কাজের আয়োজন যারা করে, তারা মানুষকে এক আল্লাহর গোলামী করা থেকে দূরে সরিয়ে কবর পূজারী বানাচ্ছে। মানুষকে শিরকের দিকে নিক্ষেপ করছে। আর শিরককারীর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত হারাম করেছেন। এই শ্রেণীর লোকদের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত এবং এসব ঘৃণ্য শিরকমূলক কাজের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তুমি তোমার আব্বা-আম্মাকে বিষয়টি বুঝিয়ে তাদেরকে ওরশে যাওয়া থেকে বিরত করার চেষ্টা করো।

## আমি পিতামাতার ভুল ধরিয়ে দিতে পারি

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম আব্দুল হক। আমার প্রশ্ন হলো, পিতামাতা যদি ভুল করে, তাহলে সন্তান কি পিতামাতাকে সে ভুল ধরিয়ে দিতে পারে?*

www.pathagar.com

**উত্তর ঃ** হ্যাঁ পারে, তবে সে ভুল ধরে দেয়ার মধ্যে আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার থাকতে হবে। আদবের খেলাপ হয় এমন ভাষায় বা ভঙ্গিতে শুধু পিতামাতা নয়, বড়দের সাথে কথা বলা যাবে না। যদি তুমি বুঝো যে, বড় কেউ বা তোমার পিতামাতা ভুল কথা বলছে, বা ভুল তথ্য দিচ্ছেন অথবা কোনো কাজে ভুল করছেন, তাহলে সম্মানের সাথে এভাবে বলা যেতে পারে যে, এই কাজটি এমনভাবে না করে এইভাবে করলে বোধহয় ভালো হয়। অথবা বিষয়টি এমন না হয়ে বোধহয় এভাবে হবে।

## আমার সৎ কাজের সওয়াব কি পিতামাতা পাবে

**প্রশ্ন ঃ** *আমি চট্টগ্রাম মহিলা মাদ্‌রাসার চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী, নাম মরিয়ম। আমার বয়স ১২ বছরের নীচে। আমার প্রশ্ন হলো, আমি যে নামায-রোযা আদায় করি, এর সওয়াব আমি পাবো না আমার পিতা-মাতা পাবেন?*

**উত্তর ঃ** তুমি নামায-রোযা আদায় করলে এর সওয়াব তুমিই পাবে। আর যে পিতামাতা তাদের সন্তানকে নামায-রোযা আদায় করা শিখিয়েছেন, তারাও এর জন্য সওয়াব পাবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে সওয়াবের কোনো অভাব নেই। তিনি অবশ্যই সংকাজের এবং সংকাজের উৎসাহ যারা দেন, তাদের সবাইকে সওয়াব বা বিনিময় দান করবেন।

## হযরত ইবরাহীম তো পিতামাতার অবাধ্য ছিলেন

**প্রশ্ন ঃ** *আপনার বক্তৃতায় অনেক দিন শুনেছি, মাতা-পিতার কথা শুনতে হবে। আপনার মুখ থেকেই শুনেছি, মুসলমানদের জাতির পিতা হলো হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম। কিন্তু তিনি তাঁর মাতা-পিতা মুসলমান না হওয়ায় তাদের কথা শুনেননি। এতে কি তাঁর গোনাহ্ হয়নি?*

**উত্তর ঃ** হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম অবশ্যই মুসলিম মিল্লাতের পিতা এবং এ কথা আমার মুখের নয়, মানব জাতির স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা হজ্জ-এর ৭৮ নং আয়াতে বলেছেন– مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। (সূরা হজ্জ)

আর পিতামাতার আদেশ অমান্য করার কারণে তিনি গোনাহ্গার হননি। কারণ তাঁর পিতামাতা ছিলেন অমুসলমান এবং তাঁর পিতা তৎকালীন সরকারের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। আর অমুসলিম পিতামাতা বা যে পিতামাতা আল্লাহর আদেশের

www.pathagar.com

বিপরীত কাজ করতে বলে, সেই ধরনের পিতামাতার আদেশ পালন করা না করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَاِنْ جَاهَدكَ عَلى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ–فَلاَ تُطِعْهُمَا–

তোমাদের মাতাপিতা যদি আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানানোর ব্যাপারে তোমাদের উপরে শক্তি প্রয়োগ করে-যে সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণাই নেই-তাহলে অবশ্যই তাদের কোন আনুগত্য করবেনা। (সূরা লোকমান-১৫)

ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেল, অমুসলিম মাতাপিতা, মুসলিম নামধারী ইসলামী আন্দোলন অপছন্দকারী মাতাপিতা সন্তানকে যদি এমন কোনো আদেশ দেন-যে আদেশ ইসলামী চিন্তা চেতনা বা ইসলামী আইনের পরিপন্থী, তাহলে সে আদেশ কোনোক্রমেই পালন করা যাবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষনা করেছেন, স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

পিতামাতা হোক আর যেই হোক না কেন, আল্লাহ এবং তার রাসূলের আদেশের বিপরীত আদেশ দিলে তা পালন করা যাবে না। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পিতার সাথে তাঁর কি ধরনের কথপোকথন হয়েছিলো, তা মহান আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে কোরআনের উল্লেখ করেছেন–

اِذْ قَالَ لاَبِيْهِ يَاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا– يَاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَاءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًا–يَاَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطنَ–اِنَّ الشَّيْطنَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًا–يَاَبَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطنِ وَلِيًا قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ الِهَتِىْ يَابْرهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًا–

যখন সে নিজের পিতাকে বললো, 'আব্বাজান! আপনি কেনো এমন জিনিসের দাসত্ব করেন, যা শোনেও না দেখেও না এবং কোনো কাজও করতে পারে না? আব্বাজান! আমার কাছে এমন এক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, আপনি আমার অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেবো।



www.pathagar.com

আব্বাজান! আপনি শয়তানের দাসত্ব করবেন না, শয়তান তো করুণাময়ের অবাধ্য। আব্বাজান! আমার ভয় হয় আপনি করুণাময়ের আযাবের শিকার হন কিনা এবং শয়তানের সাথী হয়ে যান কিনা!' পিতা বললো, 'ইবরাহীম! তুমি কি আমার মাবুদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো? যদি তুমি বিরত না হও তাহলে আমি পাথরের আঘাতে তোমাকে শেষ করে দেবো, তুমি চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাও।' (সূরা মার্‌য়াম-৪২-৪৬)

## বিবিধ বিষয়

### সীরাতুন্নবী ও মিলাদুন্নবীর মধ্যে পার্থক্য কি

**প্রশ্ন ঃ** *সাঈদী ভাইয়া, আমার নাম রিদওয়ান। মাদ্‌রাসায় পড়ি। আমি জানতে চাই, সীরাতুন্নবী ও মিলাদুন্নবীর মধ্যে পার্থক্য কি?*

**উত্তর ঃ** সীরাত শব্দের অর্থ হলো পথ, মত বা আদর্শ। সীরাতুন্নবী শব্দের অর্থ হলো নবীর আদর্শ। মীলাদ শব্দের অর্থ হলো জন্মের সময়। মীলাদুন্নবী শব্দের অর্থ নবীর জন্ম দিন এবং ঈদে মীলাদুন্নবী শব্দের অর্থ হলো নবীর জন্ম দিনের আনন্দোৎসব। সুতরাং সীরাতুন্নবী ও মীলাদুন্নবী শব্দ দুটোর মধ্যে যেমন বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তেমনি এর গুরুত্ব ও তাৎপর্যের মধ্যেও বিশাল পার্থক্য রয়েছে। সীরাতুন্নবী পালন করার অর্থ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে জীবন, কর্ম, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে জানার জন্য কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। আর মীলাদুন্নবী বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন তাঁর জীবিত থাকাকালে এবং ইন্তেকালের পরে সাহাবায়ে কেরামদের একজনও পালন করেননি। এমনকি সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানগণও পালন করেননি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের কয়েক বছর পর ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের অনুকরণে এসব জন্মদিন বা জন্ম বার্ষিকী পালন করার প্রথা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে।

### দাড়ি রাখা কি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ

**প্রশ্ন ঃ** *আমি মাদ্‌রাসার দাখিল শ্রেণীতে পড়ি। আমার প্রশ্ন হলো, দাড়ি রাখা কি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্? দাড়ি রাখার নিয়ম কি?*

**উত্তর ঃ** শরীয়াতের স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনবীদগণ তথা ফিকাহ্‌বীদগণ ফরজ ও ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের করণীয় বহু বিষয়াদিকে সুন্নাত নামে আখ্যায়িত করেছেন। সুন্নাত মুস্তাহাব পর্যায়ের করণীয় নেক কাজগুলো ফরজ ও

www.pathagar.com

ওয়াজিবের ক্ষতি পূরণের পক্ষে সহায়ক। ফিকাহবীদগণ ফরজ–ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের কাজগুলোকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার একভাগ হলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ অর্থাৎ এমন ধরনের সুন্নাত কাজ যা পালন করার জন্য জোর তাকিদ করা হয়েছে।জামায়াতের সাথে ফরজ নামায আদায় করা, মুষ্ঠি পরিমাণ দাড়ি রাখা, গোঁফ ছোট করা, পুরুষের খাত্না করা, যথা সময়ে হাত-পায়ের নখ কাটা, পুরুষের নাভীর নীচের পশম পরিষ্কার করা, বোগলের পশম পরিষ্কার করা ইত্যাদী। এক মুষ্ঠিরও কম পরিমাণ দাড়ি কেটে ছোট করা মাকরুহে তাহরীমী। দাড়ি শুধু নীচের দিকে বৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে মুখের দু'পাশ থেকে কেটে ছোট করাও মাকরুহে তাহরীমী। দাড়িকে বড় হতে দেয়া আর গোঁফ ছোট করা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা তোমাদের গোঁফ খুব ছোট করবে আর দাড়ি লম্বা করবে। (মুসলিম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১২৯)

দাড়ি সম্পর্কে আরো একটি হাদীসে বলা হয়েছে–হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের গোঁফগুলো খুব ছোট করবে, আর দাড়িগুলো লম্বা করে রাখবে। (এ ব্যাপারে) অগ্নি পূজকদের বিপরীত করবে। (মুসলিম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১২৯)

অর্থাৎ যারা আগুনের পূজা করে তারা গোঁফ বড় করে রাখে এবং দাড়ি ছোট করে অথবা দাড়ি একেবারেই কেটে ফেলে। এ জন্য হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা তাদের বিপরীত করবে। আবার অন্য হাদীসে মুখের দু'দিকের ও নীচের দিকের দাড়ি কেটে ছোট করে রাখার কথা রয়েছে। দাড়ি লম্বা করে রাখা এবং কেটে ছোট করে রাখার উভয় পর্যায়ের হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আমল সম্পর্কীত হাদীসটি সনদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রদ্দুল মোহতার কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ৩৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'দাড়ি সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বিশুদ্ধ সুত্রে বর্ণনা এসেছে যে, তিনি এক মুষ্ঠি থেকে অতিরিক্ত দাড়ি ছেটে নিতেন।

তবে এ ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী এক শ্রেণীর ভোগবাদী লোক ফ্যাশন হিসেবে যেমন ছোট ছোট দাড়ি রাখে, তাদেরকে অনুসরণ করা ইসলামী আইন বিশারদগণের কেউ বৈধ বলে মনে করেননি। এক মুষ্ঠি দাড়ির অতিরিক্ত দাড়ি ছেটে নেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফের

www.pathagar.com

ব্যাখ্যামূলক কিতাব বাজলুল মাজহুদের প্রথম খন্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আর তা এভাবে করতে হবে যে, পুরুষ লোক তার নিজ দাড়ি হাতের মুঠোয় ধরবে, তারপর মুঠোর বাইরের অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলবে। এমন ধরনের পদ্ধতির বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ (রাহঃ), ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) থেকে কিতাবুল আসারে উল্লেখ করেছেন।

## লোকজন মসজিদে না যেয়ে মাজারে বেশী যায়

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল জুবাইর, মোহাম্মাদীয়া হাফেজুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসা, কুঞ্জছায়া আ/এ, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম। আমার প্রশ্ন হলো, বর্তমানে এটা লক্ষণীয় যে, লোকজন শির্‌ক গোনাহ্ বেশী করছে। মসজিদে গিয়ে সিজ্‌দা না করে মাজারে গিয়ে সিজ্‌দা করছে। মানুষকে এই গোনাহ্ থেকে কিভাবে দূরে রাখা যায়?*

**উত্তর ঃ** এ ব্যাপারে দেশের আলিম-উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব সবথেকে বেশী। প্রত্যেক মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যেসব সম্মানিত আলিম রয়েছেন, তাঁরা যদি শির্‌ক, বিদআত, কবর পূজা, মাজার পূজা, ওরশ ইত্যাদী সম্পর্কে যার যার অবস্থান থেকে জনগণকে সচেতন করতে থাকেন, তাহলে সাধারণ মুসলামনরা এসব মারাত্মক পাপের ব্যাপারে সচেতন হতে পারে। এদেশ যখন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হবে, তখন আইন করে এসব গোনাহের পথ বন্ধ করে দেয়া হবে। এ জন্য তোমাদের দায়িত্ব হলো, মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করা। যতবেশী মানুষ ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন করবে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ ততই সুগম হবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ইনশাআল্লাহ এসব শির্‌ক বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হবে।

## হযরত ঈসা কি ইন্তেকাল করেছেন

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম ওমর ফারুক, বাড়ি চরতী-সাতকানিয়া-চট্টগ্রাম। আমরা জানি যে, হযরত ঈসা (আঃ) ইন্তেকাল করেননি, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আপনি গত ২৪ ডিসেম্বর-০৩ তারিখে চট্টগ্রাম মাহফিলেও বলেছেন। কিন্তু কাদিয়ানীরা বলে থাকে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ইন্তেকাল করেছে এবং কাশ্মিরে তার কবর রয়েছে। তিনি পুনরায় দুনিয়ায় আর আসবেন না। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?*

**উত্তর ঃ** মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে বিশেষ ব্যবস্থায় উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে পুনরায় কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে শেষনবীর উম্মত হিসেবে প্রেরণ করা হবে এবং তিনি ইয়াহূদী দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ সম্পর্কে আমি আমার লেখা 'কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়' বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সারা দুনিয়ার আলিম-উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হলো, কাদিয়ানীরা কাফির। কোরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে ঈমান-আকীদাগতভাবে অমুসলিম হওয়ার কারণে সউদী আরবের বিশ্ব-বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামদের ফতোয়া অনুযায়ী সউদী সরকার কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করে তাদেরকে মক্কা-মদীনায় কিয়ামত পর্যন্ত প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ওআইসি'র অধীন বিশ্ব ফিকাহ্ একাডেমী, বিশ্ব মুসলিম লীগ ও বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেস তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। ১৯৭৪ সালে বিশ্বের ১৪৪টি রাষ্ট্রের ফিকাহ্‌বিদগণ পবিত্র মক্কায় রাবিতা আলম আল ইসলামীর উদ্যোগে সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম বলে ঘোষণা করেছে এবং সকল মুসলিম দেশকে অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। এ কারণে অনেক মুসলিম দেশই তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। ১৯৩৫ সালে তুর্কী ওলামায়ে কেরাম একযোগে কাদিয়ানীদের অমুসলিম-মুরতাদ ঘোষণা দেন। ১৩৯৭, ১৩৯৮ এবং ১৩৯৯ হিজরী সনে মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মুসলিম মসজিদ পরিষদ-এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক কাউন্সিল সভায় কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম-কাফির বলে ঘোষণা করা হয়।

ইসলামী জ্ঞানের পীঠস্থান আল-আজহারের ফতোয়া বিভাগ মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্বসম্মত ইজমা অনুসারে আহমাদী কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম-কাফির' ইসলাম হতে বহির্ভূত বলে ঘোষণা দিয়েছে। সউদী আরবের মদীনা শরীফে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর ফতোয়া বিভাগ ১৯৬৬ সালে কাদিয়ানীদের কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্ব মুসলিম যুব সংসদ, ইসলামিক গবেষণা, ইফতা ও প্রচার সংস্থা এবং ইসলামিক ছাত্র সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক ফেডারেশন কাদিয়ানীদেরকে ইসলাম বহির্ভূত বলে ঘোষণা দিয়েছে। এদেশের সর্বশ্রেণীর আলিম-উলামা, হক্কানী পীর-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ, ফিকাহ্‌বিদ ও শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিতে কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী বাতিল ধর্ম প্রচার ধরা পড়ার পর থেকে তারা ব্যক্তিগতভাবে এবং দলবদ্ধভাবে এর বিরোধিতা করেন এবং কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম-কাফির বলে ঘোষণা দেন। বাংলাদেশের তৌহিদী জনতা কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা দিয়েছে। দেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা

www.pathagar.com

করেছে। এদেশের কাদিয়ানীদেরকে অন্যান্য দেশের মত আইনগত ও শাসনতান্ত্রিকভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য তারা সরকারের কাছে আবেদন করেছে এবং এজন্য আন্দোলন করছে।

১৯২৩ সালে দিল্লীতে সর্বভারতীয় উলামা সংগঠন 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এর অধিবেশনে ভারতের সকল প্রদেশের আলিম-উলামার উপস্থিতিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কাদিয়ানীরা কাফির। ১৯২৫ সালে আহলে হাদীসের অমৃতসর কেন্দ্র হতে একটি ফতোয়ায় তাদেরকে কাফির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ১৯১২ সনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, আল কালুছ ছহি্ ফী আকায়িদিল মসীহ নামের পুস্তকটিতে তদানীন্তন ভারতের প্রতিটি প্রদেশ ও জেলার শত শত আলিমের দস্তখত রয়েছে। এতে সকল আলিমই সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ও কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ১৩৪১ হিজরীর সফর মাসে দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষকগণ ফতোয়া দেন যে, কাদিয়ানীরা মুরতাদ, ঝিন্দীক, মুলহিদ ও কাফির। মিসরের আলিমদের প্রতিনিধি মুফতী-এ-আজম শায়খ মুহাম্মদ হাসনাইন মাখলুফের নেতৃত্বে মিসরীয় উলামা সমাজ মীর্জা গোলাম আহমাদের আক্বীদা অনুযায়ী সকল কাদিয়ানী দলের কাফির হওয়া সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন। সিরিয়ার উলামাদের প্রতিনিধি মুফতী-এ-আজম ফতোয়া দেন যে, কাদিয়ানীরা শর্তহীনভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষনবী মানে না, তাই তারা কোরআন অস্বীকারকারী ও ইসলামী আকীদা অস্বীকারকারী। সুতরাং তারা অমুসলিম কাফির। এই কাফিররা কি বলে আর না বলে এসব বিষয় বিশ্বাস করার কোনো প্রয়োজন মুসলমানদের নেই। তারা অমুসলিম এবং একটি ভিন্ন সম্প্রদায়। এ পর্যন্ত পৃথিবীর অনেকগুলো মুসলিম দেশ তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণা করেছে।

## মাহফিল করায় আপনার স্বার্থ কি

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম রুম্মান, ষষ্ঠ শ্রেণীতে লেখাপড়া করি। আচ্ছা সাঈদী ভাইয়া, আপনি এতক্ষণ ধরে বক্তৃতা করেন, আপনার কষ্ট হয় না? আপনি সারা দুনিয়ায় মাহফিল করেন, আপনার স্বার্থ কি?*

**উত্তর ঃ** বড় কিছু পেতে হলে অবশ্যই কষ্ট স্বীকার করতে হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি হলো মানুষের জন্য সবথেকে বড় জিনিস। আমি সেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই। আর জন্য যে কেনো কষ্ট বা ত্যাগ করার জন্য

www.pathagar.com

আমি সবসময় নিজেকে প্রস্তুত রেখেছি। দেশ-বিদেশে আমি তাফসীর মাহফিল করি– এর পেছনেও আমার সেই একই স্বার্থ জড়িত। অর্থাৎ আমি আমার আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই। একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই আমার যাবতীয় তৎপরতা। তোমরাও আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দাও, তাহলে আখিরাতের অনন্তকালের জীবনে আল্লাহর কাছ থেকে সর্বোত্তম বিনিময় লাভ করবে।

## শিশু নির্যাতন কি বন্ধ করা যায় না?

**প্রশ্ন ঃ** *সাঈদী দাদা, আমার সালাম নিবেন। আমার নাম নাসির উদ্দিন রিমন, ১১ বছর বয়স, আমি হাফেজি পড়ছি। টিভিতে যখন ফিলিস্তিন ও ইরাকের শিশুদের কষ্ট দেখি, ওদেরকে খুন করতে দেখি তখন আমার কান্না আসে– ভীষণ কষ্ট হয়, আপনার কষ্ট হয়না? ওদের জন্য আমি কি করতে পারি?*

**উত্তর ঃ** ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্। হ্যাঁ, আমারও ভীষণ কষ্ট হয়, বুকের ভেতরটা নাড়া দিয়ে ওঠে। যখন দেখি গোলাপের পাঁপড়ীর মত ছোট্ট ছোট্ট মুসলিম শিশু-কিশোরদের নির্মমভাবে ইয়াহূদী, খৃষ্টান আর মুশরিকরা হত্যা করছে, তখন নিজের অজান্তেই চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। সেই সাথে ঐ সমস্ত মুসলিম শাসকদের প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণায় সারা শরীর কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, যারা এসব লোমহর্ষক দৃশ্য দেখেও নীরবতা পালন করে, সামান্য মৌখিক প্রতিবাদও করে না। সমস্ত মুসিলম দেশগুলো একতাবদ্ধ হয়ে যদি গর্জন করে বলতো, 'পৃথিবীর অমুসলিম শক্তি, তোমরা যদি আর একটি মুসলিমকে হত্যা করো, তাহলে তোমাদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবো এবং তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেবো।' তাহলেই নির্বিচারে মুসলিম হত্যা বন্ধ হয়ে যেতো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম দেশের শাসকবৃন্দ এমনভাবে ভোগ-বিলাসে মেতে রয়েছে যে, এসব নির্মম-নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখার মতো সময়ও যেন তাদের নেই। যেসব মুসলিম শিশু-কিশোরদের হত্যা করা হচ্ছে, তাদের জন্য দোয়া করা ছাড়া আমাদের আর কি-ই বা করার আছে। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এই করুণ অবস্থা থেকে মুসলিম মিল্লাতকে মুক্ত করেন।

## বিস্‌মিল্লাহ্ না লিখলে কি গোনাহ্ হবে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম ফাতিমা আক্তার, নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমরা কোরআন শরীফের অনেক সূরার কিছু আয়াতের অর্থ লেখার সময় বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখিনা। এতে কি আমরা গোনাহ্‌গার হবো?*

www.pathagar.com

**উত্তর ঃ** পবিত্র কোরআনের যে কোনো সূরার শুরু থেকে লেখার সময় বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে না লিখলে কোরআনের প্রতি অবজ্ঞা করার শামিল হবে এবং গোনাহ্‌গার হতে হবে। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার সময় বা পরীক্ষার সময় যদি খন্ডিত আয়াতের অর্থ লিখতে হয়, তাহলে সেখানে তো বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখার অবকাশ থাকে না। এ জন্য গোনাহ্ হবে না।

## টিভিতে কার্টুন দেখলে কি গোনাহ্ হবে

**প্রশ্ন ঃ** *নাজমুস সাকিব তামীম, নবম শ্রেণী, গোমদন্ডী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, বোয়ালখালী-চট্টগ্রাম। আমার প্রশ্ন হলো, আমরা কিশোররা বিনোদন হিসেবে টেলিভিশনে কার্টুন দেখি। এসব কাল্পনিক ও অবাস্তব ছবি দেখলে গোনাহ্ হবে কিনা জানাবেন।*

**উত্তর ঃ** সারা পৃথিবীর সাংস্কৃতিক অঙ্গন বর্তমানে পাশ্চাত্যের নোংরা যৌন আবেদনমূলক সংস্কৃতির দখলে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম দেশগুলোও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের গোটা সাংস্কৃতিক অঙ্গন সাংস্কৃতিক দস্যুদের দখলে। তারা অবাধে জাতীয় চিন্তা-চেতনা বিরোধী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড করে যাচ্ছে। মূলত তারা ইসলাম বিরোধিদের তল্পীবাহকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মুসলিম শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের চরিত্র হনন করার উদ্দেশ্যেই তারা চরিত্র বিধ্বংসী নাটক-সিনেমা তথা রেডিও-টিভির অনুষ্ঠান নির্মাণ করে থাকে। কোনো মুসলমানের চোখ বর্তমানে টিভির অনুষ্ঠান সহ্য করতে পারে না। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের টিভি মুসলমানদের অর্থেই পরিচালিত হয়। কিন্তু টিভির অনুষ্ঠান দেখলে এ কথা ভাবতে কষ্ট হয় যে, এটি একটি মুসলিম দেশ এবং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলিম হিসেবে পরিচিত। সরকার এসব সংস্কৃতিক দস্যু ও নট-নটীদেরকেই এদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশে প্রেরণ করে থাকে। সরকারের উচিত, রাম-বামপন্থী এসব সাংস্কৃতিক দস্যু-তস্করদের কবল থেকে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে মুক্ত করা।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নিয়ন্ত্রক ইসলাম বিরোধী লোকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের অনুষ্ঠানসমূহ নির্মাণ করে থাকে। কার্টুনও এর ব্যতিক্রম নয়। এসব কার্টুনের মাধ্যমে সুকৌশলে শিশুদের মন-মানসিকতাকে ইসলাম বিরোধী

www.pathagar.com

সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করা হচ্ছে। খৃষ্টানরা তাদের যীশুকে নিয়ে কার্টুন ছবি নির্মাণ করে তা কার্টুন চ্যানেলে নিয়মিত প্রদর্শন করছে। হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থ রামায়ণে বর্ণিত নানা কাল্পনিক কাহিনী নিয়ে কার্টুন ছবি নির্মাণ করে তা প্রদর্শন করছে। এ ব্যাপারে ইয়াহূদীরাও পিছিয়ে নেই। এসব কার্টুন ছবির মাধ্যমে মুসলিম শিশুদের মন-মানসিকতায় ইসলাম বিরোধী সভ্যতা-সংস্কৃতির ছাপ ফেলা হচ্ছে। অসত্য ও কল্পিত ঘটনা মুসলিম শিশুরা যেন সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে, কার্টুনের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কার্টুনের ছবির চরিত্রগুলোকে শালীনতা বিরোধী পোষাক পরিধান করানো হয়েছে, যেন মুসলিম শিশুরা ঐসব পোষাকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দও এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে কার্টুন ছবি নির্মাণ করে প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান পৃথিবীতে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করার মতো মুসলিম নেতার বড়ই অভাব। যে সব কার্টুন ছবি বিভিন্ন প্রাণীদের নিয়ে করা হয়েছে এবং যা ইসলামের দৃষ্টিতে নির্দোষ বলে বিবেচিত হবে, তা শিশু-কিশোররা দেখতে পারে। কিন্তু কার্টুন ছবির মধ্যে এমনভাবে ডুবে যাওয়া উচিত হবে না, যার কারণে তোমাদের লেখাপড়া নষ্ট হয়।

## স্কুল ছাত্র দুর্ঘটনায় মারা গেলে কি হবে

**প্রশ্ন ঃ** *ফরমান উদ্দিন ইমন, তৃতীয় শ্রেণী। শাহ্ওয়ালী উল্লাহ ইনস্টিটিউট-চট্টগ্রাম। আমি শুনেছি, একজন মাদ্‌রাসার ছাত্র মাদ্‌রাসায় যাবার পথে দুর্ঘটনায় মারা গেলে জান্নাতে যাবে এবং কবরে আল্লাহ তাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। কিন্তু স্কুলে যাবার পথে কোনো ছাত্র যদি মারা যায়, তাহলে তার কি হবে?*

**উত্তর ঃ** মাদ্‌রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীই জ্ঞান অন্বেষণকারী। আর জ্ঞান অন্বেষণের ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। একজন ছাত্র যদি আল্লাহভীরু হয় এবং তার জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, সে তার অর্জিত জ্ঞান মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে ব্যবহার করবে। তাহলে সে মাদ্‌রাসার ছাত্র হোক বা স্কুল-কলেজের ছাত্র হোক না কেনো, জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে যাবার পথে দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে ইন্তেকাল করলে সে শাহাদাতাদের মর্যাদা লাভ করবে। বর্তমানে মাদ্‌রাসার বহু ছাত্র রয়েছে, যারা মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া করে কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করে এবং ধর্মনিরপেক্ষ দল করে। মাদ্‌রাসায় এ ধরনের অনেক ছাত্র রয়েছে, যারা শুধু মাত্র

www.pathagar.com

পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের আশায় লেখাপড়া করে। শুধু তাই নয়– পরীক্ষার সময় কোরআন-হাদীসের পাতা কেটে পায়ের মোজার মধ্যে নকল হিসেবে নিয়ে আসে। এ ধরনের কোনো ছাত্র দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে বা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তাদেরকে মহান আল্লাহর দরবারে গ্রেফতার হয়ে শাস্তিবরণ করতে হবে।

## অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব করবো কি

**প্রশ্ন ঃ** *আমরা কি স্কুলে হিন্দু-খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবো?*

**উত্তর ঃ** বন্ধুত্ব বলতে যদি আন্তরিক আকর্ষণ বুঝায় তাহলে সে ধরনের বন্ধুত্ব করা যাবে না। তাদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে হবে, তাদের বিপদে সাধ্যানুসারে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে, অসুস্থ হলে দেখতে যেতে হবে। কিন্তু তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুসরণ করা যাবে না। তাদের হাতের শুক্না খাদ্য ব্যতীত কোনো ধরনের রান্না খাবার খাওয়া যাবে না।

## আব্বা আম্মা রোযা রাখতে দেয় না

**প্রশ্ন ঃ** *শিহাব তাসনিম, দশম শ্রেণী। আমার আব্বা-আম্মা লেখা-পড়ার ক্ষতি হবে মনে করে আমাকে রোযা রাখতে দেয় না, এটা কি জায়েয?*

**উত্তর ঃ** আল্লাহ তা'য়ালা যা ফরজ করেছেন, সেই ফরজ পালনের ব্যাপারে নিষেধ করা বা নিরুৎসাহিত করা স্পষ্ট হারাম। এসব মাতাপিতা সন্তানের বন্ধু নয়–শত্রুর ভূমিকা পালন করে থাকে। রোজা পালন করার কারণে কারো লেখাপড়া যদি নষ্ট হতো তথা জ্ঞানার্জনের পথে, উন্নতির পথে রোজা যদি প্রতিবন্ধক হতো, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা রোজা ফরজ করতেন না–এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। যেসব মাতাপিতার মনে আল্লাহর ভয় নেই, আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, এই অনুভূতি নেই, কেবলমাত্র তারাই সন্তানকে রোজা পালনে নিরুৎসাহিত করতে পারে। বিষয়টি তুমি তোমার আব্বা-আম্মাকে বুঝিয়ে বলে রোযা পালন করবে।

## আযানের সময় দরুদ পড়া

**প্রশ্ন ঃ** *ফাতিমা আক্তার, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। কতক মসজিদে আযানের পূর্বে বিভিন্ন ধরনের দরুদ পড়া হয় আবার কতক মসজিদে আযানের সময় হলে আযানই দেয়া হয়, দরুদ পড়া হয় না। মক্কা-মদীনায় তো আযানের পূর্বে দরুদ পড়া হয় না। আযান দেয়ার পূর্বে দরুদ পড়া কি বাধ্যতামূলক?*

**উত্তর ঃ** না, বাধ্যতামূলক নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে,

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরামের যুগে এবং তারপর পরবর্তী যুগে আযানের পূর্বে দোয়া-দরুদ পড়ার প্রচলন ছিলো না। আযান শেষে দোয়া পড়া হতো। আযানের পূর্বে দোয়া-দরুদ পড়ার রীতি পরবর্তীতে আবিষ্কার করা হয়েছে।

## প্রথম শহীদ কে হয়েছেন

**প্রশ্ন ঃ** *রুম্মান সাজ্জাদ রাইহান, অষ্টম শ্রেণী। ইসলামের জন্য আল্লাহর রাসূলের কোন্ সাহাবী সর্বপ্রথম শাহাদাতবরণ করেন এবং তাঁর নাম কি?*

**উত্তর ঃ** ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম রক্ত দিয়েছেন একজন নারী, তাঁর নাম হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। তাঁর পিতার নাম খাবাত, স্বামীর নাম ইয়াসির এবং সন্তানের নাম আম্মার। হযরত ইয়াসির ও হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম– দুই জনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সর্বপ্রথম শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন, তাঁকে হত্যা করেছিলো পাপিষ্ঠ আবু জাহিল লা'নাতুল্লাহি আলাইহি।

## যুন্নুরাইন কাকে বলা হয়

**প্রশ্ন ঃ** *আশফাক হাবিব, চতুর্থ শ্রেণী। আমার প্রশ্ন হলো, যুন্নুরাইন' কাকে বলা হয় এবং কেনো বলা হয়?*

**উত্তর ঃ** ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে যুন্নুরাইন বলা হয়। যুন্নুরাইন শব্দের অর্থ হলো দুই জ্যোতি বা আলোর অধিকারী। তাঁর উপাধি যুন্নুরাইন হবার কারণ হলো, প্রথমে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে বিয়ে করেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে তিনি আল্লাহর রাসূলের অপর কন্যা হযরত কুলসুম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে বিয়ে করেন। আল্লাহর রাসূলের দুই মেয়েকে বিয়ে করার কারণে তাঁকে যুন্নুরাইন বলা হতো।

## পৃথিবীতে কি মুসলিম বিজ্ঞানী ছিল না

**প্রশ্ন ঃ** *আব্দুল্লাহ্ মাহমুদ তুহিন, দশম শ্রেণী। বিজ্ঞান বিষয়ক বই যখন পড়ি তখন দেখি বিভিন্ন জিনিসের আবিষ্কারক সকলেই অমুসলিম। আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কি কোনো বিজ্ঞানী বা আবিষ্কারক ছিলেন না বা বর্তমানে নেই?*

**উত্তর ঃ** এই পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর তা সবই মুসলমানদের হাতে নির্মিত হয়েছে। মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের জিনিস মুসলমানরাই আবিষ্কার করেছে।

www.pathagar.com

আবিষ্কারের সূচনা হয়েছে মুসলমানদের হাতেই। মুসলমানদের কাছেই অমুসলিম জগৎ বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি শিখেছে। অমুসলিম জগৎ যখন ছিলো অন্ধকারে, তখন মুসলিম দুনিয়া ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে আলোক উজ্জ্বল। কারণ মুসলিম মিল্লাত হলো জ্ঞানের সাধক, পৃথিবীতে এরাই জ্ঞানচর্চা করেছে সর্বাধিক। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা ওহী হিসেবে সর্বপ্রথম যে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, সেই আয়াতের প্রথম কথাই হলো 'পড়ো'। নানা ধরনের সূত্র সম্বলিত অসংখ্য কিতাবাদি রচনা করেছে মুসলমানরা। আর অমুসলিম শক্তি বিভিন্ন সময়ে মুসলিম দেশসমূহ আক্রমণ করে এসব মূল্যবান কিতাবাদি ধ্বংস করেছে, মুসলমানদের আবিষ্কৃত তথ্য, তত্ত্ব ও সূত্রসমূহ চুরি করে নিজেদের নামে চালিয়েছে। সভ্যতার লীলাভূমি, আবিষ্কার আর গবেষণার সূতিকাগার স্পেনের কর্ডোভা, গ্রানাডা ধ্বংস করেছে অমুসলিমরা। আমি সেখানে গিয়ে মুসলমানদের গৌরব উজ্জ্বল স্মৃতি নিজের চোখে দেখেছি। একের পর এক বাগদাদ আক্রমণ করে মুসলমানদের রচিত বিজ্ঞানের অসংখ্য সূত্র সম্বলিত কিতাবাদি ফোরাত নদীতে নিক্ষেপ করেছে। ইতিহাস সাক্ষী, এত অধিক বই-পুস্তক নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো যে, নদীর স্রোতধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আমেরিকার মুসলিম বিদ্বেষী প্রেসিডেন্ড বুশ ইরাক আক্রমণ করে ইরাকের হাজার বছরের পুরনো সভ্যতা ধ্বংস করে দিয়েছে। মুসলমানদের অতীত গৌরবের স্মৃতি ধারণ করেছিলো ইরাকের যাদুঘর। সে যাদুঘর লুণ্ঠিত করা হয়েছে। এভাবে অমুসলিমরা শুধু ধ্বংসই করেছে। বর্তমান কালের মুসলিম শিক্ষার্থীরা যেন এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলো না, এ জন্য তারা মুসলিম চিন্তাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের নাম বিকৃত করেছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে মুছে দিয়ে নিজেদের নাম প্রচলন করেছে।

এই পৃথিবীর মানুষ সর্বপ্রথম অক্ষর জ্ঞান শিখেছে আল্লাহর নবী হযরত ইদ্‌রীস আলাইহিস্ সালামের কাছ থেকে। তিনি ছিলেন অক্ষরের আবিষ্কারক। চৌম্বক কাঁটা আবিষ্কার করেছেন আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম। কম্পাসের কাঁটায় চৌম্বক যুক্ত করেছেন হযরত দানিয়েল আলাইহিস্ সালাম এবং তিনিই চন্দ্রের মন্‌যিল, রাশিচক্রের আবিষ্কারক ও নির্ণয় করেন। হযরত ইদ্‌রীস ও হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম– দুইজনই চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন। মুসলিম বিজ্ঞানী আল খাওয়ারিজমী বীজগণিতের আবিষ্কারক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর লেখা বহু গ্রন্থ ইউরোপীয় গবেষকগণ ল্যাটিন ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেছে। খৃষ্টান জগৎ

www.pathagar.com

এই মুসলিম বিজ্ঞানীর নাম বিকৃত করে গরিটাস বা আল গরিদম হিসেবে উল্লেখ করেছে– যেন মুসলিম শিক্ষার্থীরা তাকে অমুসলিমদের একজন বলে মনে করে। রসায়ন বিজ্ঞানের জন্মদাতা হলেন জাবির ইবনে হাইয়ান এবং তিনিই নাইট্রিক এ্যাসিডের আবিষ্কারক। জাবির ইবনে হাইয়ানই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম স্বর্ণ বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্র ৮৩৩ সালে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন পদার্থ বিজ্ঞানী আবুল হাসান। খৃষ্টান জগৎ প্রচার করে থাকে যে, গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক। অথচ এই লোকটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নত সংস্কারক মাত্র। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন আবু আব্দুল্লাহ।

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের জন্মদাতা হলেন ইবনে খালদুন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ওয়েবার ফেক্‌নারের' নিয়মের আবিষ্কারক হলেন পদার্থ বিজ্ঞানী ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আলকিন্দী। বর্তমানে ইয়াহূদী-খৃষ্টানরা তাঁর নাম দিয়েছে আল কিন্ডাস। কম্পাস যন্ত্রের আবিষ্কারক হলেন ইবনে আহমাদ। পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানচিত্র অঙ্কন করেন ৬৯ জন মুসলিম ভূ-তত্ত্ববিদ এবং সেই মানচিত্রের নাম ছিলো সূরাতুল আর্‌দ বা বিশ্ব আকৃতি। পানির গভীরতা ও স্রোত মাপক যন্ত্রের আবিষ্কারক হলেন ইবনে আব্দুল মজিদ। জ্যোতির বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির আবিষ্কারক হলেন হারুন ইবনে আলী। বিখ্যাত মুফাস্‌সীর ও ঐতিহাসিক আত্‌ তাবারী ছিলেন জ্যোতির বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের নানা ধরনের যন্ত্র তৈরীর পদ্ধতি ও ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ৮৬০ খৃষ্টাব্দে আহমদ ও মুহাম্মাদ নামক দুই মুসলিম বিজ্ঞানী। ৭২৮ খৃষ্টাব্দে হাজ্‌জাজ ইবনে মাসার এবং হুনাইন ইবনে ইসহাক ঊর্ধ্ব জগৎ পর্যবেক্ষণ করার জন্য পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মান মন্দির নির্মাণ করেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবুল বাইয়াতের লেখা জ্যোতির বিজ্ঞান সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান গ্রন্থ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আল মাহনী এবং আবুল মাশার দুইজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী, অমুসলিমরা এদের নাম বিকৃত করে লিখে থাকে মাসের। তুলা থেকে কাগজের আবিষ্কারক মুসলিম বিজ্ঞানী ইউসুফ ইবনে ওমর, অমুসলিমরা নাম বিকৃত করে উল্লেখ করে থাকে উমট হিসেবে। মুসলিম বিজ্ঞানী আল রাজী সর্বপ্রথম পানি জমিয়ে বরফ প্রস্তুত করেছিলেন।

গণিত শাস্ত্রে (০)-এর প্রথম প্রবর্তক ছিলেন আল খাওয়ারিজমী। আবু জাফর ও আব্দুল্লাহ আল বাত্তানী দুইজন বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী। অমুসলিমরা এদের বিকৃত নামকরণ করেছে রেথেন ও বাতেজনিয়াজ। আর রাসী ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী। ইউরোপের মুসলিম বিদ্বেষীরা তার বিকৃত নামকরণ করেছে রাজাম।

www.pathagar.com

আব্দুর রহমান সুফী ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। খলীফা হাকাম ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানী। আল ফারাজী ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানী। আল যারকালী ছিলেন আকাশ ও নক্ষত্র বিষয়ক বিজ্ঞানী, ইউরোপে তার বিকৃত নামকরণ করা হয়েছে মার জাকেল। আল খাওয়ারিজমীর গবেষণার ফসল অনুসরণ করেই বর্তমান বিশ্বে নিউটন খ্যাতি অর্জন করেছে। এখনও আল ফারাবীকে দার্শনিকদের জনক বলা হয়। পদার্থ বিজ্ঞানী ইউসুফ আল ঘুরীর নাম বিকৃত করে অমুসলিমরা তার নাম দিয়েছে জোসেফ টি প্রিজড। এই পৃথিবীতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুই সর্বপ্রথম আদম শুমারী, ভূমি জরীপ ব্যবস্থা, ইসলামী মুদ্রা ও রেশন কার্ডের প্রচলন করেন। এভাবে মুসলিম বিজ্ঞানী, গবেষক, দার্শনিক, পরিব্রাজক, ঐতিহাসিক, চিন্তাবিদদের নাম উল্লেখ করতে গেলে বিশাল আকৃতির গ্রন্থ রচিত হবে। 'বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান' নামক গ্রন্থসমূহ তুমি পড়লে মুসলিম চিন্তাবিদদের নাম ও তাদের আবিষ্কার সম্পর্কে জানতে পারবে।

## মোনাজাতে কি কাঁদতেই হবে

**প্রশ্ন ঃ** *সাঈদী দাদা, আপনি মোনাজাতে কাঁদেন। আমার বয়স দশ বছর। আমি যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাই তখন আমার কেনো কান্না আসেনা? মোনাজাতে কি চোখে পানি আনতেই হবে?*

**উত্তর ঃ** বান্দা যখন কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে কিছু চায়, তখন চোখের পানি নাকের অগ্রভাগ পার হবার পূর্বেই আল্লাহ তা'য়ালা দোয়া কবুল করে থাকেন। কাঁদার চেষ্টা করো, আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার কান্না পছন্দ করেন।

## ছেলে মেয়েদের কি পৃথক স্কুল করা যায় না

**প্রশ্ন ঃ** *মাসুদ আল মাখদুম শিহাব– দশম শ্রেণী। আমাদের স্কুলে ছেলে আর মেয়ে এক সাথে পড়ানো হয়। এতে করে অনেক ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে। ছেলে আর মেয়েদের পৃথক স্কুল করা যায় না?*

**উত্তর ঃ** অবশ্যই করা যায় এবং এদেশ যখন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হবে, তখন ছেলে আর মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ। এই দেশকে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যাপারে তোমাদের মতো কিশোর-তরুণদেরকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে এবং এ জন্য ইসলামী আন্দোলন করতে হবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি তোমরা কোরআন-হাদীস ও

www.pathagar.com

ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করো, নিজেদেরকে জ্ঞানের অলঙ্কারে সজ্জিত করো। ইসলামী ছাত্র শিবিরের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করো। ইন্‌শাআল্লাহ, এদেশে একদিন কোরআন-সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হবেই।

## কবর আযাব কিভাবে হয়

**প্রশ্ন ঃ** *সুলতান মাহমুদ জুয়েল, দশম শ্রেণী। শুনেছি কবরে আযাব হয়, কিন্তু কবর দেয়ার পরে কবরে লাশ পচে যায় এবং কবর ভেঙ্গে যায়। তাহলে আযাব কিভাবে হয়? আসলে কবর বলতে কি বুঝায়?*

**উত্তর ঃ** কবর সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে জানতে হবে, মৃত্যুর পর মানুষের রুহ বা আত্মা কোথায় যায় এবং কোথায় অবস্থান করে। কিয়ামত সংঘটিত হবার পরে বিচার শেষে মানুষ জান্নাত বা জাহান্নামে অবস্থান করবে। কিন্তু এর পূর্বে সুদীর্ঘকাল মানুষের আত্মা কোথায় অবস্থান করবে? কোরআন-হাদীসে এর স্পষ্ট জবাব রয়েছে। মৃত্যুর পরের সময়টিকে যদিও পরকালের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, তবুও কোরআন-হাদীস মৃত্যু ও বিচার দিনের মধ্যবর্তী সময়কে আলমে বরযখ নামে অভিহিত করেছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ–

এবং তাদের পেছনে রয়েছে বরযখ- যার সময়কাল হচ্ছে সেদিন পর্যন্ত যেদিন তাদেরকে পুনর্জীবিত ও পুনরুত্থিত করা হবে। (সূরা মুমিনুন-১০০)

এই আয়াতে যে বরযখ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ হলো যবনিকা পর্দা। অর্থাৎ পর্দায় আবৃত একটি জগৎ– যেখানে মৃত্যুর পর থেকে আখিরাতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের রুহ অবস্থান করবে। কোরআন-হাদীস পাঁচ ধরনের জগতের ধারণা মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে। প্রথম জগৎ হলো, রুহ বা আত্মার জগৎ– যাকে আলমে আরওয়াহ্ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় জগৎ হলো মাতৃগর্ভ বা আলমে রেহেম। তৃতীয় জগৎ হলো আলমে আজসাম বা বস্তুজগৎ– অর্থাৎ এই পৃথিবী। চতুর্থ জগৎ হলো আলমে বরযাখ বা মৃত্যুর পর থেকে আখিরাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে সুক্ষ্ম জগৎ রয়েছে, যেখানে মানুষের আত্মা অবস্থান করছে। পঞ্চম জগৎ হলো আলমে আখিরাত বা পুনরুত্থানের পরে অনন্তকালের জগৎ। এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, রুহ বা আত্মার কখনো মৃত্যু হয় না। মৃত্যুর পর এই পৃথিবী থেকে আত্মা আলমে বরযখে স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ আত্মা দেহ ত্যাগ করে মাত্র, তার মৃত্যু হয়

www.pathagar.com

না। আলমে বরযখের বিশেষভাবে নির্দিষ্ট যে অংশে আত্মা অবস্থান করে সে বিশেষ অংশের নামই হলো কবর। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কবর একটি মাটির গর্ত মাত্র যার মধ্যে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই দেহ পচে গলে যায়। মাটি এই দেহ খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়। কিন্তু প্রকৃত কবর এক অদৃশ্য সুক্ষ্ম জগৎ। যা মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কল্পনারও অতীত।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, মৃত্যুর পর মানুষ কবরস্থ হোক, চিতায় জ্বালিয়ে দেয়া হোক, বন্য জন্তুর পেটে যাক অথবা পানিতে ডুবে মাছ বা পানির অন্য কোনো প্রাণীর পেটে যাক, সেটা ধর্তব্য বিষয় নয়। মানুষের দেহচ্যুত আত্মাকে যে স্থানে রাখা হবে সেটাই তার কবর। অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে আখিরাতের পূর্ব পর্যন্ত যে অদৃশ্য জগৎ রয়েছে, সেই জগতকেই আলমে বরযখ বলা হয় এবং আলমে বরযখের নির্দিষ্ট অংশ, যেখানে মানুষের আত্মাকে রাখা হয়- সেটাকেই কবর বলা হয়। মাটির গর্ত কবর নয়– আলমে বরযখে দুটো স্থানে মানুষের আত্মাকে রাখা হবে। একটি স্থানের নাম হলো ইল্লিউন আর আরেকটি স্থানের নাম হলো সিজ্জীন। ইল্লিউন হলো মেহমানখানা, অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালিত করেছে, তারাই কেবল ঐ মেহমানখানায় স্থান পাবে। আর যারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান অমান্য করেছে, নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে চলেছে, মানুষের বানানো আইন-কানুন অনুসারে জীবন চালিয়েছে, তারা স্থান পাবে সিজ্জীনে। সিজ্জীন হলো কারাগার। আল্লাহর কাছে যারা আসামী হিসেবে পরিগণিত হবে, তারা কারাগারে অবস্থান করবে।

কোরআন-হাদীস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কবরে ভোগ-বিলাস বা ভয়ঙ্কর আযাবের ব্যবস্থা থাকবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের যে কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাকে তার অন্তিম বাসস্থান সকাল-সন্ধ্যায় দেখানো হয়। সে জান্নাতী হোক বা জাহান্নামী হোক। তাকে বলা হয়, এটাই সেই বাসস্থান যেখানে তুমি তখন প্রবেশ করবে যখন আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিনে দ্বিতীয়বার জীবনদান করে তাঁর কাছে তোমাকে উপস্থিত করবেন। (বোখারী, মুসলিম)

ইন্তেকালের পরপরই কবরে বা আলযে বরযখে গোনাহ্গাদের শাস্তি ও আল্লাহর বিধান অনুসরণকারী বান্দাদের সুখ-শান্তির বিষয়টি মহাগ্রন্থ আল কোরআন এভাবে ঘোষণা করেছে–

www.pathagar.com

وَلَوْتَرٰى اِذْيَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ-وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ-

যদি তোমরা সে অবস্থা দেখতে যখন ফেরেশ্‌তাগণ কাফিরদের আত্মাহরণ করছিলো এবং তাদের মুখমন্ডলে ও পার্শ্বদেশে আঘাত করছিলো এবং বলছিলো, নাও, এখন আগুনে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার স্বাদ গ্রহণ করো। (সূরা আনফাল-৫০)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের আরেক আয়াতে বলেন–

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ طَيِّبِيْنَ-يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

ঐসব আল্লাহভীরু লোকদের রুহ পবিত্র অবস্থায় যখন ফেরেশ্‌তাগণ বের করেন তখন তাদেরকে বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনারা যে সৎ কাজ করেছেন এর বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করুন। (সূরা নহল-৩২)

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আলমে বরযখে বা কবরে মানুষকে শ্রেণী অনুসারে জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশের কথা শুনানো হয়। আখিরাতে বিচার শেষে জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে আলমে বরযখে বা কবরে আযাবের মধ্যে সময় অতিবাহিত করবে আল্লাহর বিধান অমান্যকারী লোকজন এবং যারা কোরআনের বিধান অনুসারে চলেছে তারা পরম শান্তির পরিবেশে সময় অতিবাহিত করবে। সুতরাং মৃত্যুর পরে মানুষের দেহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, এটা কোনো বিষয় নয়, যা কিছু ঘটবে তা আত্মার ওপর ঘটবে অথবা আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছে করলে ঐ দেহ তৎক্ষণাত প্রস্তুত করতেও সক্ষম। কবর ভেঙ্গে যাক বা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যাক এটা ধর্তব্য বিষয় নয়। কবরে শাস্তি বা আযাবের বিষয়টি অবধারিত সত্য, কোরআন হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে তাঁর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করার তওফিক দান করুন, যেন আমরা কবরের আযাব থেকে মুক্ত থাকতে পারি।

## আল্লাহ নিজেই জবাব দিয়েছেন, সে আয়াত কোন্‌টি

**প্রশ্ন ঃ** *আমি তাওহীদুর রহমান, মাদ্‌রাসা ছাত্র। কোরআনে এমন আয়াত অনেক আছে যে, 'হে রাসূল! আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে অমুক বিষয়ে, আপনি বলে দিন।' কিন্তু এমন একটি আয়াত নাকি আছে, যেখানে প্রশ্নের জবাব আল্লাহ*



www.pathagar.com

*তা'য়ালা রাসূলের মাধ্যমে না দিয়ে তিনি স্বয়ং দিয়েছেন, সে আয়াতটি কি এবং কোন্ সূরায়?*

**উত্তর ঃ** সাধারণ মানুষ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো প্রশ্ন করতো বা কোনো বিষয় জানতে চাইতো, বিষয়টি যদি মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হতো, তখন তিনি নীরব থাকতেন। আল্লাহ তা'য়ালা ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবীকে জানিয়ে দিতেন, 'আপনাকে অমুক বিষয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে, আপনি জানিয়ে দিন' অর্থাৎ জবাবের শুরুটা এভাবে হয়েছে। যেমন মদ-জুয়া সম্পর্কে রাসূলের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, আপনি বলে দিন, এর মধ্যে কল্যাণের তুলনায় অকল্যাণ বেশী রয়েছে।' আবার স্বয়ং আল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ইখলাসের মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে বলতে বলেছেন, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তা'য়ালা এক ও অদ্বিতীয়, তিনি অভাব শূন্য, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি।' আবার আল্লাহর পথে কি ব্যয় করা হবে, এ সম্পর্কিত বিষয়টি কোরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ–

আপনাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, আমরা আল্লাহর পথে কি খরচ করবো? আপনি বলে দিন, যা কিছু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। (সূরা বাকারা-২১৯)

আয়াতে ক্বুল অর্থাৎ বলে দিন– এভাবে আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গী এসেছে। এ ধরনের অনেক বিষয় পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, যার জবাব আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলের মাধ্যমে দিয়েছেন। কিন্তু একটি মাত্র বিষয় রয়েছে, যে বিষয়টির জবাব আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীর মাধ্যমে না দিয়ে তিনি স্বয়ং দিয়েছেন। কারণ এই বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর বান্দার সাথে সম্পর্কিত। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে সেই বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ–

এবং আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে জানতে চায়, (আপনি জানিয়ে দিন) আমি তাদের অত্যন্ত কাছে। যে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি এবং তার জবাবও দিয়ে থাকি। (সূরা বাকারা-১৮৬)

www.pathagar.com

এই আয়াতে লক্ষ্য করে দেখুন, কোথাও ক্বুল শব্দ অর্থাৎ বলে দিন- এভাবে বর্ণনা করা হয়নি। এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দা যখন তাঁকে ডাকবে, সেই ডাকের সাড়া কিভাবে কখন দেবেন, সে বিষয়টি বলার দায়িত্ব তিনি তাঁর রাসূলকে পালন করতে বলেননি। তিনি স্বয়ং এই দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার এই বর্ণনা ভঙ্গী থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসা কত অসীম। এই অসীম ভালোবাসার কারণেই বান্দা গোনাহ্ করার সাথে সাথে তিনি গ্রেফতার করেন না। বান্দাকে দীর্ঘ জীবন দান করে ক্ষমা লাভের সুযোগ দিয়েছেন।

এই আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে, তোমরা যদিও আমাকে দেখতে পাও না, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেও আমাকে অনুভব করতে পারো না, কিন্তু এরপরও আমি তোমাদের কাছ থেকে দূরে– এ কথা মনে করো না। আমি প্রত্যেক মানুষের এত কাছে যে, সে ইচ্ছে করলে যে কোনো সময় আমার কাছে তার আবেদন-নিবেদন পেশ করতে পারে। এমনকি মনে মনেও সে আমার কাছে যে আবেদন-নিবেদন জানায় আমি তা-ও শুনি এবং সে অনুসারে ফয়সালা গ্রহণ করি। তোমরা নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে যেসব অক্ষম জিনিসকে নিজেদের ইলাহ ও রব বানিয়ে নিয়েছো এবং সাহায্যের আশায় তাদের কাছে বার বার ছুটে যাচ্ছো, তারা তোমাদের আবেদন-নিবেদন শোনার মতো ক্ষমতা রাখে না, এমনকি তারা নিজেদের কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে আমি অসীম বিশ্বের নিরঙ্কুশ শাসনকর্তা ও সমগ্র ক্ষমতা-ইখতিয়ারের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তোমাদের এত কাছে অবস্থান করি যে, তোমরা কোনো মাধ্যম, উসিলা ও সুপারিশ ব্যতীতই একেবারে সরাসরি যে কোনো সময় যে কোনো স্থানেই আমার কাছে আবেদন-নিবেদন পেশ করতে পারো।

## শরীর বন্ধ করার দোয়া

**প্রশ্ন ঃ** *একটি বইতে পড়েছি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর ও মাগরিব নামায শেষে কোরআনের কয়েকটি আয়াত বা সূরা তিলাওয়াত করে দুই হাতের তালু এক জায়গায় করে ফুঁ দিয়ে তা শরীরে মাসেহ্ করতেন। সে আয়াত বা সূরা গুলো কি– তা জানালে খুশী হবো।*

**উত্তর ঃ** সে আয়াতগুলো হলো, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, ফজরের নামাযের পরে ও মাগরিবের নামাযের

www.pathagar.com

পরে যে ব্যক্তি এই সূরাগুলো পড়ে দুই হাতের তালু একত্রিত করে ফুঁ দিয়ে শরীরে মাসেহ্ করবে, যে কোনো ধরনের যাদু-টোনা ও দুষ্ট জীনের প্রভাব থেকে সে মুক্ত থাকবে।

## রাসূল প্রচলিত তাস্‌বীহ পড়েননি

**প্রশ্ন ঃ** *জহির রায়হান, সপ্তম শ্রেণী। আমার আব্বা বলেছেন, আল্লাহর রাসূল কোনো দিন বর্তমানে প্রচলিত তসবীহ এভাবে পড়েননি। তিনি হাতের কর গণনা করেছেন। আমি জানতে চাই, বহু মুসলমানকে মালার মতো তসবীহ গুণে গুণে পড়তে দেখি। তারা এভাবে মালার মতো তসবীহ গুণে পড়া কোত্থেকে শিখলো?*

**উত্তর ঃ** তোমার আব্বা সঠিক কথাই বলেছেন। আবু দাউদ ও তিরমিযী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডান হাত দিয়ে তসবীহ্ গণনা করতে দেখেছি। মালার মতো তসবীহ্ গুণে গুণে পড়ার রীতি অনেক পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরাম ও তার পরবর্তী যুগের সুলমানগণ অনুসরণ করেননি।

## জান্নাতে যাবার সহজ পথ কোন্‌টি

**প্রশ্ন ঃ** *যুবায়ের আল আনসারী রুবেল, নবম শ্রেণী-কুমিল্লা। গত বছরেও অষ্টম শ্রেণীতে থাকতে আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু উত্তর পাইনি। এবারও পাবো কিনা জানিনা। আমার প্রশ্ন, জান্নাতে যাবার সবথেকে সহজ পথ কোন্‌টি, কোরআন-হাদীসের মাধ্যমে জানতে চাই।*

**উত্তর ঃ** জান্নাতে যাবার সবথেকে সহজ পথের সন্ধান তিনিই দিয়েছেন, যিনি তাঁর বান্দাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। সূরা আল ফজর-এর ৩০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে বলেছেন–

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ–

আমার (নেক) বান্দাদের মধ্যে শামিল হও এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।

দুনিয়ার জীবনে মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজের জীবন পরিচালনা করলে এবং সেই বিধান সমাজ ও দেশে বাস্তবায়ন করার আন্দোলন করলে আল্লাহর বান্দা হওয়া যাবে এবং মৃত্যুর পরে সহজে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। মহান আল্লাহ সূরা কাহ্‌ফ-এর ১১০ নং আয়াতে বলেন–

www.pathagar.com

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّ لاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا-

যে ব্যক্তি তার রব-এর সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশী তার সৎকাজ করা উচিত এবং দাসত্বের ক্ষেত্রে নিজের রব-এর সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করতে চায়, সে যেন একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করে। দিন রাত চব্বিশ ঘন্টার জীবন যেন মহান আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতেই পরিচালিত করে। একদিকে নামায-রোযা আদায় করা হলো, অন্য দিকে আইন-কানুন, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি অনুসরণ করা হলো মানুষের বানানো আদর্শ অনুসারে। অর্থাৎ আল্লাহরও দাসত্ব করা হলো, সেই সাথে অন্য মানুষেরও দাসত্ব করা হলো। এভাবে আল্লাহর সাথে শির্ক করলে জান্নাতে যাওয়া দূরে থাক, আখিরাতের ময়দানে যার আমলনামায় শির্কের গন্ধ পাওয়া যাবে, সেই আমলনামা আল্লাহ তা'য়ালা ধূলার মতো উড়িয়ে দেবেন। প্রচন্ড ক্রোধে তিনি তার দিকে দৃষ্টিও দিবেন না। সুতরাং সহজে জান্নাতে যেতে হলে একমাত্র মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে হবে।

## ফেরেশ্‌তাদের কাজ কি

**প্রশ্ন ঃ** *তওফীক রেজা নয়ন, অষ্টম শ্রেণী। ফেরেশ্‌তা কিসের তৈরী, তারা কি কাজ করে এবং কত কোটি ফেরেশ্‌তা আল্লাহ তা'য়ালা তৈরী করেছেন?*

**উত্তর ঃ** মহান আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশ্‌তাগণকে নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা সবসময় আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ অনুসরণ করছেন। ঠিক কত সংখ্যক ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করা হয়েছে, তা কোরআন-হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। আর ফেরেশ্‌তাদের সংখ্যা জানা না জানার বিষয়টি মানুষের কল্যাণের সাথে জড়িত নয় বিধায় তা মানুষকে জানানো হয়নি।

## ইলহাম বলতে কি বুঝায়

**প্রশ্ন ঃ** *গোলাম মাওলা নাফিস, মাদ্‌রাসার আলিম শ্রেণীর ছাত্র-খুলনা। আমি আপনার কাছে সূরা আশ্ শাম্‌সের ৭ ও ৮ নং আয়াতের তাফসীর ও ইলহাম বলতে পবিত্র কোরআন কি বুঝিয়েছে, তার অর্থ জানতে চাই।*

**উত্তর ঃ** সূরা আশ্ শাম্‌স পবিত্র কোরআনে ত্রিশ পারায় রয়েছে এবং ক্রমিক অনুসারে এই সূরা ৯১ নম্বর সূরা। এ সূরার ৭ নম্বর আয়াতে মানুষের প্রকৃতি ও

www.pathagar.com

তার যথাযথ বিন্যাস স্থাপন এবং সেই সত্তার শপথ করা হয়েছে, যিনি এই মানুষকে সুবিন্যস্তভাবে সৃষ্টি করেছেন। আমি সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'সমস্ত প্রশংসা ঐ রব-এর' শিরোণামে ও আ'মপারার কয়েকটি সূরার যেসব আয়াতে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব আয়াতের ব্যাখ্যায় কিভাবে মানুষকে সুবিন্যস্তভাবে অপূর্ব নৈপূণ্যতার সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আলোচনা করেছি। আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতির কথা বলেছেন। সূরা রূমের ৩০ নম্বর আয়াতেও মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হও সেই প্রকৃতির ওপর, যার ওপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আপন স্রষ্টার প্রতি অবনত ও তাঁর মুখাপেক্ষী হওয়া–এই প্রবণতা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যে কোনো প্রয়োজনে সে একজন মহাশক্তিধর স্রষ্টার সামনে নিজের সমগ্র সত্তাকে সমর্পণ করবে এবং তাঁর কাছেই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে সাহায্য কামনা করবে, এই প্রবণতা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর ভেতরেও এই প্রবণতা দেখা যায় যে, তারা কোনো না কোনো কিছুকে অসীম শক্তিধর মনে করে তার পূজা-অর্চনা করছে। প্রকৃত স্রষ্টাকে তারা যদি চিনতে সক্ষম হতো, তাহলে তারা অবশ্যই কাল্পনিক দেব-দেবীকে ত্যাগ করে প্রকৃত স্রষ্টারই গোলামী করতো। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ এবং মানুষ সেই আল্লাহরই গোলামী করবে, এই সত্য প্রকৃতি তার মধ্যে নিহিত রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিটি মানব শিশুই তার প্রকৃতির ওপরে জন্মগ্রহণ করে থাকে। পরবর্তীতে তার মাতা-পিতা বা অন্য অভিভাবক তাকে সত্য প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। কাউকে ইয়াহূদী বা খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানানো হয় আবার কাউকে মুশরিক বানানো হয়। বিষয়টি এমন যে, পশুর গর্ভ থেকে নিখুঁত শাবক জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু মুশরিকরা কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে এসব শাবকের কান কেটে দেয়। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কান কাটা অবস্থায় মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে পাঠাননি। গরু, ছাগল, মোষ ইত্যাদির বাচ্চা নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে পৃথিবীতে আসার পরে মানুষ ভ্রান্ত আদর্শ অনুসরণ করার কারণে এসব বাচ্চার অঙ্গহানী করে দেয়, তেমনি প্রতিটি মানব শিশু সত্য প্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে। পরবর্তীতে তার ভেতরে ভ্রান্ত প্রকৃতি প্রবিষ্ট করানো হয়।'

www.pathagar.com

মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার রব বলেছেন–আমি আমার সব বান্দাহ্‌কে নির্দোষ-সুস্থ আল্লাহমুখী প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলাম। পরবর্তীতে শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন–তাদের স্বভাবধর্ম থেকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। তাদের জন্য আমার হালাল করা বস্তুসমূহ হারাম করে দিয়েছে। আর সেসব জিনিসকে আমার সাথে শরীক বানানোর আদেশ দিয়েছে, যাদের শরীক হওয়ার কোনো প্রমাণ আমি অবতীর্ণ করিনি।' মানুষের দেহগত কাঠামো এবং প্রকৃতিতে অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। সুন্দর একটি দেহ কাঠামো দেয়া হয়েছে। মানব দেহের অভ্যন্তরে ও বাইরের দিকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা একান্তভাবেই মানুষের মতোই জীবন পরিচালনার উপযোগী। এই মানুষকে দেখার, শোনার, যাবতীয় বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করার, বস্তুর স্বাদ অনুভব করার, স্পর্শানুভূতি অনুধাবনের এবং অন্যান্য বিষয়ের যে ইন্দ্রিয়নিচয় দেয়া হয়েছে, তা তার আনুপাতিকতা ও নিজস্ব বিশেষত্বের প্রেক্ষিতে মানুষের জন্য জ্ঞানার্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম বানানো হয়েছে।

মানুষকে জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা শক্তি, যুক্তি দেয়ার শক্তি, কোনো কিছুর মর্ম অনুধাবনের শক্তি, কল্পনা শক্তি, চিন্তা শক্তি, স্মরণ শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, দৈহিক শক্তিসহ নানা ধরনের শক্তি তার ভেতরে স্বাভাবিকভাবেই দেয়া হয়েছে। এসব শক্তির সাহায্যে মানুষ এই পৃথিবীতে তার জন্য নির্দিষ্ট কাজসমূহ সম্পন্ন করে। মানুষকে জন্মগতভাবে, সৃষ্টিগতভাবে অপরাধপ্রবণ, পাপী, দুষ্কৃতিকারী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়নি। সুস্থ সোজা, সরল প্রকৃতির ওপরে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে এমন বিবেক দেয়া হয়েছে, যে বিবেক সবসময় সত্যের দিকেই রায় দিয়ে থাকে। প্রকাশ্যে সে মিথ্যের প্রতি রায় দিলেও তার ভেতরের বিবেক সত্য কথাই বলতে থাকে। তার দৈহিক কাঠামোও সহজ-সরল সত্য পথে চলার অনুকূলে, তার দেহের কাঠামো এমনভাবে গঠন করা হয়নি যে, সে ইচ্ছে করলেও সত্য পথে চলতে পারবে না। এভাবেই মানুষকে কল্যাণ ও সফলতার পথে অগ্রসর হওয়ার উপযোগী দৈহিক কাঠামো ও স্বভাব-প্রকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এভাবে মানুষের সফলতা ও কল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সাতটি বিষয়ের শপথ এই সূরার সূচনাতে করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলোচ্য সূরার ৮ নম্বর আয়াতে বলেছেন, পাপ ও পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার মতো জ্ঞান প্রদান করেছেন। পাপকে চেনার ও তা থেকে বিরত থাকার জ্ঞানকেই আল্লাহ তা'য়ালা

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনে 'ইলহাম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আলোচ্য সূরার ৮ নম্বর আয়াতের প্রথম শব্দটি 'আলহামাহা'। এর অর্থ হলো 'তাকে গোপন প্রত্যাদেশ করা হলো বা অন্তরের মধ্যে বিশেষ ভাব জাগিয়ে দেয়া হলো। এই শব্দটির মূল হলো 'ইলহাম'। এই শব্দটির আরেকটি অর্থ হলো, কণ্ঠনালীর নিচে নামিয়ে দেয়া বা গলধঃকরণ করানো। এই মৌল শাব্দিক অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো চিন্তা, চেতনা, ধারণা-কল্পনাকে অবচেতনভাবে মানুষের চিন্তার জগতে, জ্ঞানের জগতে বা মন-মানসিকতায় বদ্ধমূল করে দেয়াকে বুঝানোর জন্য একটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতেও সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

মূল আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে তার পাপের পথে ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার জ্ঞান প্রদান করেছেন।' এই আয়াতে 'ফুজুর' ও 'তাকওয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পাপ, অন্যায়, চরিত্রহীনতা তথা কুপ্রবৃত্তিকে 'ফুজুর' বলা হয়েছে এবং পুণ্য-সুপ্রবৃত্তি বা পাপের পথ থেকে নিজেকে বিরত রাখার প্রবণতাকে 'তাকওয়া' বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানব সৃষ্টির সূচনায় মানুষের প্রকৃতিতে পাপ ও পূণ্য উভয়ের প্রবণতা ও আকর্ষণ বা ঝোঁক রেখে দিয়েছেন। এই বিষয়টি প্রতিটি মানুষই নিজের ভেতরে স্পষ্ট অনুভব করতে সক্ষম এবং প্রতি মুহূর্তে তা অনুভব করেও থাকে। প্রতিটি মানুষের চেতনায় মহান আল্লাহ এই ধারণা ও বিশ্বাস প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন যে, নৈতিক চরিত্রে ভালো ও মন্দ এবং ন্যায় ও অন্যায় বলে একটি কথা রয়েছে। এটা সে বুঝতে পারে, কোন্‌টি মন্দ ও অন্যায় আর কোন্‌টি ভালো ও ন্যায়। মানুষ এটাও অনুভব করতে পারে, উত্তম চরিত্র ও ন্যায় কাজ এবং খারাপ চরিত্র ও অন্যায় কাজ কখনো এক ও অভিন্ন হতে পারে না। পাপ, অন্যায় ও চরিত্রহীনতা তথা ফুজুর একটা অত্যন্ত গর্হিত, খারাপ ও বীভৎস ব্যাপার। অপরদিকে পূণ্য, ভালো কাজ, ন্যায়-নীতি অবলম্বন খুবই উচ্চমানের জিনিস, অন্যায় বা পাপ থেকে বিরত থাকা বা তাকওয়া অবলম্বন করা খুবই ভালো জিনিস।

প্রকৃতপক্ষে পাপ-পূণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ ইত্যাদির ধারণা মানুষের কাছে কোনো অপরিচিত বিষয় নয়। মানুষের প্রকৃতি এসব জিনিসের সাথে সুপরিচিত। একজন ব্যক্তি অন্যায় কাজ করে বা অন্যায়ের প্রতি সমর্থন দেয়, কিন্তু তার ভেতর থেকে কেউ একজন বলে ওঠে এটা অন্যায়। অন্যায়কে অন্যায় জেনেও সে অন্যায় কাজ করে বা তার প্রতি সমর্থন দেয়। নিজ স্বার্থের কারণে অন্যায়কে মৌখিকভাবে

www.pathagar.com

শতবার ন্যায় বললেও তার ভেতরে অবস্থিত সুপ্রবৃত্তি হাজার বার বলে এটা অন্যায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাপ-পূণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উত্তম-অধম ইত্যাদির পার্থক্যবোধ সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের ভেতরে দান করেছেন। মানুষের ভেতরে যে নফস রয়েছে, সেই নফস-ই মানুষকে উল্লেখিত বিষয়সমূহের সাথে পরিচিত করে দেয়। আল্লাহর কোরআনে মানুষের নফস সম্পর্কিত তিনটি রূপের কথা বলা হয়েছে।

প্রতিটি মানুষের ভেতরে এমন একটি নফস রয়েছে বা এমন একটি শক্তি রয়েছে, যা প্রতি মুহূর্তে মানুষকে অন্যায়ের পথে, খারাপ পথে তথা পাপ ও দুষ্কৃতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে থাকে। এই শক্তিকে বা নফসকে 'নফসে আম্মারা' বলা হয়। নফসে আম্মারাই মানুষকে অপরাধ জগতের দিকে অগ্রসর করিয়ে থাকে। মানব প্রকৃতিতে আরেকটি শক্তি বা নফস রয়েছে, যা মানুষের ভেতরে অনুশোচনা বা অনুতাপ সৃষ্টি করে। মানুষ যদি খারাপ চিন্তা করে, অপরাধ করে, কোনো পাপ করে, কোনো অন্যায় কাজ করে, গর্হিত কাজ মানুষের দ্বারায় সংঘটিত হয়, তখন তার ভেতরে যে লজ্জা, অনুতাপ, অনুশোচনা সৃষ্টি হয়, বিবেকের দংশনে দংশিত হতে থাকে, ভেতর থেকে তাকে তিরস্কার করতে থাকে, দৃষ্টি দিয়ে অনুশোচনার অশ্রু ঝরায় এই শক্তিকে বা নফসকে সূরা আল কিয়ামাহ্-এর দ্বিতীয় আয়াতে 'নফসে লাউয়ামাহ্' বলা হয়েছে। এই নফসে লাউয়ামাহ্ যার ভেতরে প্রবল শক্তিশালী, তার দ্বারায় কোনো অসতর্ক মুহূর্তে অপরাধ সংঘটিত হলেই সে ব্যক্তি সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে চোখের পানিতে জায়নামাজ ভিজিয়ে দেয় আর বার বার তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকে।

প্রতিটি মানুষের ভেতরেই এই 'নফসে লাউয়ামাহ্' রয়েছে। আপাদ-মস্তক নোংরামীতে লিপ্ত থাকার কারণে এই 'নফসে লাউয়ামাহ্' দুর্বল হয়ে পড়ে। তবুও সে সত্যকে কখনো মিথ্যা এবং মিথ্যাকে কখনো সত্য বলে স্বীকৃতি দেয় না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজেকে নিজেই খুব ভালোভাবে জানে, সে কে কি ও কেমন। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা কিয়ামাহ্-এর ১৪ ও ১৫ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'বরং মানুষ নিজেকে খুব ভালোভাবে জানে, সে যতই অক্ষমতা পেশ করুক না কেনো।' প্রতিটি ব্যক্তি স্বয়ং জানে সে নিজে কি। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে গোটা পৃথিবীর মানুষকে প্রতারিত করতে পারে, ধোঁকা দিতে পারে, কিন্তু সে যে মিথ্যা তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করছে, এ কথা সে খুব ভালো করেই জানে। খুনী যতই অস্বীকার

www.pathagar.com

করুক যে, সে খুন করেনি এবং তার উকিল তাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য যতই সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তি আদালতে পেশ করুক না কেনো, কিন্তু খুনী ঠিকই জানে যে সে খুন করেছে। চোর নিজের ঘৃণ্য কর্ম গোপন করা ও নিজেকে ধর্মভীরু প্রমাণ করার জন্য যত কলা-কৌশলেরই আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেনো, সে যে স্বয়ং চোর–এ কথা অন্যদের অজানা থাকলেও তার কাছে তো অজানা থাকে না।

আল্লাহর বিধান ইসলামকে মৌলবাদ, সেকেলে, সাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বিশেষণে যতই বিশেষিত করা হোক না কেনো, যে বা যারা এসব করছে–তারা ভালো করেই জানে যে, কোন্ ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এসব তারা করছে। স্বৈরাচার, জালিম বিশ্বাসঘাতক চরিত্রহীন ও অন্যায় পথ অবলম্বনকারী ব্যক্তি নিজের স্বৈরাচারী-জুলুমমূলক কর্মকান্ড, অনাচার-অত্যাচার ও কদাচারকে যথার্থ বলে প্রমাণ করার জন্য অসংখ্য দলিল-প্রমাণ ও ওযর-আপত্তি পেশ করে নিজের বিবেকের দংশনকে ভুলে থাকার জন্য এবং নিজের প্রতিবাদী মনকে থামিয়ে দেয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। যেন তার বিবেক ও মন তাকে তিরস্কার না করে। শেষ পর্যন্ত অপরাধী ব্যক্তির বিবেক ও মন এ কথা মেনে নেয় যে, সে যে কাজ করেছে-তা না করে কোনো উপায় তার ছিল না। বাধ্য হয়েই সে ঐ কাজ করেছে, যা করা উচিত নয়। এভাবে সে মনকে সান্ত্বনা দেয় এবং বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত থাকতে চায়।

এত কিছুর পরেও সে এ কথা ভালো করেই জানে যে, ক্ষমতার মসনদে বসে সে জনগণের সাথে কি ধরনের আচরণ করেছে। জনগণের অর্থ-সম্পদ সে কিভাবে কোন্ পথে লুটপাট করেছে। নিজের কোন্ কোন্ আত্মীয়কে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, সে কার অধিকার ক্ষুন্ন করেছে, তার প্ররোচনায় এবং মদদে কোন্ কোন্ ব্যক্তি কাকে হত্যা করেছে, তার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে দলের লোকগুলো কিভাবে নারীর ইজ্জত লুটেছে, প্রতিপক্ষের ওপর কিভাবে জুলুম করেছে, নিজেরা খুন করে কোন্ কৌশলে নির্দোষ লোকদেরকে হত্যাকারী সাজিয়েছে এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কিভাবে জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে এ কথা তার ভালো করেই জানা থাকে। সুতরাং প্রতিটি মানুষেরই এ কথা খুব ভালোভাবে জানা থাকে যে, তার স্বভাব-চরিত্র কেমন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকেই তার অবস্থান, মর্যাদা ও স্বরূপ অনুসারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও চেতনা দান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র

www.pathagar.com

কোরআনের বেশ কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন, প্রয়োজনীয় জ্ঞান, চেতনা ও দেহ কাঠামো দিয়েই সমস্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রতিটি সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শন করা একমাত্র তাঁরই দায়িত্ব। সূরা ত্বা-হা'র ৫০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি প্রতিটি জিনিসকে তার সৃষ্টিগত দেহ সংগঠন দান করেছেন এবং পরে পথপ্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ প্রতিটি প্রাণীকেই 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা চেতনা দান করা হয়েছে। গরু, ছাগল, মোষ, ভেড়া, জিরাফ, জেব্রা, ঘোড়া, কুকুর, শিয়াল ইত্যাদী ধরনের জন্তুর শাবক বেশ কয়েকিট পর্দায় আবৃতাবস্থায় মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আগমন করে। এই পর্দাগুলো পাতলা ঝিল্লির অনুরূপ। সদ্য ভূমিষ্ঠ শাবক স্বয়ং এই পর্দার আবরণ ছিন্ন করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারে না। তার মা'কে এই চেতনা দেয়া হয়েছে যে, বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সে তার জিহ্বা দিয়ে শাবকের চেহরা থেকে ঐ পর্দা সরিয়ে দেবে। এরা করেও তাই, বাচ্চা পৃথিবীর আলো-বাতাসে আসার সাথে সাথে তারা জিহ্বা দিয়ে চেটে প্রথমে বাচ্চার মুখমন্ডল পরিষ্কার করে দেয়।

এরপর ঐ শাবককে মায়ের স্তন খুঁজে নেয়ার মতো জ্ঞান দেয়া হয়েছে। মাথা দিয়ে স্তনে চাপ দিলে বেশী বেশী দুধ আসবে এবং মায়ের স্তন মুখের ভেতর নিয়ে চুষতে হবে, এই চেতনা শাবকের ভেতরে দেয়া হয়েছে। তেলাপিয়া বা নাইলোটিকা মাছের ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার পরে মা তার বাচ্চার সাথে সাথে থাকে। বিপদ বুঝতে পারলেই সে মুখ হা করে আর বাচ্চাগুলো অমনি মায়ের মুখের ভেতরে প্রবেশ করে। মা মুখ বন্ধ করে বিপদ মুক্ত দূরত্বে গিয়ে বাচ্চাগুলোকে মুখ থেকে বের করে দেয়। একই প্রক্রিয়ায় কুমিরও তার বাচ্চাকে হেফাজত করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এভাবে ঐ মাছ ও কুমিরকে এবং তাদের বাচ্চাকে জ্ঞান দান করেছেন। বড় বড় ঝিল এবং হাওড় এলাকায় বকের আকৃতির এক ধরনের পাখি বাস করে। এরা বিপদের ইঙ্গিত পেলেই বাচ্চাগুলোকে নিজের দুই ডানার ভেতরে নিয়ে পানির নিচে ডুব দিয়ে বিপদ মুক্ত দূরত্বে গিয়ে ভেসে ওঠে। এই পাখিকে এই ধরনের জ্ঞান দান করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

বেজী মাটির গর্তে বাস করে। মাটির নিচে সে একটি গুহার মতো তৈরী করে। বেজী তার গুহা থেকে বের হওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি প্রবেশ পথ তৈরী করে। একদিকের পথ দিয়ে বিপদ আসতে থাকলে অন্য পথ দিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে, এই জ্ঞান তাকে দেয়া হয়েছে। বেজী তার ক্ষুদ্র আকৃতির মুখ দিয়ে কুমিরের বড় আকৃতির ডিম ভেঙ্গে খেতে পারে না। এ জন্য সে সামনের দু'পা

www.pathagar.com

দিয়ে কুমিরের ডিম আঁক্‌ড়ে ধরে পেছনের দু'পায়ের ওপর ভর করে দেহকে সোজা করে। তারপর কুমিরের ডিম শক্ত কোন কিছুর ওপরে আছ্‌ড়ে ফেলে ভেঙ্গে খায়। বড় ধরনের ডিম ভেঙ্গে খাওয়ার এই জ্ঞান বেজীকে দান করা হয়েছে। জন্মান্ধ ক্ষুদ্র উই পোকা থেকে শুরু করে বিশাল দেহের অধিকারী হাতী পর্যন্ত, প্রতিটি প্রাণীকেই 'ইলহামের' মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করা হয়েছে।

মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়–তার অবস্থান, যোগ্যতা, মর্যাদা ও দায়িত্ব অনুসারে 'ইলহামের' মাধ্যমে পৃথক পৃথক ধরনের জ্ঞান তাকেও দান করা হয়েছে। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো অসহায় অবস্থার মধ্যে পৃথিবীর অন্য কোনো জীবকে নিক্ষেপ করা হয়নি। ক্ষুধার যন্ত্রণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও তা প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। মল-মুত্র ত্যাগের প্রয়োজন হলে বলার মতো ভাষা তার নেই। প্রস্রাব-পায়খানায় গোটা দেহ লেপ্‌টে গেলেও বলতে পারে না। দেহের কোথাও আঘাত পেলে বা যন্ত্রণা হলেও দেখাতে বা বলতে পারে না। কান্না ব্যতীত মানব শিশুর আর কিছুই করার থাকে না। শিশুর বাকশক্তি নেই, এ জন্য কান্নার মাধ্যমে সে তার অসুবিধার কথা ব্যক্ত করে। কান্নার মাধ্যমে তার অসুবিধার কথা ব্যক্ত করতে হবে, এই 'ইলহাম' তাকে করা হয় তার স্রষ্টার পক্ষ থেকে–যাঁর নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

শিশুকে বেড়ে ওঠার জন্য এই প্রয়োজনীয় জ্ঞান যদি আল্লাহ তা'য়ালা না দিতেন, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী একত্রিত হয়েও শিশুর চেতনার জগতে এই জ্ঞান প্রবিষ্ট করাতে সক্ষম হতো না। মানুষ একটি বিবেক সম্পন্ন সত্তা এবং এই হিসেবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের সৃষ্টির সূচনা থেকেই ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে জ্ঞান দান করে যাচ্ছেন। 'ইলহাম' করা হচ্ছে বলেই মানুষ পরস্পর নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে সমাজ-সভ্যতার উন্নতি বিধান করে চলেছে। মানুষ তার সৃষ্টির শুরু থেকে নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করছে, মানুষের এই আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, এসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মধ্যে খুব অল্পই নিছক মানবীয় চিন্তা ও গবেষণার ফলশ্রুতি।

নতুবা প্রতিটি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সূচনা হয়েছে এইভাবে যে, একজন ব্যক্তির অনুভবের জগতে হঠাৎ করে কোনো বিষয় অনুভূত হলো আর অমনি সে তার সাহায্যে বিরাট একটা কিছু আবিষ্কার করে বসলো। প্রতি মুহূর্তে মানুষ দেখছে কোনো বস্তু ওপর থেকে নিচে পতিত হয়। গাছের নিচে বসে একজন মানুষ বসে

www.pathagar.com

দেখছে গাছের ফল বৃন্তচ্যুত হয়ে নিচে পড়ছে। সহসা তার চিন্তার জগতে সূত্র দেয়া হলো, বৃন্তচ্যুত ফল ওপরের দিকে কেনো না যেয়ে নিচের দিকে কেনো নেমে এলো। এই দৃশ্যই তাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের সূত্র দিয়ে গেল।

মানুষের আরেকটি দিকও রয়েছে, আর সেদিকটি হলো মানুষ একটি নৈতিক সত্তা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের ভেতরে উত্তম-অধমের এবং ভালো ও মন্দের পার্থক্যবোধ, ভালোর প্রতি ভালো মনোভাব ও মন্দের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করার অনুভূতি 'ইলহাম'-এর মাধ্যমেই দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ভেতরে এই পার্থক্যবোধ এবং অনুভূতি ও চেতনা এক চিরন্তন সত্য (Universal truth)। এই কারণেই পৃথিবীতে কখনো কোনো মানুষের সমাজ উত্তম–অধম, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা মুক্ত থাকেনি। এই বিষয়টি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এক মহাবিজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের প্রকৃতিতে এই জ্ঞান প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন।

মানুষের ভেতরে আরো একটি নফস রয়েছে, যাকে পবিত্র কোরআনে 'নফসে মুতমায়িন্নাহ্' বলা হয়েছে। আল্লাহকে সিজ্‌দা দিয়ে, আল্লাহর বিধান পালন করে, সৎ ও ন্যায় কাজ করে, আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথ ও মত থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পেরে মানসিক প্রশান্তি অনুভব করে, মনে ভাষায় ব্যক্ত করতে না পারা তৃপ্তি অনুভব করে এবং নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসেবে ভাবতে ভালো লাগে, দ্বীনি আন্দোলনের পথে ত্যাগ করে, কোরবানী দিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করে, এটার নামই হলো 'নফসে মুত্‌মায়িন্নাহ্'। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিবেদিত সকল স্তরের ব্যক্তিবর্গকে নিজের ভেতরের 'নফসে আম্মারা'–কে পরাজিত করতে হবে এবং 'নফসে লাউয়ামাহ্'-কে প্রবল শক্তিশালী করতে হবে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই 'নফসে মুতমায়িন্নাহ্'-অর্জন করা যাবে। নফস-এর প্রথম রূপকে পরাজিত করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপকে শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হলে কোনক্রমেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে না। আর আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে যে ব্যক্তি ব্যর্থ হবে, তার পক্ষে কল্যাণ লাভ ও সফলতা অর্জন কখনোই সম্ভব হবে না।

## আমাদের দেশে কোন্ সাহাবী এসেছিলেন

**প্রশ্ন ঃ** *মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী শিপন, দশম শ্রেণী। আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ তো দিক-দিগন্তে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ছিলেন। আমার প্রশ্ন হলো, এসব দেশে আল্লাহর রাসূলের কোন্ সাহাবী এসেছিলেন?*

www.pathagar.com

**উত্তর ঃ** দীর্ঘদিন যাবৎ এ কথা প্রচলিত ছিলো যে, ১২০৪ সনে বঙ্গ বিজয়ের যে সূচনা হলো, তখন থেকেই এদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে। কিন্তু বর্তমানে গবেষণায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই এই বাংলাদেশে সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে ইসলামের আলো প্রজ্জলিত হয়েছিলো। ভারতের তামিলনাড়ুর উপকূলীয় এলাকা মালাবারের তৎকালীন রাজা চেরুমল পেরুমল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন– ফলে ঐ এলাকা ইসলামী কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেখান থেকে বহু বুযূর্গ ব্যক্তি বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। আরব মুসলিম ঐতিহাসিক, ভূগোলবেত্তা ও হাদীস গবেষকগণের গবেষণা থেকে বর্তমানে জানা গিয়েছে যে, ৬১৮ সনে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস ইবনে ওহাইব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নেতৃত্বে একদল সাহাবী– যাঁদের মধ্যে ছিলেন কায়েস ইবনে ছায়রদী, তামীম আনসারী, উরওয়াহ্ ইবনে আছাছা, আবু কায়েস ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন। সম্মানিত এসব সাহাবায়ে কেরাম বাংলাদেশে কয়েক বছর অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করেন এবং পরে তাঁরা চীনে গমন করেন।

## আবু জাহিল কার হাতে মারা পড়েছিল

**প্রশ্ন ঃ** *আমাদের মতো কিশোরদের হাতে নাকি ইসলামের বড় দুশমন আবু জাহিল নিহত হয়েছিল? যদি ঘটনা সত্য হয়ে থাকে তাহলে সেইসব কিশোরদের নাম কি?*

**উত্তর ঃ** ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিলো বদরের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মদীনার কিশোর সাহাবীদ্বয় হযরত মায়ায ও মুওয়াব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমদের হাতে ইসলামের বড় দুশমন আবু জাহিল নিহত হয়েছিলো।

## শিশুদের মধ্যে প্রথম ইসলাম কে কবুল করেছিল

**প্রশ্ন ঃ** *আরিফ সাদিক, তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমার প্রশ্ন হলো, সেই যুগে মানে রাসূলের যুগে শিশুদের মধ্যে কি কেউ ইসলাম কবুল করেছিলো?*

**উত্তর ঃ** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন ইসলাম কবুল করেন, তখন তিনি তোমার মতোই শিশু ছিলেন।

## এসব শব্দের অর্থ বুঝিনি

**প্রশ্ন ঃ** *আমি একটি বইতে কয়েকজন সাহাবীর নামের পূর্বে খলীফাতুর রাসূল,*

www.pathagar.com

*হিবরুল উম্মত, বাহরুল উলুম, রাইসুল মুফাস্‌সিরীন, হাওয়ারীয়ে রাসূল, খতীবে রাসূল, হাকিমুল উম্মত, সাহিবুস সির, যাতুন নেতাকাইন ইত্যাদি শব্দগুলো পড়ে কিছুই বুঝিনি। তাঁদের নামের পূর্বে কেনো এসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, দয়া করে যদি বুঝিয়ে দিতেন তাহলে খুব ভালো হতো।*

**উত্তর ঃ** ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে খলীফাতুর রাসূল বলা হয়। অন্য তিনজন সম্মানীত খলীফাকে খলীফাতুল মুসলেমীন বলা হয়, কিন্তু তাঁকে খলীফাতুল মুসলেমীন বলা হয় না। খলীফা শব্দের অর্থ হলো প্রতিনিধি। অন্য তিনজন খলীফাকে মুসলমান জনসাধারণ নির্বাচিত করেছিলেন, কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বে যখন অসুস্থ হয়েছিলেন, তখন তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে করে সাধারণ মুসলমানরা ধারণা করেছিলেন, আল্লাহর রাসূল তাঁর পরে হযরত আবু বকরকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করার ব্যাপারে যেন মৌন সম্মতি দিয়েছেন। এ জন্য তাঁকে খলীফাতুর রাসূল বা রাসূলের প্রতিনিধি বলা হয়।

হিবরুল উম্মত, বাহরুল উলুম ও রাইসুল মুফাচ্ছিরীন ছিলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর উপাধি। হিবরুল উম্মত শব্দের অর্থ হলো জাতির পন্ডিত এবং বাহরুল উলুম শব্দের অর্থ হলো, জ্ঞানের সাগর। রাইসুল মুফাচ্ছিরীন শব্দের অর্থ হলো, কোরআন ব্যাখ্যাকারীদের পথপ্রদর্শক। হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর উপাধি ছিলো হাওয়ারীয়ে রাসূল অর্থাৎ রাসূলের সাহায্যকারী। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রায় কাজে সাহায্য করতেন বলে তাঁকে এই উপাধি দেয়া হয়েছিলো। হযরত সাবিত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর উপাধি ছিলো খতীবে রাসূল। খতীব শব্দের অর্থ হলো বক্তা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তিনি অনেক সময় সাধারণ মানুষের সামনে বক্তৃতা করতেন, এ জন্য তাঁকে খতীবে রাসূল বলা হয়েছে। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর উপাধি ছিলো হাকিমুল উম্মত– তিনি আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানার্জন করেছিলেন, এ জন্য তাঁকে হাকিমুল উম্মত বা উম্মতের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি বলা হতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন, এ জন্য তাঁকে উপাধি দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছিলো, সাহিবুস্ সির। তাঁর আরেকটি উপাধি ছিলো সাহেবুন-না'লায়েন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জুতা মোবারক সংরক্ষণ করতেন, এ জন্য তাঁকে সাহেবুন না'লায়েন উপাধি দেয়া হয়েছিলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সাথে নিয়ে মদীনায় হিজরত করার পথে সূর পাহাড়ের গুহায় কিছু সময় অতিবাহিত করেছিলেন, সেই গুহায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বড় মেয়ে হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা গোপনে খাদ্য পৌঁছে দিয়েছিলেন। খাদ্যের থলি বাঁধার জন্য তিনি যখন হাতের কাছে কোনো রশি পেলেন না, তখন তিনি তাঁর পরনের পায়জামার ফিতা ছিঁড়ে দুই টুকরো করে একটি দিয়ে থলি বেঁধেছিলেন অপরটি দিয়ে পানির মোশকের মুখ বেঁধেছিলেন। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হয়ে তাঁকে যা-তুন নেতাকাইন বা দুই ফিতার অধিকারিণী উপাধি দিয়েছিলেন।

## মহিলা সাহাবী কি যোদ্ধা ছিলেন

**প্রশ্ন ঃ** *তানিম আব্দুল্লাহ, নবম শ্রেণী। আমি আমার আম্মুর মুখে শুনেছি, একজন মহিলা সাহাবী এমনভাবে যুদ্ধ করতেন যে, যুদ্ধের ময়দানে তাকে দেখে কাফির সৈনিকরা দারুণ ভয় পেতো। সেই মহিলা সাহাবীর নাম জানালে খুশী হতাম।*

**উত্তর ঃ** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই মহিলা সাহাবীর প্রকৃত নাম ছিলো নুসাইবা। কিন্তু ইতিহাসে তিনি উম্মে আম্মারা নামে পরিচিত। ওহুদের যুদ্ধের ময়দানে তিনি এমন ক্ষিপ্র গতিতে যুদ্ধ করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, আমি ওহুদের দিন সবসময় তাঁকে আমার ডানে ও বামে যুদ্ধ করতে দেখেছি।' এই যুদ্ধে তাঁর কোমল দেহে প্রায় ১২ টি আঘাত লেগেছিলো। তিনি ছিলেন মদীনার বিখ্যাত খাজরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার মেয়ে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে তিনি তাঁর সন্তানদের সাথে নিয়ে যুদ্ধ করতেন।

## রাসূলের যুগে কি মহিলা কবি ছিলো

**প্রশ্ন ঃ** *দশম শ্রেণী, রুবাইয়াৎ ওমর রাজিব। বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক মহিলা কবি আছেন। আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহর রাসূলের যুগে বিখ্যাত মহিলা কবি কে ছিলেন?*

**উত্তর ঃ** সে যুগের প্রায় লোকজনই কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলো। মহিলাদের

www.pathagar.com

মধ্যেও উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক কবি ছিলো। হযরত আয়িশা ও হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাও কাব্য প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। সে যুগের বিখ্যাত মহিলা কবি ছিলেন হযরত খানসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। তাঁর প্রকৃত নাম ছিলো তামাদির। তিনি প্রাক ইসলামী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরাউল কায়েসের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে তাঁর কবিতার সঙ্কলন বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ফরাসী ভাষায়ও তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে।

## আশরায়ে মুবাশ্বারা শব্দের অর্থ কি

**প্রশ্ন ঃ** *রওনক নিশাত মিতালী, ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। আমি আমার আম্মুর মুখে শুনেছি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে দশজন সাহাবী দুনিয়ায় বেঁচে থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে আশরায়ে মুবাশ্বারা বলা হয়। আমার প্রশ্ন, উক্ত দশজন সাহাবী কার মাধ্যমে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন? আশরায়ে মুবাশ্বারা শব্দের অর্থ কি এবং ঐ দশজন সাহাবীর নাম কি?*

**উত্তর ঃ** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকেই তাঁরা পৃথিবীতে জীবিত থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন, এ জন্য তাঁদেরকে আশরায়ে মুবাশ্বারা বা সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন বলা হয়। এই দশজনের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত আবু ওবাইদাহ্ ইবনে জাররাহ্, হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন।

## সাহাবীদের মধ্যে দুই দল কেন

**প্রশ্ন ঃ** *পারভেজ আনোয়ার মঈন, অষ্টম শ্রেণী। এক মাহফিলে আমি শুনেছিলাম আল্লাহর রাসূলের দুই ধরনের সাহাবী ছিলেন। এক দলকে মুহাজির সাহাবী ও অপর দলকে আনসার সাহাবী বলা হয়। আমার প্রশ্ন, সাহাবীদের মধ্যে দুই ধরনের কিভাবে হলো?*

**উত্তর ঃ** ইসলামের দুশমনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জাগতিক যাবতীয় সম্পদের মোহ-মায়া ত্যাগ করে শুধু মাত্র ইসলামের আকর্ষণে যেসব সম্মানীত ব্যক্তিবর্গ নিজ মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে হিজরত করেছিলেন, তাঁদেরকে মুহাজির সাহাবী বলা হয়। আর মদীনার যেসব সম্মানীত



www.pathagar.com

ব্যক্তিবর্গ ইসলাম কবুল করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদেরকে আনসার সাহাবী বলা হয়।

## সাবিকুনাল আওয়ালীন কোন্ সাহাবীর নাম

**প্রশ্ন ঃ** *আমি রায়হান সানভী, পঞ্চম শ্রেণী। আচ্ছা সাঈদী ভাইয়া, সাবিকুনাল আওয়ালীন কোন্ সাহাবীর নাম?*

**উত্তর ঃ** সাবিকুনাল আওয়ালীন কোনো সাহাবীর নাম নয়– যেসব সম্মানীত ব্যক্তি চরমভাবে অত্যাচারিত হতে হবে জেনেও প্রথম দিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁদেরকেই সাবিকুনাল আওয়ালীন বলা হয়।

## রাসূল কি গায়েবী জানাযা পড়েছেন

**প্রশ্ন ঃ** *যাকিরুল্লাহ আনসারী, দশম শ্রেণীতে পড়ি, খুলনা। আমি আমার আব্বুর মুখে শুনেছি, বর্তমানকালে যেমন গায়েবী জানাযা পড়া হয়, আল্লাহর রাসূলও নাকি গায়েবী জানাযা পড়েছেন? পড়ে থাকলে কোন্ ব্যক্তির জানাযা পড়েছিলেন?*

**উত্তর ঃ** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে হাবশার ন্যায়-পরায়ণ এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল শাসক নাজ্জাসীর ইন্তেকালের পরে তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেছিলেন।

## নামাযে কিভাবে দাঁড়াবো

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম শাহিন, স্কুল ছাত্র-খুলনা। অনেকে বলে থাকেন, নামাযে দাঁড়ালে দুই পায়ের মধ্যে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখতে হবে, আবার কেউ বলে থাকেন, ফাঁকা রাখা যাবে না। প্রকৃত বিষয় কোন্টি দয়া করে জানাবেন।*

**উত্তর ঃ** একজন মানুষ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়ালে দুই পায়ের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা থাকে, সেটুকুই যথেষ্ট। মেপে চার আঙ্গুল পরিমাণ বা তার থেকে বেশী-কম অথবা দুই পা একত্রে জোড়া করতে হবে, এ ধরনের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যা স্বাভাবিক তাই করতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষ স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ালে প্রত্যেকের দুই পায়ের মধ্যের শূন্যস্থান একই মাপের হবে না। কারণ প্রত্যেকটি মানুষের দেহের গঠনাকৃতি এক নয়। কেউ পাতলা কেউ মোটা অথবা মাঝারি গঠনের। সুতরাং মানুষ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়ালে দুই পায়ের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা থাকে, সে অবস্থাতেই নামাযে দাঁড়াতে হবে।

www.pathagar.com

## গায়েবী জানাযা জায়েয কিনা

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম সোহান– মাদ্রাসা ছাত্র, খুলনা। আমার প্রশ্ন হলো, গায়েবি জানাযা আদায় করা জায়েয আছে কিনা।*

**উত্তর ঃ** জানাযা আদায় করার অর্থ হলো, মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফিরাতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করা। জানাযায় যে সমস্ত দোয়া পড়া হয়, সেগুলোর অর্থ দেখে নিও তাহলে বুঝতে পারবে মাইয়্যেতের জন্য কি দোয়া করা হয়ে থাকে। গায়েবী জানাযার অর্থ হলো সামনে মৃতদেহ নেই অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছে তার লাশের অনুপস্থিতিতে তার রুহের মাগ্‌ফিরাতের জন্য দোয়া করা। এটা না জায়েয হবার কোনো কারণ নেই।

## কাবা ঘরে মওদুদীর গায়েবী জানাযা

**প্রশ্ন ঃ** *রায়হান মুস্তাকিম আশিষ, নবম শ্রেণী-খুলনা। শিবিরের একজন ভাই বলেছেন যে, মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) নাকি কা'বা ঘরে গিলাফ পরিয়েছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে মক্কায় মসজিদুল হারামে তাঁর গায়েবী জানাযা হয়েছে। তিনি যা বললেন, তা সঠিক কিনা আপনার মুখ থেকে জানতে পারলে ভালো হতো।*

**উত্তর ঃ** তুমি শিবিরের যে ভাইয়ের মুখে মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর গায়েবী জানাযা সম্পর্কে যা শুনেছো তা সত্য। সৌদী আরবের বাদশাহ ফায়সাল মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর হাতে কা'বা শরীফের গিলাফ উঠিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি নিজ হাতে সে গিলাফ কা'বা ঘরে পরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালে গোটা মুসলিম জাহান শোকার্ত হয়ে পড়েছিলো। মক্কা ও মদীনা শরীফের উভয় হারাম শরীফেই তাঁর উদ্দেশ্যে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবং আমি নিজে মক্কা শরীফে মসজিদে হারামের উক্ত জানাযায় শরীক ছিলাম। ইতোপূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হাবশার বাদ্‌শাহ্ নাজ্জাসী ইন্তেকাল করলে আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরাম মসজিদুল হারামে গায়েবী জানাযা আদায় করেছিলেন। তারপর থেকে শুধু মাত্র মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) ব্যতীত আর কোনো ব্যক্তির গায়েবী জানাযা বর্তমান সময় পর্যন্ত মসজিদুল হারামে অনুষ্ঠিত হয়নি।

## তিনি কি রাসূলের বংশধর ছিলেন?

**প্রশ্ন ঃ** *মুঈনুদ্দিন আহ্‌মাদ জুয়েল, দশম শ্রেণী। আমার স্কুলের একজন শিক্ষক বলেছেন, মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) আল্লাহর রাসূলের বংশধর ছিলেন এবং তিনি ইসলামের অতুলনীয় খেদমত করেছেন। তাঁকে যারা গালাগালি করে তারা*

www.pathagar.com

*গোনাহের কাজ করে। আপনি বলুন, আমাদের শিক্ষক যা বলেছেন তা সত্য কিনা? কারণ আমার আব্বা আওয়ামী লীগ করেন, তিনি মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-কে গালাগালি করেন এবং তাঁর বই আমাকে পড়তে দেখলেই নিয়ে ছিড়ে ফেলেন।*

**উত্তর ঃ** হ্যাঁ, মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) আওলাদে রাসূল অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর ছিলেন। তিনি তাঁর গোটা জীবনকাল কোরআন সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ চিন্তায় অতিবাহিত করেছেন। কুফ্‌রী মতবাদ-মতাদর্শের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম মুখর ছিলেন বিধায় তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষন করা, তাঁর সম্পর্কে কটুক্তি করা আল্লাহর রাসূলের হাদীসের খেলাফ কাজ। ইসলামের প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) সহজ-সরল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। ইসলামের যে দরজা পথে ইসলামের শত্রু গোষ্ঠী আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে, সেই দরজা পথেই মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) কলম নামক অস্ত্র হাতে দন্ডায়মান ছিলেন। বর্তমান পৃথিবীতে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য দেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী সংগঠন-সংস্থা যা কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার সবকিছুই মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর চিন্তা প্রসূত। এসব দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তাঁর সুমহান কর্মের প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ সৌদী আরবসহ আরব দেশসমূহের নেতৃস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও ওলামা-মাশায়েখগণ তাঁর সাথে খুবই সম্মানসূচক ব্যবহার করেছেন। তোমার আব্বা হয়ত তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না, এ জন্য তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে থাকেন। তুমি তোমার আব্বাকে অনুরোধ করো, তিনি যেন মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন এবং তাঁর বই-পত্র পড়ে দেখেন। আশা করা যায় তোমার আব্বার ভুল ধারণা দূর হবে। তাঁর বই পড়ার ব্যাপারে তোমাকে যদি কেউ বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে তুমি তাদের সামনে না পড়ে গোপনে পড়বে। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে বর্তমান যুগে মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর সাহিত্যের বিকল্প নেই।

## আপনি অন্য দল করেন না কেন

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম রিপন, অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আচ্ছা সাঈদী ভাইয়া, আপনি অন্য দল করলে তো মন্ত্রী হতে পারতেন। তখন আমরা টেলিভিশনে আপনার বক্তৃতা শুনতে পারতাম। কিন্তু আপনি অন্য দল না করে জামায়াতে ইসলামী কেন করেন?*

**উত্তর ঃ** একজন মুসলমান ইসলামী দল ব্যতীত অন্য কোনো দল করতে পারে না,

www.pathagar.com

কোরআন-সুন্নাহ্ কোনো মুসলমানকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতি করা ব্যতীত অন্য কোনো রাজনীতি করার অনুমতি দেয়না। নিজেকে মুসলমান দাবী করে যারা ইসলামী রাজনীতি না করে মানুষের বানানো আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতি করে, তারা অবশ্যই আখিরাতে গ্রেফতার হয়ে শাস্তি ভোগ করবে। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা টেলিভিশনে আমার বক্তৃতা শোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, বিশেষ করে টিভি চ্যানেল এটিএন বাংলায় প্রত্যেক শুক্রবার বা অন্য সময়েও আমার আলোচনা শুনতে পারো। আমি জামায়াতে ইসলাম কেন করি, এই একই প্রশ্ন অসংখ্য বার আমার কাছে করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এর জবাব দিতে দিতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এ জন্য আমি একটি বই লেখেছি, 'আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি।' এই বইটি সংগ্রহ করে পড়ে নিও, তাহলে জানতে পারবে আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি।

## পিরামিড কে বানিয়ে ছিল

**প্রশ্ন ঃ** *শেখ মুহিউদ্দিন সুমন, অষ্টম শ্রেণী, খুলনা। আমাদের স্কুলের এক স্যার একদিন বলছিলেন, মিশরের পিরামিড আল্লাহর একজন নবী তৈরী করেছিলেন এবং পিরামিডের ভেতরে দেয়ালের গায়ে যেসব লেখা রয়েছে, তা আল্লাহর বাণী। আমাদের স্যার যা বলেছেন তা কি সত্য?*

**উত্তর ঃ** মিসরের সর্ববৃহৎ পিরামিড যার নাম হলো আল আহরামুল আকবর, এই পিরামিড সম্পর্কে আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রাহঃ) তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ হুসনুল মুহাযারায় লিখেছেন, এই সর্ববৃহৎ পিরামিডটি আল্লাহর নবী হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালামের নেতৃত্বে নির্মিত হয়েছিলো। তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি মহাপ্লাবন হবে, যে প্লাবনের মাধ্যমে সে পর্যন্ত গড়ে ওঠা মানব সভ্যতার শেষ চিহ্ন ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন তিনি দ্বীন সম্পর্কিত মৌলিক বিশ্বাস ও নীতিমালা এবং সে সময় পর্যন্ত অর্জিত সুক্ষ্ম জ্ঞানের বাণী ও তথ্যসমূহ পিরামিডের অভ্যন্তর ভাগের দেয়ালে তৎকালে প্রচলিত সাংকেতিক অক্ষরে উৎকীর্ণ করে রাখার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে পিরামিডের দেয়ালের গায়ে যেসব সাংকেতিক চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোর মর্ম উদ্ধার করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি এবং আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মন্তব্য করে থাকেন যে, এসব পিরামিড ফারাওদের সমাধী। সুতরাং এই পিরামিড তৈরীর সূচনা কে করেছিলো এবং দেয়ালে কি লেখা রয়েছে, সে সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য করার সময় এখনও আসেনি।

www.pathagar.com

## সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিষ্টটল তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন

**প্রশ্ন ঃ** *আমাদের স্কুলের ইংরেজীর স্যার একদিন ক্লাসে বললেন যে, সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিষ্টটল তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। অথচ আমরা জানি তারা অমুসলিম ছিলেন। আমাদের স্যার কি সঠিক কথা বলেছেন?*

**উত্তর ঃ** যে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তির নাম তুমি উল্লেখ করেছো, তাদের সম্পর্কে বর্তমান সময় পর্যন্ত যা কিছু তথ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে এ কথা প্রমাণ হয় যে, তাঁরা মহান আল্লাহর একত্ববাদে তথা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁরা আসমানী কিতাব তথা ওহীর প্রতি বিশ্বাস করতেন।

## ওয়াহাবী কারা তাদের আকীদা-বিশ্বাস কি

**প্রশ্ন ঃ** *তারিক আব্দুল্লাহ শোভন, খুলনা মাদ্‌রাসায় পড়ি। অনেক মাওলানাকে বলতে শুনি, ওয়াহাবীরা কাফির। আমার প্রশ্ন হলো, ওয়াহাবী কারা এবং তাদের আকীদা বিশ্বাস কি?*

**উত্তর ঃ** শব্দ ওয়াহাবী নয় মূল আরবী শব্দ হলো, ওয়াহ্‌হাব। এটি মহান আল্লাহ তা'য়ালার একটি গুণবাচক নাম এবং এই নামের অর্থ হলো, মহাদানশীল। ইসলামের দুশমনরা এই নামটি বিকৃত করে এর বিকৃত উচ্চারণ করে থাকে ওয়াহাব বা অহাব। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নজদী (রাহঃ) সউদী আরবে জন্মগ্রহণ করেন এবং কোরআন-সুন্নাহ্‌র বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি কোরআন সুন্নাহ্‌র বিপরীত কোনো চিন্তা-চেতনা, প্রথা, নিয়ম-পদ্ধতি সহ্য করতেন না। শির্‌ক বিদআতের মূলোৎপাটন করার লক্ষ্যে তিনি আন্দোলন শুরু করেন। যে সময়ে তিনি আন্দোলনের সূচনা করেন তখন ইংরেজ শক্তি প্রায় সারা দুনিয়া নিজেদের দখলে রেখেছিলো। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের ফেত্‌না সৃষ্টি করে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করা হচ্ছিলো। আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নজদী (রাহঃ) এসব কারণে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর আন্দোলনের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে দখলদার ইংরেজদের মৃত্যুঘন্টা বেজে উঠেছিলো। এ কারণে ইংরেজরা মুসলিম মিল্লাতকে বিভক্ত করার হীন উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ওয়াহাবী নামে অভিহিত করে তাঁর সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে।

তারা ভাড়াটিয়া আলিমদেরকে অর্থের বিনিময়ে এই হীন কাজে ব্যবহার করতে থাকে। মাজার ও কবর পূজারী আলিম নামধারী জালিমদের মাধ্যমে ফতোয়া

www.pathagar.com

দেয়াতে থাকে যে, আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদী ও তাঁর অনুসারীরা বিভ্রান্ত, ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনা প্রচার করছে এবং তাঁরা অমুক অমুক কারণে কাফির। এ ধরনের ঘটনা প্রত্যেক যুগেই ঘটেছে। কোরআন-সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা যারা প্রচার ও প্রসার করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধেই সমকালীন একশ্রেণীর দরবারী-দুনিয়াদার আলিম এবং মাজার-কবর ও পীর পূজারী নামধারী মাওলানারা ফতোয়ার অস্ত্র ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমানেও করছে।

## শিয়ারা কি কাফির

**প্রশ্ন ঃ** *মুঈন আহমাদ মিলন, দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমি আপনার কাছে শিয়াদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। কারণ, আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব বলেছেন, শিয়ারা মুসলমান নয়-কাফির। আমার একজন শিয়া বন্ধু আছে, তার নাম আনোয়ার মাহ্দী। সে ইরানের সমর্থক। নামাজ আদায় করে। আল্লাহ ও রাসূলকে বিশ্বাস করে, আপনার মাহফিলেও আসে, নামাজ আদায় করে, তারপরও সে কাফির হয় কিভাবে?*

**উত্তর ঃ** অমুক তিন কারণে কাফির, অমুক সাত কারণে কাফির, অমুক সতের কারণে কাফির। এভাবে ফতোয়ার অবৈধ ব্যবহার করার অর্থ হলো, মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করে মুসলমানদের হীনবল করে দেয়া। একজন মানুষ আল্লাহ-রাসূল, ফেরেশ্তা, আখিরাত, আসমানী কিতাব ইত্যাদির প্রতি ঈমান রাখে। নামাজ-রোযা আদায় করে। শুধুমাত্র ইরানের সমর্থক হওয়ার কারণে তাকে কাফির বলা সাংঘাতিক অন্যায় কাজ। শিয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণেই ঢালাওভাবে সকল শিয়াদেরকে কাফির বলা অন্যায়। শিয়া শব্দের অর্থ হলো পথ অবলম্বনকারী বা অনুসারী দল। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাসনামলে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামক এক ইয়াহূদী মুসলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করে সুদূর প্রসারী এক ষড়যন্ত্রের অংশরূপে পারস্য, ইরাক ও মিসর এলাকায় ইসলামের নামে নতুন এক দর্শন প্রচার করতে থাকে।

তার দর্শনের মূল কথা ছিলো, 'শেষনবীর বিদায়ের পরে মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার একমাত্র নিয়ামক হলেন ইমাম। আর এই ইমাম হবেন স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত। সুতরাং মুসলমানদের পক্ষে নিজেদের কোনো শাসক নির্বাচিত করার অধিকার নেই। প্রকৃত শাসক হবেন আল্লাহ তা'য়ালা

www.pathagar.com

কর্তৃক নির্বাচিত ইমাম এবং এই ইমাম হবেন এমন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি– যিনি আধ্যাত্মিকতার এমন স্তরে অবস্থান করবেন, যে স্তরে কোনো নবী-রাসূল ও ফেরেশ্‌তাগণও উপনীত হতে পারেন না। অর্থাৎ নবী-রাসূলদের তুলনায় ইমামের মর্যাদা অনেক বেশী। আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এই দূর্লভ গুণসম্পন্ন ইমাম হচ্ছেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।' ছদ্মবেশী ইয়াহূদী ইসলামের নামে এই দর্শন প্রচার করতে থাকে। এ সম্পর্কে আমি আমার লেখা 'আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি' গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠা থেকে ১৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমার এই জবাব এবং আমার লেখা উক্ত গ্রন্থের উল্লেখিত পৃষ্ঠাসমূহ একত্রে পড়লে বিষয়টি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

অভিশপ্ত ইয়াহূদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারণার কারণেই হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আততায়ীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করেন। এরপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খলীফা নির্বাচিত হবার পরে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সাথে যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, এর মূলেও ছিলো অমুসলিম শক্তির ষড়যন্ত্র। এ সময় মুসলিম মিল্লাত সুস্পষ্ট দুটো দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার দল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর দলে মিশে যায় এবং এসব ষড়যন্ত্রকারী লোকগুলোই নিজেদেরকে 'শিয়ানে আলী' বা 'হযরত আলীর সমর্থনকারী' হিসেবে পরিচয় দিতে থাকে। সাধারণতঃ আল্লাহভীরু মুসলিম জনগোষ্ঠী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং তাঁর সন্তান হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং আল্লাহর রাসূলের বংশের বিভিন্ন সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের পক্ষ সমর্থনকারী ছিলেন। ইমাম যয়নুল আবেদীনের পৌত্র ইমাম মুহাম্মাদ এবং ইমাম ইবরাহীম সমকালীন শাসকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করলে বিখ্যাত দুই মনীষী হযরত ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মালিক (রাহঃ), ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম ইবরাহীম (রাহঃ)-এর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। এসব সমর্থনকারীর মধ্যে অনেকেই ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারী, তারা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই ছদ্মবেশে যে ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করে সেটিই সাধারণভাবে শিয়া মতবাদ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। পরবর্তীকালে এই শিয়াদের মধ্যেও নানা দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান দলগুলো হলো–

**সাবায়ী শিয়া ঃ** এই দল অগ্নি উপাসকদের অবতারবাদের অনুসরণে প্রচার করে যে, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর রূপ

www.pathagar.com

ধারণ করে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন– নাউযুবিল্লাহ। এই মতবাদ প্রচারকারী বেশ কিছু লোকদের গ্রেফতার করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন এমনকি কিছু সংখ্যক লোককে মৃত্যুদন্ডও দিয়েছিলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এরা কাফির।

**গোরাবিয়্যা ঃ** আরবী ভাষায় গোরাব শব্দের অর্থ হলো কাক। শিয়াদের এই দলটি প্রচার করে থাকে যে, 'সকল প্রজাতীর কাক পাখি যেমন প্রায় একই আকার অবয়বের হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আকার-অবয়বও একই ধরনের ছিলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রকৃতপক্ষে ওহী অবতীর্ণ করেছিলেন হযরত আলীর প্রতি, কিন্তু হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত আলী মনে তাঁর কাছেই ওহী দিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ দুই জনের চেহারা একই হওয়ার কারণে হযরত জিবরাঈল ভুল করে যার কাছে ওহী অবতীর্ণ করার কথা, তার কাছে না করে অন্য জনের কাছে করেছেন– নাউযুবিল্লাহ। জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম যখন ভুল করেই ফেললেন, এই ভুল সংশোধন করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আলীকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুলনায় অধিক আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ইমামতের মহোত্তম পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।' এই ধরনের কুফ্‌রী মতবাদ প্রচার করে থাকে গোরাবিয়্যা শিয়া দল।

এদেরকে যখন প্রশ্ন করা হয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যখন ওহী অবতীর্ণ করা হয়, তখন তাঁর বয়স ছিলো ৪০ বছর এবং সে সময় হযরত আলীর বয়স মাত্র ৮ বা ৯ বছর। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত ৪০ বছরের একজন মানুষের আর ৯/১০ বছরের এক বালকের আকার-আকৃতি কিভাবে একই ধরনের হতে পারে? এই প্রশ্নের জবাবে গোরাবিয়্যা শিয়ারা নানা ধরনের দুর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করে ধুম্রজালের সৃষ্টি করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এরা কাফির।

**কাইসানিয়্যা ঃ** কাইসান নামক একজন লোক ছিলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক মুক্ত করা একজন গোলাম। এই লোকটি হযরত আলীর অন্যতম সন্তান মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যার অনুসারী ও শিষ্য হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলো। পরবর্তীতে এই লোকটি ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্রের জালে বন্দী হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং নতুন এক মতবাদ প্রচার করতে থাকে। এই লোকটির

www.pathagar.com

অনুসারীরাই কাইসানিয়্যা শিয়া নামে পরিচিত। শিয়াদের এই দলটি বিশ্বাস করে যে, তাদের ইমাম সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। কাইসানিয়্যা শিয়া দল হিন্দু ও অগ্নি পূজকদের ন্যায় পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী– এরা বিশ্বাস করে মানুষ মারা যাবার পরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে থাকে। আর ইসলামী আকীদা হলো, মানুষের পুনর্জন্ম ঘটবে না, পুনরুত্থান ঘটবে। আখিরাতের ময়দানে সকল মানুষের পুনরুত্থান ঘটবে। কাইসানিয়্যা শিয়া দল পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এরাও কাফির।

**ইসনা আশারীয়্যা ঃ** শিয়াদের এই দলটি সবথেকে বড় দল। এরা ইমামতের ধারণায় বিশ্বাসী। এদের আকীদা-বিশ্বাস হলো, প্রত্যেক যুগে প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য একজন নেতা বা ইমাম প্রেরণ করবেন এবং সে ইমাম হবে আল্লাহর রাসূলের বংশধরদের মধ্য থেকে। যাবতীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী হবেন এই ইমাম। বর্তমানে ইরান, ইরাক ও পাক-ভারত উপমহাদেশের শিয়াদের অধিকাংশই ইসনা আশারীয়্যা শিয়া। ইরানের আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ইসনা আশারীয়্যা মতবাদের অনুসারী। চিন্তা-চেতনায় এদের সাথে আমাদের পার্থক্য থাকলেও এদেরকে কাফির বলা থেকে বিরত থাকা উচিত।

**ইসমাঈলী ও বাতেনী ঃ** শিয়াদের এই দলটিও ইমামতে বিশ্বাসী শিয়াদের একটি উপদল বিশেষ। এদের বিশ্বাস হলো, হযরত জাফর সাদিক (রাহঃ)-এর এক সন্তান ইসমাঈলই ছিলেন পরবর্তী ইমাম। এরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও রোযার বিধানকে নিজেদের সুবিধা মতো কাটছাট করে সংক্ষিপ্ত করেছে।

**হাকেমীয়া দরুযী ঃ** শিয়াদের এই দলটিও ইসমাঈলী শিয়াদের একটি উপদল বিশেষ। মিসরে ফাতেমীয় বংশীয় খলীফাদের অন্যতম হাকেম বে-আমরিল্লাহ একশ্রেণীর শিয়া তাত্ত্বিকদের পরামর্শে এ ধরনের প্রচারণা চালাতে থাকে যে, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করেছেন– নাউযুবিল্লাহ। এই লোকটি দেশের জনগণকে তার পায়ে সিজদা করার নির্দেশ জারী করেছিলো। পরবর্তীতে তার বংশের লোকজনের হাতেই এই বিভ্রান্ত লোকটি বিতাড়িত ও নিহত হয়। কিন্তু তার অনুসারী বিভ্রান্ত শিয়া দল প্রচার করতে থাকে যে, তাদের নেতা বা ইমাম নিহত হননি, তিনি আত্মগোপন করেছেন। যথা সময়ে তিনি আবির্ভূত হবেন। এদের ধর্মগ্রন্থের নাম হলো, কিতাবে দরুয। বর্তমানে লেবানন ও সিরিয়ায় বিভিন্ন এলাকায় দরুযী, দ্রুয বা হাকেমিয়া শিয়াদের অনুসারী রয়েছে।

www.pathagar.com

**নুসাইরিয়্যা ঃ** শিয়াদের এই দলটিও ইসমাঈলী শিয়াদের একটি শাখা। বর্তমানে সিরিয়া ও লেবাননে এদের উল্লেখযোগ্য অনুসারী রয়েছে। ইসলামের সকল বিধি-বিধানই এই দলটি অস্বীকার করে। বিয়ে ব্যতীতই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামশা, মদ ও শূকরের গোস্ত খাওয়া এরা হালাল মনে করে।

**যায়েদিয়া ঃ** হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাহঃ)-এর পুত্র ইমাম যায়েদ (রাহঃ)-এর অনুসারী এই দলটিকেও অনেকে শিয়াদের মধ্যে গণ্য করেছেন। বর্তমানে ইয়েমেন ও মিসরের বিভিন্ন এলাকায় এদের উল্লেখযোগ্য অনুসারী রয়েছে। এই দলটি প্রথম তিন খলীফার খেলাফতকে যথার্থ বলে মনে করে এবং ইমামগণকে গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন বলে মনে করলেও তাঁদেরকে নবী বা নবুয়্যাতের গুণসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে না, নামায-রোযাসহ ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধানের সীমা অতিক্রম করে না, এ জন্য এই দলটিকে ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ শিয়াদের মধ্যে গণ্য করেননি।

## ঈসমাঈলীয়া বা আগাখানরা মুসলমান কিনা

**প্রশ্ন ঃ** *আবু জাফর তন্ময়, মাদ্‌রাসায় পড়ি। আমার একজন বন্ধু স্কুলে পড়ে। আমাকে একদিন প্রশ্ন করেছিলো, ঈসমাঈলীয়া বা আগাখানরা মুসলমান কিনা। আমি জবাব দিতে পারিনি। আপনার কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পারলে উপকৃত হবো।*

**উত্তর ঃ** শিয়া ইমামিয়া দলের একটি উপদলের নাম ইসমাঈলীয়া। ইমামীয়াদের বিশ্বাস হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে তাঁর মনোনীত ইমাম বা মুসলিম মিল্লাতের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা হচ্ছেন ইমামগণ। প্রথম ইমাম ছিলেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, দ্বিতীয় ইমান হলেন হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তৃতীয় ইমাম হলেন হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। এরপরের ইমাম হলেন যয়নুল আবেদীন ইবনে হোসাইন, তারপরের জন হলেন ইমাম মুহাম্মাদ বাকের এবং এরপরের ইমাম হলেন হযরত জাফর সাদিক (রাহঃ)। দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়াদের বিশ্বাস হলো, হযরত জাফর সাদিকের পুত্র হযরত মুসা কাযিম ছিলেন সপ্তম ইমাম। অন্য একটি দল সপ্তম ইমাম হিসেবে হযরত জাফর সাদিকের আরেকজন সন্তান ইসমাঈলকে ইমাম হিসেবে মান্য করে। এই দলটিই পরবর্তীতে ইসমাঈলীয়া হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই দলটিকে বাতেনিয়াও বলা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

ইসলামের ইতিহাসে এই দলটিই সর্বাধিক ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই দলটির প্ররোচনাতেই তাতারীরা ব্যাপক হামলা চালিয়ে সমগ্র মুসলিম জাহানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিলো। এরাই খৃষ্টান ক্রুসেড যোদ্ধাদের সহায়তায় মিসর ও মরক্কোয় রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করেছিলো। এদের ধর্ম বিশ্বাস অগ্নি উপাসক মজুসী, ভারতীয় বেদান্ত এবং বৌদ্ধ ধর্মের সহজিয়া দর্শনের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। কোরআন-সুন্নাহ বা ফিকাহ্‌র প্রতি এদের বিশ্বাস নেই। ইসলামের কোনো অনুশাসন এরা মানে না। এরা বিশ্বাস করে যে, এদের ইমামদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি ওহী অবতীর্ণ হয় এবং সেই অনুসারেই এরা চলে। (আল মাযাহেবুল ইসলামিয়া-আবু যোহ্‌রা-মিশর)

তুরস্কে খেলাফত প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসমাঈলীয়ারা সমাজ-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মুসলিম জাহানের বাইরে আফ্রিকা ও ভারতের কোনো কোনো এলাকায় একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হিসেবে টিকে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইরানে জন্মগ্রহণকারী হাসান আলী শাহ ইসমাঈলীয়াদের ইমাম বা নেতা নিযুক্ত হন। এই ব্যক্তি এক শাহযাদীকে বিয়ে করার পর ইরানের শাহ কর্তৃক আগাখান খেতাবে ভূষিত হন। তাকে কেরমান প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে রাজনৈতিক কারণে তিনি ইরান থেকে পলায়ন করে ভারতে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সিন্ধু এলাকায় ইসমাঈলী উপদলের ধর্মগুরু হিসেবে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। কাদিয়ানীদের অনুরূপ এরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্ছিষ্ট ভোগী হিসেবে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে ভূমিকা পালন করতে থাকে। এদের সহায়তায় বৃটিশ সাম্রাজ্য সিন্ধু থেকে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিপ্লবের সময় এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে সহযোগিতা করে। বৃটিশদের সহযোগিতায় এরা মুসলিম দেশে নানা ধরনের অবৈধ ব্যবসা গড়ে তোলে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম আগাখানের মৃত্যুর পর আগা সুলতান স্যার মুহাম্মাদ শাহ তৃতীয় আগাখান ও ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায়ের ইমাম নিযুক্ত হন। এই লোকটি বৃটিশ-ভারতের রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। ১৯৫৭ সালে তার পৌত্র শাহ করীম চতুর্থ আগাখান নিযুক্ত হন। এভাবেই এরা একজনের পরে আরেকজন ইসমাঈলীদের আগাখান নিযুক্ত হয়ে থাকে।

(বাংলা বিশ্বকোষ-সংক্ষেপিত)

www.pathagar.com

## দ্বীনে ইলাহী কি সত্যই কোনো ধর্ম

**প্রশ্ন ঃ** *আরাফাত মুস্তাকিম শাওন, নবম শ্রেণী। আমার আব্বা একদিন রাতে বাসায় সম্রাট আকবর সম্পর্কে বলছিলেন, এই লোকটি প্রথমে মুসলমান থাকলেও পরে আর মুসলমান ছিলো না। সে নিজেই একটি ধর্ম আবিষ্কার করে তার নাম দিয়েছিলো দ্বীনে ইলাহী। আমার প্রশ্ন হলো, দ্বীনে ইলাহী কি সত্যই কোনো ধর্ম?*

**উত্তর ঃ** ইতিহাসে দেখা যায় সম্রাট আকবর ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ১৩ বছর বয়সে– যখন তিনি সবেমাত্র একজন কিশোর, তখন তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বাভাবিক কারণেই তিনি লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করেননি। তাঁর গর্ভধারিণী মাতা ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার মহিলা। শায়খ আব্দুন নবী এবং হাজী ইবরাহীম সেরহিন্দী (রাহঃ)-এর মতো আল্লাহভীরু আলিমও তাঁর দরবার আলোকিত করেছিলেন। আল্লাহভীরু এসব আলিমদের প্রভাবে সম্রাট আকবর প্রথম জীবনে অত্যন্ত ধর্মপরায়ন ছিলেন। তিনি নিয়মিত আযান দিয়ে জামায়াতে নামায আদায় করতেন এবং কখনও স্বয়ং জামায়াতের ইমাম হতেন। তৎকালে সেলীম চিশ্‌তী নামক একজন বড় বূযর্গ ছিলেন, সম্রাট আকবর এই বূযর্গকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। এই বূযর্গের খান্‌কাহ্ ছিলো আগ্রার কাছেই ফতেহ্‌পুর সিক্রীতে।

সম্রাট আকবর এই আল্লাহভীরু লোকটির মমতায় এমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, দেশের রাজধানী দিল্লী থেকে স্থানান্তরিত করে ফতেহ্‌পুর সিক্রীতে নিয়ে যান যেন তিনি ঐ বূযর্গ ব্যক্তির সান্নিধ্য অর্জন করতে পারেন। সেখানে ইবাদাত খানা নামে একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে সেখানে ধর্ম আলোচনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বিধাতার নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস, এই ইবাদাত খানাই তাঁর জন্য পথভ্রষ্টতার মাধ্যমে পরিণত হলো। আলিম-উলামার পরস্পর বিরোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, একের প্রতি অপরের কাদা ছোড়াছুড়ি, একজনের প্রতি আরেকজনের কুফ্‌রী ফতোয়া ইত্যাদি কারণে লেখাপড়া না জানা সম্রাট আকবরের মন-মানসিকতা আলিমদের প্রতি বিষিয়ে উঠলো। ঠিক এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করলো ইসলামের ছদ্মাবরণে ইসলামের দুশমনরা। তারা সম্রাটকে বিপথগামী করার লক্ষ্যে নানা ধরনের পরামর্শ দিতে থাকলো। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মেধাবী ও ধূর্ত প্রকৃতির মোল্লা ইয়াজদী নামক এক শিয়া তাত্ত্বিক সম্রাট আকবরের সান্নিধ্য এমনভাবে লাভ করলো যে, এই লোকটির পরামর্শে দরবার থেকে হক্কানী আলিমদেরকে সম্রাট আকবর বিতাড়িত করলেন।

www.pathagar.com

হক্কানী আলিম-উলামাদের স্থান দখল করলো আবুল ফযল ও ফৈজীর মতো দুনিয়াদার স্বার্থান্ধ এক শ্রেণীর নামধারী আলিম। এসব পথভ্রষ্ট আলিমও একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে সম্রাট আকবরের কানে বিষ ঢালতেন। আমি পূর্বেই এ কথা উল্লেখ করেছি যে, সম্রাট আকবর লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। এ ছাড়া তিনি ছিলেন প্রকৃতিগতভাবে এক রোখা-জেদী, তোশামোদ প্রিয় ও আবেগ প্রবণ। আলিম নামধারী লোকগুলোর পারস্পারিক কাদা ছোড়াছুড়িতে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত ইসলামের শত্রুদের প্ররোচনায় অন্যান্য ধর্মমত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলেন। এই সুযোগে ইসলামের শত্রুরা সম্রাটের প্রতি উদারতার হাত বাড়িয়ে দিলো। হিন্দু, খৃষ্টান, ইয়াহূদী ও শিখ ধর্মগুরুরা আকবরকে বুঝাতে সক্ষম হলো যে, প্রকৃত পক্ষে কোনো একটি ধর্মও পরিপূর্ণ নয়– সকল ধর্মেই কিছু না কিছু সত্য আছে এবং সকল ধর্মই আল্লাহ প্রদত্ত। সম্রাট আকবর তাদের যুক্তির ওপর নির্ভর করে দুনিয়াদার দরবারী আলিম ও অমুসলিম ধর্মগুরুদের পরামর্শে দ্বীনে ইলাহী নামক সর্বধর্ম সমন্বয়মূলক একটি নতুন ধর্মবিশ্বাসের জন্ম দিলেন।

তিনি ইসলাম প্রবর্তিত পদ্ধতি আস্‌সালামু আলাইকুম উঠিয়ে দিয়ে নিয়ম চালু করলেন, একের সাথে আরেকজনের দেখা হলে বলতে হবে, আকবর জাল্লেজালালুহু এবং সম্মান প্রদর্শনের জন্য সম্রাটকে সিজ্‌দা করার প্রথা চালু করলেন। তিনি নিজেও নানা ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন। তাঁর আবিষ্কৃত দ্বীনে ইলাহীর দার্শনিক ভিত রচিত হয়েছিলো কট্টর শিয়া মোল্লা ইয়াজদী কর্তৃক শেখানো চরমপন্থী শিয়া ধ্যান-ধারণার ওপর এবং ব্যবহারিক দিকটি নির্মিত হয়েছিলো পৌত্তলিক হিন্দুদের আচার-আচরণ থেকে। সম্রাট আকবরের হেরেমে প্রাধান্য ছিলো রাজপূত ব্রাহ্মণ কন্যাদের। এসব মুশরিক-পৌত্তলিক নারীরা মূলতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে সক্রিয় ছিলো। সুতরাং দ্বীনে ইলাহী কোনো ধর্মমত ছিলো না, এটা ছিলো সম্রাট আকবরের মনগড়া এক ভ্রান্ত মতবাদ মাত্র।

## নেক্‌লেসে ক্রুসের চিহ্ন

**প্রশ্ন ঃ** *নুসরাত ইয়াসমিন রুহী, অষ্টম শ্রেণী। আমি একটি নেকলেস ব্যবহার করি এবং এতে একটি লকেট রয়েছে যা দেখতে ক্রুস চিহ্নের মতো। ছাত্রী সংস্থার এক বোন আমাকে বলেছেন, খৃষ্টানদের ক্রুস চিহ্ন মুসলমানদের ব্যবহার করা হারাম। তিনি কি সঠিক কথা বলেছেন?*

www.pathagar.com

**উত্তর ঃ** ছাত্রী সংস্থার যে বোন তোমাকে ক্রুসের ন্যায় দেখতে লকেট ব্যবহার হারাম বলেছেন, তিনি সত্য কথাই বলেছেন। খৃষ্টানদের বিশ্বাস হলো, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম খৃষ্টানদের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য নিজে ক্রুস বিদ্ধ হয়ে প্রাণদান করেছেন। সে কারণে খৃষ্টান সম্প্রদায় ক্রুস চিহ্নকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং সারা দুনিয়ায় এর প্রচলন ঘটায়। রেডক্রস এমনই একটি চিহ্ন। কিন্তু কোরআন-সুন্নাহ্ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ক্রুস বিদ্ধ হয়ে নিহত হননি। মহান আল্লাহ তাঁকে বিশেষ ব্যবস্থায় উঠিয়ে নিয়েছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন উম্মত হিসেবে আগমন করবেন। সুতরাং ক্রসের চিহ্ন মুসলমানদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ হতে পারে না।

## কোরআনের বাংলা অনুবাদ সর্বপ্রথম কে করেছেন

**প্রশ্ন ঃ** *হামীম আনসারী রাতুল, দশম শ্রেণী। অনেকের মুখে শুনেছি এবং বইতেও পড়েছি যে, পবিত্র কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ করেছেন একজন হিন্দু, তার নাম গিরীশ চন্দ্র সেন। আমার প্রশ্ন হলো, যখন পবিত্র কোরআনের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছিলো, তখন কি মুসলমানদের মধ্যে কোরআনের বাংলা অনুবাদ করার মতো যোগ্য কোনো ব্যক্তি ছিলেন না?*

**উত্তর ঃ** অবশ্যই ছিলেন এবং মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সর্বপ্রথম বাংলা অনুবাদ করেছিলেন রংপুর জেলার মতিউর রহমান বসুনিয়া নামক একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর অনুবাদ কর্ম অর্থ সঙ্কটের কারণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এরপর পবিত্র কোরআনের বাংলা অনুবাদ করেন টাঙ্গাইল জেলার সরুজ গ্রামের নঈম উদ্দিন নামক একজন ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর অনুবাদ কর্মও প্রকাশের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিলো, তা তাঁর পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি– ফলে কোরআনের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এরপর নরসিংদী জেলার পাঁচদোনা গ্রামের ভাই গিরীশ চন্দ্র সেন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ বাংলা অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

## ফত্ওয়া দিতে হলে কি ধরনের যোগ্যতা প্রয়োজন

**প্রশ্ন ঃ** *সামাউন আলী তুহিন, মাদ্রাসায় পড়ি। আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই, মুফ্তী কাকে বলে এবং ফতোয়া দেয়ার জন্যে কি ধরনের যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন?*

www.pathagar.com

**উত্তর ঃ** পৃথিবীতে জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে মানুষ নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখিন হয়। এসব সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক অভিমত ব্যক্ত করার যোগ্যতা যাঁদের রয়েছে, তাঁদেরকেই ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় মুফ্তী বলা হয়। আল্লাহর কোরআন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্, ইলমে ফিকাহ্র মূলনীতিসমূহ এবং পূর্ববর্তী মুজতাহিদ আলিমগণ কর্তৃক কোরআন হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা ও সমকালীন পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান ও পূর্ণ পরহেজগারের ন্যায় জীবন-যাপন, সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং স্বীকৃত ও সুপরিচিত কোনো আলিমের কাছে ফতোয়া প্রদানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ফতোয়া প্রদানকারীর অত্যাবশ্যকীয় যোগ্যতা। ভাসাভাসা অস্পষ্ট জ্ঞান ও প্রচলিত সাধারণ বই-পুস্তক দেখে ফতোয়া দেয়া গুরুতর অপরাধ।

## মসজিদে মিম্বরের তিনটি সিঁড়ি কেন

**প্রশ্ন ঃ** *তাওহীদুজ্ জামান নাদিম। মাদ্রাসা ছাত্র। আমার প্রশ্ন হলো, মিম্বর শব্দের অর্থ কি, সর্বপ্রথম পৃথিবীর কোন্ মসজিদে মিম্বর তৈরী হয় এবং মিম্বরের তিনটি সিঁড়ি কেনো?*

**উত্তর ঃ** মিম্বর শব্দের অর্থ হলো মঞ্চ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে সর্বপ্রথম মসজিদে নববী নির্মাণ করলেন। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন তার পাশেই শুষ্ক খেজুর গাছের কান্ড ছিলো। তিনি যখন ক্লান্তি অনুভব করতেন তখন ঐ কান্ডের সাথে হেলান দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। ক্রমশঃ মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে খুত্বা দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ অবস্থায় হিজরী ৮ সনে মদীনার একজন মহিলা সাহাবী তাঁর কাজের লোকের মাধ্যমে গাবা নামক স্থানের ঝাউ গাছের কাঠ দিয়ে তিন স্তর বিশিষ্ট একটি মিম্বর প্রস্তুত করিয়ে দেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম স্তরে বসতেন এবং মাঝের স্তরে কদম মোবারক রাখতেন। তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন এরপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি প্রথম স্তরে না বসে দ্বিতীয় স্তরে বসে খুতবা দিতেন। তাঁর বিদায়ের পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তৃতীয় স্তরে বসে দিতেন। কিন্তু এভাবে ক্রমশ নীচের দিকে আসার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে অসুবিধার সৃষ্টি হবে– বিধায় হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা

www.pathagar.com

আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থানে বসতেন অর্থাৎ প্রথম স্তরে বসে দ্বিতীয় স্তরে পা রেখে খুত্‌বা দিতেন এবং সে নিময়ই বর্তমান সময় পর্যন্ত জারী রয়েছে।

## হাতেম তাঈ কে ছিলেন

**প্রশ্ন ঃ** *কেউ বেশী উদারতা দেখালে বা দান করলে লোকজন তাকে দাতা হাতেম তাঈ নামে ডাকে। আমার প্রশ্ন হলো, ইসলামে হাতেম তাঈ নামে কি কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিলো? থাকলে তা কোন্ যুগে ছিলো দয়া করা জানালে খুশী হবো।*

**উত্তর ঃ** ইতিহাসে দেখা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের বেশ কয়েক বছর পূর্বে হাতেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'আদ নামক একজন বিখ্যাত ব্যক্তি আরব ভূখন্ডে বাস করতেন। তিনি খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং সে যুগের বিখ্যাত কবি ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি দানবীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ৯ বছর বয়স তখন হাতেম নামক এই উদার প্রাণ ব্যক্তি ইন্তেকাল করেন। তাঁর পুত্র সন্তান আদি ও কন্যা সন্তান সাফওয়ালা মদীনায় দরবারে রেসালাতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করে সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। হাতেম ইবনে আব্দুল্লাহ খুব সম্ভব তা'ঈ গোত্রের লোক ছিলেন বিধায় তিনি হাতেম তাঈ নামে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর দান ও উদারতা সম্পর্কে নানা ধরনের প্রবাদ ও কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। এসবের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে 'হাতেম তা'ঈ ওয়া হাফ্‌ত সওয়াল' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থটি বর্তমানে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর রচিত বিশাল কাব্য গ্রন্থও বর্তমানে পাওয়া যায়।

## ক্রুসেড বলতে কি বুঝায়

**প্রশ্ন ঃ** *আবরার ফাহিম রিদম, দশম শ্রেণীর ছাত্র। আপনি খুলনায় যে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই মাদ্‌রাসার একটি ক্যালেন্ডারে নীচের দিকে আপনার একটি বাণী লেখা রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বর্তমান বিশ্বে ইসলামের দুশমনরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেছে। আমি ঐ ক্রুসেড শব্দের অর্থ বুঝিনি। ক্রুসেডের ইতিহাস ও ক্রুসেড বলতে কি বুঝায় দয়া করে বুঝিয়ে দিন।*



www.pathagar.com

**উত্তর ঃ** Crusade ইংরেজী শব্দ এবং এই শব্দের অর্থ হলো ধর্মযুদ্ধ। ইতিহাসে সাধারণত ক্রুসেড বলতে বুঝায় ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী খৃষ্টানজগত কর্তৃক মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ– যা তারা ফিলিস্তীন দখল করার জন্য পরিচালিত করেছিলো। ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে ইসলামের আলো যখন ইউরোপের দিকে অতিদ্রুত বিস্তার লাভ করছিলো তখন পাশ্চাত্যের ধর্মান্ধ খৃষ্টানদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ তীব্র আকার ধারণ করে। তদানীন্তন রোম সম্রাট আলেক্সিয়াস কমনেনাসের এশিয়া মাইনরস্থ একটি বিস্তীর্ণ এলাকা সেলজুক সুলতানগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়ে মুলসমানদের বিজয় অভিযান যখন ইউরোপের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হলো তখন রোম সম্রাট তদানীন্তন খৃষ্টজগতের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক নেতা পোপ দ্বিতীয় আরবানের শরণাপন্ন হন। ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী এই খৃষ্টান ধর্মগুরু দেখলেন, বহুধা বিভক্ত খৃষ্টানদের অভ্যন্তরীণ আত্মকলহ দূর করে মুসলিম জাহানের ওপর একটি বড় ধরনের আঘাত হানার এটাই মোক্ষম সময়। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এই লোকটি ১০৯৫ সনে ২৬শে নভেম্বর ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ক্লারমেন্ট নামক স্থানে খৃষ্টান নেতৃবৃন্দের একটি সভা আহ্বান করেন।

সেখানে তিনি জেরুযালেমস্থ খৃষ্টানদের পবিত্র স্থানসমূহ উদ্ধার করার প্রতি উৎসাহিত করে এক আবেগময় বক্তৃতা দেন। সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ এই লোকটির বক্তৃতার প্রভাবে সমগ্র খৃষ্টজগতে এক ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। নিছক আবেগ-উচ্ছাসের ওপর নির্ভর করে খৃষ্ট ধর্মযাজকেরা মুসলিম জাহানের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে। সে সময় পর্যন্ত মুসলিম জাহান ছিলো পৃথিবীতে সম্পদ সমৃদ্ধ উন্নত ধনী রাষ্ট্র আর খৃষ্টান রাষ্ট্রসমূহ ছিলো অনুন্নত দরিদ্র শ্রেণীর রাষ্ট্র। ক্ষুধা আর বেকারত্ব ছিলো তাদের নিত্য সাথী। খৃষ্টান ধর্ম নেতৃবৃন্দ ভাগ্যান্বেষী, বেকার, ভবঘুরে খৃষ্টানদেরকে ক্রুসেডে যোগ দিয়ে মুসলিম দুনিয়ার সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য উৎসাহিত করতে থাকে। ফলে বেকার ও দরিদ্র শ্রেণীর খৃষ্টান দস্যুর দল তাদের শক্তির কেন্দ্র কনস্টান্টিনোপলে ক্রুসেডের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে। সেখান থেকে কয়েক লক্ষ রক্ত পিপাসু লুণ্ঠনকারীর দল মুসলিম জাহানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথমে তাদের সামনে পড়ে তুরস্কের মুসলিম জনপদগুলো। তাদের বর্বর ও নৃশংস আক্রমনে সমৃদ্ধ মুসলিম জনপদগুলো ক্ষণিকের মধ্যে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

প্রথমিক সাফল্যে আত্মহারা হয়ে তারা ইউরোপের অন্যান্য খৃষ্টানদের প্রতি আহ্বান জানায় তাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য। উৎসাহী খৃষ্টানরা তাদের সাথে যোগ দেয় খৃষ্টানদের বিশাল বাহিনী ঝড়ের বেগে ছুটে যেতে থাকে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। বর্তমানে এই খৃষ্টশক্তি বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, আলবেনিয়া, আফগানিস্থান ও ইরাকে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে যেভাবে নিষ্ঠুরতায় মেতে উঠেছে, এদের অতিত ইতিহাসও ঘৃণ্য নৃশংসতায় পরিপূর্ণ। সেদিন ছিলো ১০৯৯ সনের ৭ই জুন। মুসলিম জনপদ জেরুযালেম নগরীকে চারদিক থেকে খৃষ্টানরা বেষ্টন করেছে। দিনের মধ্য ভাগে ক্রুসেডাররা জেরুযালেম নগরীর প্রাচীরের সাথে ঝুলন্ত সেতু লাগিয়ে দিয়ে নগরীর মধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত হলো। নগরীর মুসলমানরা স্পষ্ট অনুভব করলো, তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে সুতরাং ক্রুসেডারদের কাছে আত্মসমর্পণ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই। মুসলমানরা আত্মসমর্পণ করলো। কিন্তু বর্বর ক্রুসেডাররা পৃথিবীতে প্রচলিত আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রণীত আইন-কানুনের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে মুসলমানদের সাথে শুরু করলো ইতিহাসের জঘন্যতম নিষ্ঠুর-বর্বর আচরণ।

প্রাথমিকভাবে তারা জেরুযালেম দখল করে ক্ষুধার্ত বন্য হায়েনার ন্যায় ছুটে গেলো মুসলমানদের বাড়ি-ঘরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মসজিদ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত খামারে। যেখানে যাকেই পাওয়া গেলো, সেখানেই তাকে লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হলো। মুসলিম শিশু, নারী-পুরুষ তথা আবাল বৃদ্ধ-বণিতা কেউ-ই ক্রুসেডারদের নিষ্ঠুরতা থেকে নিরাপদ রইলো না। মুসলমানদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত-খামারের ফসল জ্বালিয়ে দেয়া হলো, বাড়ি-ঘর ধ্বংস স্তুপে পরিণত করা হলো। সমস্ত মসজিদগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলো। দুপুর থেকে সারা রাত ব্যাপী চললো তাদের এই মুসলিম নিধনযজ্ঞ উৎসব। ভোরের দিকে তারা মসজিদুল আক্সায় হামলা করলো। সেখানে আশ্রয়গ্রহণকারী মুসলিম নারী পুরুষ, শিশুদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো। আল আক্সা মসজিদ ধ্বংস স্তুপে পরিণত করা হলো। ইতিহাস সাক্ষী, গোটা জনপদের ৭০ হাজার মুসলমানদের মধ্যে একজন মুসলমানকেও তারা জীবিত রাখেনি। সকালে যখন খৃষ্টান নেতৃবৃন্দ জেরুযালেম নগরীতে প্রবেশ করলো, তখন মুসলমানদের লাশের স্তুপের কারণে তাদের পথ চলতে অসুবিধা হচ্ছিলো। লাশের পাহাড় ডিঙিয়ে যখন তারা জেরুযালেম নগরী পরিদর্শন করছিলো, তখন তাদের পায়ের নীচের অংশ ছিলো মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশু, যুবক-বৃদ্ধের তপ্ত রক্তে রঞ্জিত। খৃষ্টান পাদ্রীদের নেতৃত্বে

www.pathagar.com

তথাকথিত ধর্মীয় মিছিল মুসলমানদের রক্ত সাগর পাড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলো হোলি সেপালকার গির্জায় গডকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য। সেই দিনটিকে আজও খৃষ্টান জগতে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে Thanks giving day- থ্যাংস গিভিং ডে হিসেবে উদাযাপন করা হয়।

মুসলমানদের এই দুর্দিনে তুরস্কের ইমাদুদ্দিন নামক একজন ঈমানদার মুসলমান রুখে দাঁড়ালেন। তিনি মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সুসংহত করে ক্রুসেডারদের প্রতিরোধ করতে থাকেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর সুযোগ্য সন্তান নূরুদ্দীন ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করেন। কিন্তু খৃষ্টান ক্রুসেডাররা তাদের ঘৃণ্য কর্মকান্ড বন্ধ করলো না। ফিলিস্তীন তাদের দখলে, প্রায় ৮৫ বছর যাবৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের সুউচ্চ মিনার থেকে তাওহীদের ধ্বনি আযান তারা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের কারাগারে অগণিত মুসলমান নির্যাতিত হচ্ছে। মুসলিম বাণিজ্য বহর তাদের হাতে লুণ্ঠিত হচ্ছে। এ অবস্থায় কুর্দী বীর সুলতান সালাহ্ উদ্দিন আইয়ুবী ধর্মান্ধ ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় এগিয়ে এলেন। তিনি ক্রুসেডারদের পরাজিত করে মুসলমানদের প্রথম কিব্‌লা বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্ধার করলেন। ১০৯৯ সনে এই ফিলিস্তীনেই খৃষ্টানরা একটি মুসলমানকেও জীবিত রাখেনি। সেই ফিলিস্তীন সুলতান সালাহ্ উদ্দিন দখল করলেন। ইতিহাস সাক্ষী, সেদিন প্রতিশোধ গ্রহণ করার লক্ষ্যে মুসলমানরা একজন খৃষ্টানের গায়েও আঁচড় কাটেনি। সর্বশেষে আইয়ুব বংশের আরেক বীর সন্তান মালিক উল আশরাফ ক্রুসেডারদের শেষ আশ্রয় আক্কা দখল করেন। অনেকে ভেবেছিলেন, খৃষ্টানদের দীর্ঘ ২০০ শত বছরের ক্রুসেড যুদ্ধের বুঝি অবসান ঘটবে। কিন্তু খৃষ্টানদের ক্রুসেড শেষ হয়নি। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নিজেরাই নিউইয়র্ক শহরের টুইনটাওয়ার ধ্বংস করে পুনরায় তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করেছে।

## ইসলামের জন্য অস্ত্রের ব্যবহার

**প্রশ্ন ঃ** *আমি তৌহিদুল ইসলাম, মাদ্রাসা-ই আবু হোরাইরা (রাঃ)-এর ছাত্র। ইরাক, ফিলিস্তিন, কাশ্মিরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী জঙ্গী দলকে সক্রিয় দেখা যায়। তারা যেভাবে অস্ত্রের ব্যবহার করে, তা কি ইসলাম সমর্থন করে এবং যারা এসব করছে তারা কি ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী নয়?*

**উত্তর ঃ** এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে যে দেশগুলোর নাম প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে, সে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

তাহলে সেখানের মুসলমানরা কোন্ পরিস্থিতিতে অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে, তা বুঝা যাবে। ১৭৫৭ সনের ২৩ই জুন পলাশীর আম্রকাননে এদেশের স্বাধীনতা সূর্য প্রায় দুইশত বছরের জন্য অস্তমিত হয়ে গেলো। দস্যু ইংরেজরা এদেশ দখল করে নিলো। দখলদার শক্তি এদেশে মিত্র হিসেবে অমুসলিমদের সমর্থন লাভ করলো এবং এসব সমর্থকদের তারা জমিদারী, জায়গীরদারী দান করলো। দেশের প্রশাসনিক বিভাগে তাদেরকেই প্রাধান্য দেয়া হলো। এরপর অনেক সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও প্রাণের বিনিময়ে ১৯৪৭ সনে আগষ্ট মাসে দখলদার ইংরেজদের কাছ থেকে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হলো। সে সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা জম্মু ও কাশ্মিরে ইংরেজরা রাজা বানিয়ে ছিলো হরি সিং নামক এক অমুসলিমকে। এই ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জম্মু ও কাশ্মিরকে ভারতের হাতে তুলে দিলো।

এর ফল যা হবার তাই হলো। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। তারা আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করলো এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী জনগণের ব্যাপক সহযোগিতা-সমর্থন পেয়ে জম্মু ও কাশ্মির দখল করার জন্য অভিযান শুরু করলো। ভারতের সেনাবাহিনী জনসমর্থনের অভাবে মুসলমানদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহরু যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করার জন্য জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানালো। জাতিসংঘ জম্মু ও কাশ্মিরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে তাদের মধ্যে গণভোটের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। অর্থাৎ জম্মু-কাশ্মিরের জনগণ ভারতের সাথে থাকবে না পাকিস্তানের সাথে থাকবে, এর পক্ষে-বিপক্ষে ভোট গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলো জাতিসংঘ। ভারত এতে সম্মত হওয়ায় পাকিস্তান জাতিসংঘের এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে যুদ্ধবিরতি মেনে নিলো।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহরু বিশ্বাসঘাতকতা করে জম্মু ও কাশ্মিরে গণভোট করতে দেয়নি এবং বর্তমান সময় পর্যন্তও ভারতের কোনো একজন শাসক বা রাজনৈতিক দলও গণভোটের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ না নিয়ে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের স্বাধীনতা হরণ করছে। জম্মু-কাশ্মিরের ব্যাপারে জাতিসংঘও তার অঙ্গিকার পালন করেনি বরং ভারতকেই সহযোগিতা করে আসছে। পৃথিবীর যেখানেই মুসলমানরা অত্যাচারের সম্মুখিন হয়েছে এবং হচ্ছে, জাতিসংঘ সেখানেই মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বের পরাশক্তিগুলো ভারতকে তার ওয়াদা বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে চাপ না দিয়ে

www.pathagar.com

জম্বু-কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামী মুসলমানদেরকেই অভিযুক্ত করে আসছে। জম্বু-কাশ্মিরের মুসলমানরা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় দীর্ঘ ৪০ বছর গণভোটের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করতে গিয়ে বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিলো, কিন্তু ভারত বা জাতিসংঘ সেখানে গণভোটের ব্যবস্থা করলো না। বাধ্য হয়ে সেখানের মুসলমানরা নব্বই এর দশকের দিকে অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নিতে বাধ্য হলো। জম্বু-কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামী মুসলমানদেরকে ভারতের সুরে সুর মিলিয়ে জাতিসংঘ ও বর্তমান বিশ্বের স্বঘোষিত মোড়ল আমেরিকা সন্ত্রাসী এবং তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বলে অভিযুক্ত করছে। অথচ মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরের গুটি কয়েক খৃষ্টান স্বাধীনতার আওয়াজ তোলার সাথে সাথেই জাতিসংঘ ও বিশ্বের অমুসলিম শক্তিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম রাষ্ট্র বিভক্ত করে সেখানে ক্ষণিকের মধ্যে খৃষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে দিলো।

জম্বু-কাশ্মিরের মুসলমানদের অবস্থার তুলনায় ফিলিস্তীনের মুসলমানদের অবস্থা আরো করুণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালীর স্বৈরাচার মুসোলিনির ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়ার মিত্র শক্তিকে দুনিয়ার সবথেকে কুচক্রী ও ধনী জাতি ইয়াহূদীরা সার্বিক দিক দিয়ে ব্যাপক সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলো এই শর্তে যে, যুদ্ধে বিজয়ী হলে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে যে ফিলিস্তীন থেকে তারা ১২০০ বছর পূর্বে বিতাড়িত হয়েছিলো, সেই ফিলিস্তীন থেকে মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে ফিলিস্তীনে ইয়াহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দিতে হবে। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া ও অন্যান্য মিত্র শক্তি ইয়াহূদীদের এই শর্ত কবুল করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়াহূদীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেছিলো। অথচ তারা আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার যে বিশাল বিশাল এলাকা বর্তমান সময় পর্যন্তও পতিত রয়েছে, সেখানে ইয়াহূদীদেরকে বসতি স্থাপন করে দিতে পারতো। তা না করে শক্তি প্রয়োগ করে সন্ত্রাসের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে ফিলিস্তীনকেই ইয়াহূদীদের দিয়ে দিলো। শুধু তাই নয়, সার্বিকভাবে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে দমিয়ে রাখার লক্ষ্যে ইয়াহূদীদেরকে বর্তমানে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত করা হয়েছে।

নিজ জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত ফিলিস্তীনের মুসলমানরা নিজের দেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করার জন্য নানাভাবে আবেদন-নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। ফিলিস্তীনের মুসলমানদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে ইয়াহূদীরা অস্ত্রের মাধ্যমে নিষ্ঠুরভাবে দমন করার চেষ্টা করছে। প্রতিদিন সেখানে ফুলের

www.pathagar.com

পাঁপড়ীর মতো অসংখ্য মুসলিম শিশু-কিশোরদের হত্যা করা হচ্ছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ প্রদর্শনীমূলকভাবে ইয়াহূদীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, কিন্তু বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা সে প্রস্তাব কার্যকর করতে দেয়নি। ইরাক, আলজেরিয়া ও আফগানিস্তানের মুসলমানরা একই কারণে হাতে অস্ত্র উঠিয়ে নিয়েছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ক্ষেত্র বিশেষে এমন আকার ধারণ করে যে, অস্ত্রের জবাব অস্ত্রের মাধ্যমে দেয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। ১৯৬৫ সনে ভারত অন্যায়ভাবে পাকিস্তানের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় এবং লাহোর দখল করার জন্য বিশাল ট্যাঙ্ক বহর লাহোরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। পাকিস্তানের ঐ সেক্টরে ভারতের এই অন্যায় আগ্রাসন প্রতিহত করার দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল টিক্কা খান। তিনি উপায়ন্তর না দেখে নিজের বাহিনীকে অনুরোধ জানালেন, 'ভারতের এই ট্যাঙ্ক বহরের মোকাবেলা করার মতো একটি মাত্র পথ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। সে পথটি হলো, যে পথ দিয়ে ভারতের ট্যাঙ্ক বহর আমাদের পবিত্র দেশে প্রবেশ করবে, সেই পথের দুই পার্শ্বে নিজের দেহের সাথে ডিনামাইট বেঁধে লুকিয়ে থাকতে হবে। যখনই ট্যাঙ্ক সামনে আসবে, তখনই ট্যাঙ্কের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণদান করতে হবে।'

সেনাপতির এই প্রস্তাব শুনে সাধারণ সৈনিকরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো। সৈনিকদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে সেনাপতি ঘোষণা করলেন, তিনি স্বয়ং এই পদ্ধতিতে প্রাণদান করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবেন। সেনাপতির ঘোষণা শুনে সাধারণ সৈনিকরা জানালো, সেনাপতিকে তারা প্রাণ দিতে দেবে না, স্বয়ং তারাই প্রাণ দিয়ে দেশকে রক্ষা করবে। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করার ফলে ভারতের পাকিস্তান দখলের স্বপ্ন ধূলায় মিশে গেলো। জম্মু-কাশ্মির, আলজেরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, চেসনিয়া ও ফিলিস্তীনের মুসলমানরা ঐ একই অনুভূতি নিয়ে আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। কারণ, প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার শক্তি-সামর্থ না থাকার কারণেই তারা আত্মঘাতি হামলার পথ বেছে নিয়েছে। আত্মঘাতী হামলা যারা করছে, তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায় আখ্যায়িত করলেই তাদের মূল্যবান জীবন বিলিয়ে দেয়া বৃথা যাবে! মনে রাখতে হবে, সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস করে ব্যক্তিস্বার্থে। তারা জীবন বিলিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাস করে না, অন্যের জীবন কেড়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাস করে। আমেরিকা– ইরাক ও আফগানিস্তানসহ বিশ্বজুড়ে যে সন্ত্রাস করছে, সেখানে তারা জীবন বিলিয়ে দিতে আসেনি, জীবন হরণ করতে এসেছে।

www.pathagar.com

জম্মু-কাশ্মির, ইরাক, আলজেরিয়া, চেসনিয়া, আফগানিস্তান এবং ফিলিস্তীনের স্বাধীনতাকামী মুসলমানরা শাহাদাতের অদম্য আগ্রহ নিয়ে দখলদার শত্রুদেরকে হত্যা করতে গিয়ে শহীদ হচ্ছে। এভাবে নিজের ইচ্ছায় দ্বীন, ঈমান, আদর্শ, দেশ-জাতির স্বার্থে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-পরিজন সর্বপরি নিজের জীবনের মায়া-মমতা পরিত্যাগ করে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয়া কোনো খেল-তামাশার বিষয় নয়। সুতরাং যারা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নিজের মূল্যবান জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে, তারা কোনোক্রমেই সন্ত্রাসী নয়। বরং যারা অস্ত্র শক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের স্বাধীনতা হরণ করেছে, তারাই প্রকৃত সন্ত্রাসী। বরং প্রকৃত সত্য হচ্ছে, বর্তমানে বিশ্বের স্বঘোষিত মোড়ল আমেরিকার অযৌক্তিক ও অবৈধ কর্মকান্ডই অসহায় নির্যাতিত মুসলমানদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য করেছে। এই আমেরিকাই এক সময় ভিয়েতনামের জনগণকে অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য করেছিলো। সাধারণ মানুষের আন্দোলন করার অধিকার যখন শক্তি আর অস্ত্রের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেয়া হয়, তখন মুক্তিকামী মানুষ অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয় এবং এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। বর্তমানে শক্তিবলে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হয়েছে। যারা মানুষের স্বাধীনতা হরণ করছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে মুক্তিদাতা, আর যারা স্বাধীনতার জন্য জীবন দিচ্ছে, তাদেরকেই সন্ত্রাসী নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

## মাইকে আযান দেয়া হয় না

**প্রশ্ন ঃ** *আমি স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমার নাম রফিকুল হাসান। আমাদের বাসার পাশে একটি মসজিদে নামাজ আদায় করি কিন্তু সে মসজিদে মাইকে আযান বা শুক্রবারে খুতবা পাঠ করা হয় না। কেনো হয় না– জানতে চাইলে বলা হয়, মাইকে আযান দেয়া বা কোরআন তিলাওয়াত করা কোরআন-হাদীসের দলিলে শির্‌কে আকবার। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।*

**উত্তর ঃ** সবথেকে বড় শির্‌ক যা তাকেই শির্‌কে আকবার বলা হয়। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর সাথে যা সম্পর্কিত, এসব বিষয়ের সাথে যদি কোনো মানুষ বা অন্য কিছুর তুলনা করা হয় এবং এসব গুণাবলী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর মধ্যে রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়, তাহলে সেটাই হয় শির্‌কে আকবার। মাইকে আযান দেয়া, কোরআন তিলাওয়াত বা খুত্‌বা পাঠ করাকে যারা শির্‌কে আকবার বলে, তারা শির্‌ক সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচয় দেয় এবং অজ্ঞতার

www.pathagar.com

কারণেই তারা এ ধরনের কথা বলে থাকে। এ ধরনের কথা যারা বলে তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টি করছে। আযানে, নামাযে এবং তিলাওয়াতে মাইক বা লাউড স্পীকার ব্যবহার নাজায়েয হলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ বায়তুল্লাহ শরীফ, মদীনার মসজিদে নববী এবং পবিত্র হজ্জে মাইক ব্যবহার করা হতো না। কিছু সংখ্যক লোক মুসলমানদেরকে পশ্চাৎমুখী করে রাখার জন্যই এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলে থাকে। এদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নয়।

## বাংলাদেশে কত সালে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম কাইসার হামীদ জিল্লু, দারুল ইরফান একাডেমীর চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। আমি জানতে চাই, বাংলাদেশে কত সালে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে?*

**উত্তর ঃ** আরব মুসলিম ঐতিহাসিক, ভূগোলবেত্তা ও মুহাদ্দিসগণের গবষেণা ও রচনা থেকে বর্তমানে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের যুগেই এদেশে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম আগমন করেছিলেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবাদান মারওয়াযী (রাহঃ) উল্লেখ করেছেন, ৬১৮ খৃষ্টাব্দে সাহাবী আবু ওয়াক্কাস ইবনে ওয়াহাইব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক সাহাবী সর্বপ্রথম এদেশে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন।

## ফজরের নামায কোন্ সময় পর্যন্ত পড়া যাবে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম উমর তাহসিন, স্কুলে পড়ি। আমার জানা ছিল যে, ফজরের নামাযের সময় সূর্য ওঠার পূর্ব পর্যন্ত। আমার এক বন্ধু বলেছে ফজরের নামাযের সময় বেলা দশটা পর্যন্ত। কোন্টি সঠিক?*

**উত্তর ঃ** ফজরের নামাযের সময় সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত। তোমার বন্ধু না জানার কারণে ভুল কথা বলেছে। ঘুমের কারণে যদি সঠিক সময়ে ফজরের নামায আদায় করা না যায়, তাহলে ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে সর্বপ্রথমে ফজরের নামায আদায় করে নিতে হবে। তবে সূর্য উদিত হচ্ছে, এ সময়ে নামায আদায় করা যাবে না। সূর্যের আভা ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

## মিলাদ রাসূলের যুগে ছিল না

**প্রশ্ন ঃ** *আপনি বলে থাকেন, মিলাদ রাসূলের যুগে ছিল না। কিন্তু আমাদের মাদ্রাসা ময়দানে এক মাহফিলে একজন বক্তা বলেছেন, ওআইসি সম্মেলনে মুসলিম*

www.pathagar.com

*রাষ্ট্রপ্রধানগণ সম্মিলিতভাবে দাঁড়িয়ে কেয়াম করেন এবং মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মোহাম্মাদ ১২ই রবিউল আওয়ালে জশনে জুলুস করেছেন। সুতরাং এসব করা জায়েয। এ ব্যাপারে অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানাবেন।*

**উত্তর ঃ** প্রচলিত মিলাদ নামক অনুষ্ঠান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের প্রায় ছয় শত বছর পর আমদানী করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে এমন কিছু নিয়ম অনুসরণ করা হয় এবং রাসূলের উদ্দেশ্যে যেভাবে দরুদ পাঠ ও সালাম জানানো হয়, যা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের যুগে ছিলো না। সুতরাং যে ধরনের অনুষ্ঠান কোনো সাহাবী, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন বা পরবর্তী আইয়ামে মুজতাহেদীন দ্বারা প্রমাণিত নয়, তা সওয়াবের নিয়তে পালন করার কোনো যুক্তি নেই। কোনো মাওলানা সাহেব বা পীর সাহেব কি করলেন অথবা মুসলিম দেশের কোন্ নেতা কি করলেন, তা মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে না। মুসলিম জনগোষ্ঠী কেবল তাই অনুসরণ করবে, যা কোরআন ও সুন্নাহ্ নির্দেশ করেছে। কোনো কোনো মুসলিম দেশের মুসলিম নামধারী একশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ মদপানে, জেনা-ব্যভিচার ও পরকিয়া প্রেমে অভ্যস্ত, কেউ ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে, কেউ কেউ ইসলামের কঠোর দুশমন। এসব ব্যক্তিবর্গ শুধুমাত্র মুসলিম দেশের নেতা হবার কারণে তারা কি মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে? মনে রাখতে হবে, মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দ জায়েয-নাজায়েযের মানদন্ড নয়– মুসলমানদের মানদন্ড হলো আল্লাহর কোরআন ও রাসূলের সুন্নাহ্। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–আমি তোমাদের কাছে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। এই দুইটি অনুসরণ করতে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত এবং কিয়ামতের দিন হাউজে কাওসারে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এই দুইটি জিনিস কখনই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। (মুস্তাদরাক হাকেম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩)

## শির্ক, বিদআতের বিরুদ্ধে আমাদের কি ভূমিকা

**প্রশ্ন ঃ** *মোহাম্মাদ শাহজাহান, ৮ম শ্রেণী, দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসা। শিখা চিরন্তনের বিরুদ্ধে আপনি প্রথম থেকেই বক্তৃতা করছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা চলছেই। এসব শির্ক ও কুফ্রী কাজের বিরুদ্ধে আমরা কি করতে পারি?*

**উত্তর ঃ** তোমাদের দায়িত্ব হলো, শির্ক, বিদআত ও কুফ্রী সম্পর্কে সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষকে সচেতন করে তোলা এবং কোরআন-সুন্নাহ্‌র প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরা। শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বান, নানা ধরনের বেদী নির্মাণ, কবরে বা বেদীতে ফুল দেয়া ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা ইত্যাদী বিষয় সম্পর্কে মানুষকে বুঝাতে হবে যে, এসব অমুসলিমদের সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতি নয়। এই সংস্কৃতি অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য হারাম।

## স্লামালেকুম না আস্‌সালামু আলাইকুম

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম রাহাত বিন সাদাত। ক্লাস সিক্সে পড়ি। আমার এক আঙ্কেল আমাদের বাসায় ফোন করলে আমি ফোন ধরে তাঁকে স্লামালেকুম বললাম। কিন্তু তিনি বললেন, স্লামালেকুম বলবে না– বলবে আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি তাকে বললাম, হুমায়ুন আহমেদের বইতে স্লামালেকুমই পড়েছি টেলিভিশনে নাটকেও তাই শুনেছি। আসলে কোনটি ঠিক?*

**উত্তর ঃ** তোমার আঙ্কেল সালামের সঠিক উচ্চারণ করার কথাই বলেছেন। ইসলামের দুশমনদের সেবাদাস মুসলিম নামধারী একশ্রেণীর কবি-সাহিত্যিক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ইসলাম থেকে এদেশের মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এরাই আস্‌সালামু আলাইকুম-এর বিকৃত উচ্চারণ স্লামালেকুম–বলার রীতি চালু করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। পবিত্র কোরআনে সূরা নূর-এ সালাম জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। ফোন রিসিভ করে প্রথমে সালাম জানাতে হবে। কারো সাথে দেখা হলে, বাসা থেকে বাইরে যাবার সময় ও ফিরে আসার পরে পিতা-মাতা, সন্তান, ভাইবোন বা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে প্রথমে সালাম দেবে। আবু দাউদ ও তিরমিযী হাদীসে একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কালদা ইবনে হাম্বল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু প্রথমে সালাম করিনি বলে অনুমতিও পাইনি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–ফিরে যাও, তারপর এসে প্রথমে বলো, আস্‌সালামু আলাইকুম– তারপরে প্রবেশের অনুমতি চাও। আরেক হাদীসে বী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম করেনি, তাকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিও না এবং কথা বলার পূর্বে সালাম দাও। সুতরাং ব্যপকভাবে সালামের প্রচলন করতে হবে এবং সঠিক উচ্চারণে সালাম জানাতে হবে।

www.pathagar.com

## মুসলিম কিশোরদের দায়িত্ব কি

**প্রশ্ন ঃ** *রাকিব মাহমুদ সানভী, নবম শ্রেণী। মুসলিম হিসেবে আমাদের মতো কিশোরদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বলুন।*

**উত্তর ঃ** তোমাদের মধ্যে যারা বর্তমানে কিশোর, তোমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, তোমরাই আগামী দিনে জাতির ভবিষ্যৎ। ইনশাআল্লাহ একদিন তোমরা লেখাপড়া শিখে পরিণত বয়সে পৌঁছে দেশ ও জাতির নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেই অন্ধকার সমাজে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত করার লক্ষ্যে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করলেন, তখন কিশোর ছেলেরাও তাঁর সহযোগী হয়েছিলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তখন বয়সে কিশোর। আল্লাহর রাসূল দাওয়াতী কাজের সূচনা করেছেন। তিনি সেই সমাজের নেতৃবৃন্দকে ডেকে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানালেন। নেতৃবৃন্দের একজনও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিলো না। কিশোর সাহাবী হযরত আলী উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন, 'আমি বয়সে সকলের ছোট, আমার কণ্ঠের আওয়াজও ক্ষীণ, শারীরিক দিক দিয়েও আমি বড়দের তুলনায় দুর্বল। তবুও আমি এই কঠিন সংগ্রামী পথে চলার ব্যাপারে সঙ্কল্পবদ্ধ হলাম। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করলাম।' হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও তাঁর ছোট ভাই বয়সে কিশোর ছিলেন। ইসলামের পক্ষে হযরত সা'দ-ই সর্বপ্রথম অস্ত্র পরিচালনা করেছেন। তাঁর ছোট ভাই কিশোর সাহাবী শাহাদাতবরণ করেছেন।

মদীনার দুই কিশোর সাহাবী হযরত মায়াজ ও মুওয়াব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম ইসলামের কঠোর দুশমন আবু জাহিলকে হত্যা করে জাহান্নামে প্রেরণ করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন 'ওঠো এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত জান্নাতের দিকে এগিয়ে চলো। যে জান্নাত নির্মিত হয়েছে এবং নির্বাচিত করা হয়েছে, আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য।' বনী সালামা গোত্রের উমাইয়া ইবনে হুমাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন কিশোর সাহাবী। তাঁর চেহারায় তারুণ্যের উজ্জ্বলতা পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মতই যেন দ্যূতি ছড়িয়ে দিচ্ছিল বদরের প্রান্তরে। তারুণ্যের সন্ধিক্ষণে শরীর থেকে তাঁর সুষমার দিপ্তী বদরের প্রান্তর যেন আলোকিত করেছিল। তিনি বসে খেজুরের ছড়া থেকে খেজুর খাচ্ছিলেন। প্রিয় নবীর কথা তাঁর কর্ণ কুহরে যেন মধু বর্ষণ করলো। তিনি মুখ দিয়ে আনন্দ ও প্রশংসাসূচক শব্দ করলেন।

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেই তরুণ সাহাবীর মুখে আনন্দসূচক শব্দ শুনে তাঁর দিকে পবিত্র আঙ্গুলের ইশারা দিয়ে বললেন, জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে তুমি একজন। এ কথা শুনে কিশোর সাহাবী উমাইয়েরের হৃদয়ে যেন খুশীর প্লাবন প্রবাহিত হলো। তিনি খেজুরগুলো দূরে নিক্ষেপ করে কচি কণ্ঠে বললেন, হাতে এত খেজুর! এগুলো খেয়ে শেষ করতে তো অনেক সময়ের প্রয়োজন! এত সময় ধরে খেজুর খেতে থাকলে জান্নাতে যেতে দেরী হয়ে যাবে। এ কথা বলে তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন শত্রুর বুহ্যের দিকে। প্রচন্ড বেগে তরবারী চালিয়ে তারপর এক সময় নিজে শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করে আল্লাহর জান্নাতে চলে গেলেন। সাহাবায়ে কেরামদের জীবনেতিহাসে দেখা যায়, এ ধরনের বহু সংগ্রামী কিশোর সাহাবী আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার কাজে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহযোগী হয়েছিলেন এবং তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ইসলামের বিজয় ইতিহাসে অসংখ্য বীর কিশোরদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে, তাঁদের সংগ্রামী পথ বেয়েই তোমাদের মতো কিশোরদের বর্তমানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী ময়দানে এগিয়ে আসতে হবে। দুঃস্থ, আর্তমানবতার কল্যাণে, তাদের দুয়ারে কোরআনের আহ্বান পৌছাতে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এবং সারা দুনিয়াকে কোরআনের রঙে রঙিন করার জন্য তোমাদের মতো কিশোরদের দৃঢ় পদে এগিয়ে আসতে হবে। তোমরা কোরআন হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করো, দেখবে বর্তমান পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে একমাত্র ইসলামেই। এই ইসলামকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব মুসলমানদের। বর্তমানে মুসলিম নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণেই অমুসলিম শক্তির হাতে প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর দেশে দেশে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে, তারা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও অপমানিত হচ্ছে– কুকুরের মতো একটি প্রাণীর যে মর্যাদা অমুসলিমদের কাছে রয়েছে, সেই মর্যাদা মুসলমানদের নেই। তাদের যাবতীয় অধিকার অমুসলিমরা নিষ্ঠুর পায়ে পদদলিত করছে। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে অমুসলিমরা আল্লাহ-রাসূল ও কোরআন সুন্নাহর প্রতি আঘাত করছে।

মুসলমানদের এই করুণ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে হলে জ্ঞানের অস্ত্রে নিজেদেরকে সজ্জিত করতে হবে। এ জন্য মুসলিম কিশোরদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তোমরা মানুষ হিসেবে ভবিষ্যতে কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার,

www.pathagar.com

ব্যরিষ্টার, শিল্পপতি বা মন্ত্রী হবে। মনে রাখতে হবে, সাথে সাথে তোমাদেরকে মুসলিম ডাক্তার, মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার, মুসলিম শিল্পপতি হতে হবে। সর্বপ্রথমে মুসলিম তথা আল্লাহর গোলাম হতে হবে তারপর অন্য কিছু। তাহলে তোমাদের দ্বারা মুসলিম দেশ ও জাতি উপকৃত হবে এবং মুসলমানরা এই করুণ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাবে। বর্তমানে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা নেই, এ জন্য তোমাদেরকে স্কুল-কলেজের শিক্ষার পাশাপাশি কোরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য ব্যপকভাবে অধ্যয়ন করতে হবে এবং তোমাদেরকে হতে হবে মহাসত্যের পতাকাবাহী দুর্দমনীয় সৈনিক। মানুষের ওপরে মানুষের প্রভুত্বকে নিঃশেষ করে দিয়ে তোমরা গড়ে তুলবে আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে এক সুন্দর দেশ ও সমাজ। যে দেশের আর্তমানবতা খুঁজে পাবে মুক্তির স্বাদ। তোমরা যখন সুন্দর পোষাক পরে গাড়িতে করে স্কুলে যাও, তখন তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাও, তোমাদেরই মতো অসংখ্য শিশু-কিশোর পথের ধারে পড়ে রয়েছে। তারা ডাস্টবিনে দুর্গন্ধ পচা-গলিত খাদ্য নিয়ে কুকুরের সাথে কাড়াকাড়ি করছে। কেউ কাগজ কুড়াচ্ছে, কেউ চা-বাদাম বিক্রি করছে। কেউ বা হাড়ভাঙা কুলির কাজ করছে। এভাবে অসংখ্য শিশু-কিশোর দু'মুঠো ভাতের জন্য অপরিণত বয়সে শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

এসব দুঃস্থ শিশু-কিশোর পথকলিদের দেখে কি তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগে না, আহা! এরাও তো আমাদের মতো পিতা-মাতার স্নেহের ছায়ায় লালিত-পালিত হয়ে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হয়ে গাড়িতে চড়ে স্কুলে যেতে পারতো! কেনো তারা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার থেকে বঞ্চিত? যে বয়সে তাদের হাতে শিক্ষার সামগ্রী বই-কলম থাকার কথা, সেই বয়সে কেনো ওদের হাতে লোহার হাতুড়ী? কারো মাথায় বহনের অসাধ্য বোঝা? এসব প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগাতে হবে। এর একমাত্র কারণ কি জানো? আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বিধানের মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে যে অধিকার দিয়েছেন, সেই বিধান প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে একশ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল শক্তিবান মানুষ অধিকাংশ মানুষের অধিকার হরণ করে রেখেছে। এরাই ঐসব লোক, যারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার কাজে বাধার সৃষ্টি করছে। কারণ এরা জানে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হলে, তারা অন্য মানুষকে শোষণ করে, তাদের অধিকার কেড়ে নিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়তে পারবে না। সুতরাং অধিকার বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর

www.pathagar.com

বিধান কায়েমের লক্ষ্যে তোমাদের মতো কিশোরদেরকেই দৃঢ় পায়ে যাবতীয় বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে হবে। আর এ কাজে সর্বপ্রথম ও প্রধান অস্ত্র হলো জ্ঞান। কোরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে নিজেদেরকে জ্ঞানের অস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে এবং জীবনকে সুশৃংখল ও সুগঠিত করতে হবে।

## নামায আদায়কালে মনে অন্য চিন্তা এলে

**প্রশ্ন ঃ** *নামায পড়া অবস্থায় মনে যদি কোনো বাজে চিন্তা আসে তাহলে কি আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ পড়তে হবে? যদি পড়ি তাহলে নামায কি হবে?*

**উত্তর ঃ** শয়তান সবথেকে বেশী প্রচেষ্টা চালায় আল্লাহর কোনো বান্দাহ্ যেন সঠিকভাবে একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করতে না পারে। এ জন্য সে নামায আদায়রত অবস্থায় মনের মধ্যে নানা ধরনের চিন্তার উদ্রেক করে দেয়। এ অবস্থায় নামাযে পঠিত সূরা বা দোয়া-কালামের বাইরে কোনো দোয়া বা আস্‌তাগফিরুল্লাহ পড়া যাবে না। সালাম ফিরিয়ে তারপর পড়তে হবে। মনে ভিন্ন চিন্তা এলে বা মন এদিক-ওদিক চলে গেলে সচেতন হবার সাথে সাথে মনকে নামাযের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

## বাংলাদেশ কি কখনো ইসলামী রাষ্ট্র হবে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম রায়হান, স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ি। বাংলাদেশ কি কখনো ইসলামী রাষ্ট্র হবে? হলে কতদিন পরে হবে তা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।*

**উত্তর ঃ** ইনশাআল্লাহ– সেদিন বেশী দূরে নয় যখন এদেশে ইসলামের বিজয় কেতন স্বগৌরবে উড়বে। আর এ জন্য তোমাদের মতো কিশোর-তরুণদেরকে নিজের জান্-মাল কোরবানী দিয়ে ময়দানে এগিয়ে আসবে। ঠিক কতদিন পরে এদেশ আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত হবে, তা বলা মুশকিল। এদেশের সংবিধান অনুসারে সংসদে যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে, তারাই দেশ পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করবে। নির্বাচনে ইসলামপন্থী লোকজন বিজয়ী হয়ে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার সুযোগ পেলেই ইন্‌শাআল্লাহ তাঁরা সংসদে বসে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হবেন। তোমরা দেশের জনগণকে উৎসাহিত করো, নির্বাচনের সময় তারা যেন ইসলামপন্থীদেরকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করে সংসদে পাঠায়।

www.pathagar.com

## আপনি কিভাবে ইসলামী রাজনীতির পথে এসেছেন

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম জুয়েল– ক্লাস টেন-এ পড়ি, বাড়ি খুলনা। আমি জানতে চাই আপনি কিভাবে ইসলামী রাজনীতির পথে এসেছেন।*

**উত্তর ঃ** দেশ ও জাতির প্রতিটি বিভাগে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেই আধুনিক রাষ্ট্রনীতির পরিভাষায় ইসলামী রাজনীতি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় ইকামতে দ্বীন তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। একজন মুসলমানের প্রতি যেমন নামায-রোযা আদায় করা ফরজ, অনুরূপভাবে সক্ষম মুসলমানের প্রতি ইকামতে দ্বীন তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামর্থ অনুযায়ী অংশগ্রহণ বা সাহায্য-সহযোগিতা করা ফরজ। আমি যখন কোরআন হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে একজন মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হয়েছি, তখন থেকেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজের যাবতীয় কিছু উৎসর্গ করে দিয়েছি।

## জাতিসংঘ ও মুসলমান

**প্রশ্ন ঃ** *আমি আগ্রাবাদে একটি স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। নাম মোহাম্মাদ আব্দুল আওয়াল। টেলিভিশনে যখন দেখি ইরাক আর ফিলিস্তিনে আমার মত শিশুরা নিহত হচ্ছে তখন আমার খুব কষ্ট হয়, কান্না আসে। জাতিসংঘ কি এদের রক্ষার জন্য কিছু করতে পারে? আমরা এসব শিশুর জন্য কি করতে পারি?*

**উত্তর ঃ** ইসলামের সাথে মুসলমানদের যখন দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তথা মুসলমানরা যখন ঈমানহারা হয়ে পড়েছে, তখনই তাদের ওপরে পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ নেমে এসেছে। মুসলমানরা যখন ঈমানের বলে বলিয়ান ছিলো, তখন এই পৃথিবীর নেতৃত্বও ছিলো তাদের হাতে। ঈমানহারা হবার কারণে স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বের আসন থেকে তারা অপসারিত হয়েছে, সেই শূন্যস্থান পুরণ করেছে অমুসলিম শক্তি। পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বর্তমানে আসীন হয়েছে দুষ্কৃতি প্রকৃতির লোকজন। তাদের নির্দেশেই জাতিসংঘ পরিচালিত হচ্ছে। মুসলমানদের ধ্বংস করার নীল নক্শা বাস্তবায়ন হচ্ছে জাতিসংঘের মাধ্যমে। সেই জাতিসংঘের কাছ থেকে মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থে কোনো কিছু আশা করতে পারে না। বর্তমানে মুসলিম দেশসমূহের নেতৃত্বের আসনে আসীন রয়েছে দুর্বল নেতৃত্ব। ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ যখন অমুসলিম শক্তির সেবাদাস বর্তমান জাতিসংঘ ত্যাগ করে নিজেরা পৃথক জাতিসংঘ গঠন করবে,

www.pathagar.com

তখনই কেবল মুসলমানদের কল্যাণে জাতিসংঘ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। সুতরাং তোমরা শিশু-কিশোররা নিজেদেরকে কোরআনের রঙে রঙিন করো এবং নেতৃত্বের উপযোগী করে নিজেদেরকে গড়ে তোলো। তখনই কেবল নির্যাতিত মুসলিম শিশুদের জন্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। বর্তমানে নির্যাতিত মুসলিম শিশু কিশোরদের জন্য দোয়া করা ছাড়া আর কি-ই বা করা যেতে পারে! আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছো দোয়া করো, তিনি যেন মুসলিম মিল্লাতকে এমন নেতৃত্ব দান করেন, যিনি মুসলমানদেরকে এই করুণ অবস্থা থেকে মুক্তির পথে এগিয়ে নেবেন।

## টেলিভিশনে নাটক দেখা যাবে কি

**প্রশ্ন ঃ** *টেলিভিশনে অনেক নাটক দেখায়। এসব নাটকের মধ্যে যেসব ভালো নাটক দেখায় তা দেখতে পারবো কি?*

**উত্তর ঃ** টেলিভিশন স্বয়ং কোনো খারাপ জিনিস নয়, বরং টিভি, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি ইত্যাদি আল্লাহর নে'মাত বিশেষ। এগুলো ব্যবহার করে মানব চরিত্রের উন্নতি ঘটানো সম্ভব এবং ব্যাপকভাবে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটানো যেতে পারে। যেমন একটি ছুরি বা চাকু, যা দিয়ে ডাক্তার মুমূর্ষ রোগীকে অপারেশন করে সুস্থ করে তুলতে পারে। অপরদিকে ডাকাত-সন্ত্রাসী ছুরি-চাকু ব্যবহার করে অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে মানুষকে হত্যা করতে পারে। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টিভি-ভিসিআর ব্যবহৃত হচ্ছে নীতি-নৈতিকতাহীন লোকদের দ্বারা। তারা এসব জিনিসকে মানুষের চরিত্র ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করছে। এগুলো যদি সৎ ও চরিত্রবান লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো, তাহলে এগুলো মানব চরিত্র গঠনের কাজে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে অধিকাংশ টিভি চ্যানেলগুলো মানুষের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস কারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যদি ১০ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়, তাহলে চরিত্র গঠন করার মতো অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় মাত্র ২০/৩০ মিনিট। অবশিষ্ট সময়টুকু চরিত্র ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিশু-কিশোর বা তরুণ-তরুণী চরিত্র গড়ার মতো অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে চরিত্র ধ্বংস করার অনুষ্ঠান দ্বারাই প্রভাবিত হচ্ছে। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী লোকদের রচিত নাটকই টেলিভিশনের চ্যানেলগুলোয় সর্বাধিক প্রচার হয়ে থাকে। এসব নাটকের মাধ্যমে সুকৌশলে মুসলিম শিশু-কিশোরদের মনে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে। তবে আল হাম্‌দু লিল্লাহ– ইসলামের



www.pathagar.com

আলোকে নাটক রচিত হচ্ছে এবং এসব নাটক টিভি চ্যানেলে প্রচার আরম্ভ হয়েছে। তোমরা এসব নাটক নিজেরা দেখবে এবং অন্যকেও দেখার কথা বলবে। যেসব নাটকে আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম, নামায-রোযা, পরকালের কথা নেই, পর্দার ব্যবস্থা নেই। এসব নাটক নিজেরাও দেখবে না, অন্যকেও নিষেধ করবে।

## তাবিজ করা হলে তা সফল হয় কেন

**প্রশ্ন ঃ** *আমি চট্টগ্রাম লোহাগাড়া-কাপাসগোলা স্কুলের ছাত্র। আমার প্রশ্ন হলো, একজন মানুষ পরহেজগার কিন্তু তাকে তাবিজ করা হলে তা সফল হয় কেনো?*

**উত্তর ঃ** যে কোনো মানুষেরই যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়, সে মানুষ যে কোনো আদর্শের অনুসারী হোক না কোনো। অনুরূপভাবে যারা পরহেজগার, তারাও তো মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নয়। ক্ষুধার সময় তাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তারা রোগে আক্রান্ত হন অর্থাৎ জাগতিক সবকিছুতেই তারা আক্রান্ত হন। অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে গোনাহ্গার ব্যক্তি যেমন আহত বা নিহত হতে পারে, তেমনি পরহেজগার ব্যক্তিও অস্ত্রের আঘাতে আহত বা নিহত হতে পারেন। যাদু-টোনা ইত্যাদির প্রভাবে পরহেজগার ব্যক্তিও প্রভাবিত হতে পারেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী-রাসূলগণও এর উর্ধ্বে ছিলেন না, তাঁদের ওপর যাদুর ক্রিয়া হয়েছে। সুতরাং এ ধারণা ঠিক নয় যে, পরহেজগার ব্যক্তিগণ যাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন না।

## বিউটি পার্লারে যাবো কি

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম নাসরিন, বাকলিয়া সাউথ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। আমাদের দেশে টেলিভিশনে যেসব অনুষ্ঠান দেখায়, তা কি দেখা যাবে? বিউটি পার্লারে গিয়ে চুল কাটা বা ফ্যাশন করা যাবে কি?*

**উত্তর ঃ** টেলিভিশনে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড দেখানো হয়, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন চিত্র দেখানো হয়, সংসদ অধিবেশন দেখানো হয়, দেশ-বিদেশে কি ঘটছে সেসব সংবাদ স্বচিত্র দেখানো হয়, এরপর পশু-মৎস পালন পদ্ধতি দেখানো হয়, চিকিৎসা সম্পর্কে নানা কিছু দেখানো হয়, সুতরাং এসব দৃশ্য দেখা যাবে। ঐসব দৃশ্য প্রচার করা বা দেখা যাবে না, যেসব দৃশ্য দেখলে নৈতিক চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, বর্তমানের প্রচার মাধ্যম এসব দৃশ্য প্রচারে সর্বাধিক সময় ব্যয় করে থাকে। আর বিউটি পার্লার যদি শুধুমাত্র নারীর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সেখানে পর্দার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সেখানে গিয়ে

www.pathagar.com

সৌন্দর্য চর্চা করা যাবে। তবে বিউটি পার্লারে গিয়ে সাজ-সজ্জা করে বাইরে পর পুরুষের সামনে প্রদর্শন করা যাবে না। পর্দার ভেতরে থেকে রূপ চর্চা বা ফ্যাশন করায় কোনো বাধা নেই।

## জামায়াত-শিবিরের লোক বলছে এসব মিথ্যা কথা

**প্রশ্ন ঃ** *আমি রিফাত প্রশ্ন করছি। আমার বাড়ি সাতকানিয়ায়। সেখানেই স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের এলাকায় এক ওয়াজ মাহফিলে বাইতুশ্ শরফের একজন মাওলানা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে যাবার পথে বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ)-এর কাঁধে পা রেখে আল্লাহ তা'য়ালার আরশে পৌঁছেছেন। সেখানে হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম যেতে পারেন না, সেখানে বড় পীর সাহেব যেতে পারেন। মাওলানা সাহেবের এসব ওয়াজ শুনে এলাকার জামায়াত-শিবিরের লোকজন বলছে, এসব মিথ্যা কথা। এ ব্যাপারে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।*

**উত্তর ঃ** বাইতুশ শরফের কোনো আলিম বা মাওলানা এমন কথা বলতে পারেন না। তুমি হয়ত তার সম্পর্কে ভুল শুনেছো। তবুও যিনি এমন কথা বলেছেন, তার নামের পূর্বে মাওলানা শব্দ থাকলেও তিনি ভুল কথা বলেছেন এবং অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। জামায়াত-শিবিরের লোকজন নিয়মিত কোরআন-হাদীস পড়ে। ইসলামের কোন্ কোন্ বিষয় সত্য আর আর ইসলামের নামে সমাজে প্রচলিত মিথ্যা কাহিনী ও প্রথা যা কিছু রয়েছে, এসব সম্পর্কে জামায়াত-শিবিরের লোকদের স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং ঐ মাওলানা সাহেবের বক্তব্য সম্পর্কে জামায়াত-শিবিরের লোকজন সত্য কথাই বলেছে।

## যদি নামায না পড়ি

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম আরজিনা আক্তার, চট্টগ্রাম গরীবে নেওয়াজ স্কুলের ছাত্রী- ১১ বছর বয়স। আমার প্রশ্ন হলো, আমাকে কি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হবে? বোরকাও কি পরতে হবে? যদি নামাজ না পড়ি এবং বোরকা না পরি, তাহলে কি গোনাহ্ হবে?*

**উত্তর ঃ** অবশ্যই তোমাকে নামায আদায় করতে হবে এবং পর্দা করতে হবে। যদি নামায আদায় না করো এবং পর্দা না করো, তাহলে গোনাহ্গার হবে, আদালতে আখিরাতের আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে।

www.pathagar.com

## সিগারেট খেলে কি গোনাহ্ হয়

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম ইভান, দশম শ্রেণীতে পড়ি। আমার কয়েকজন বন্ধু ঈদের দিনে সিগারেট খাচ্ছিলো এবং আমাকেও খেতে বলেছিলো। আমি ওদেরকে বলেছিলাম, সিগারেট খেলে গোনাহ্ হয়। ওরা বলেছিলো, গোনাহ্ হয় না। তবুও আমি সিগারেট খাইনি। আমি জানতে চাই ওদের কথা সত্যি না আমার কথা সত্যি?*

**উত্তর ঃ** ধুমপান মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর যা ক্যানসারের মতো মরণব্যাধির সহায়ক। যেসব কারণে ক্যানসার রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়, তার মধ্যে ধুমপান অন্যতম। পৃথিবীতে অধুমপায়ী লোকদের তুলনায় ধুমপায়ী লোকজন অধিকহারে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সিগারেটের তামাকে যে নিকোটিন রয়েছে, এই নিকোটিন মানুষের ফুসফুস ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মারাত্মক বিষক্রিয়া ঘটায়। দৃষ্টি শক্তি হ্রাস করে, ত্বকের লাবণ্যতা হ্রাস করে, মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। সেই সাথে বিষয়টি বিপুলভাবে আর্থিক অপচয় করে থাকে– আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন, অপচয়কারী শয়তানের ভাই। সুতরাং ধুমপান থেকে দূরে থাকবে এবং যারা ধুমপান করে তাদেরকে এই কুঅভ্যাস থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। ইসলামী জীবন বিধানে এসব কারণে ধুমপানের ব্যাপারে মানুষকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কোনো একজন নবী-রাসূল বা সাহাবায়ে কেরামের একজনও ধুমপানে অভ্যস্থ ছিলেন না। যে কাজ নবী-রাসূল বা সাহাবায়ে কেরাম করেননি, তা থেকে আমাদেরকে দূরে অবস্থান করতে হবে।

## মাজারে চুন মাখালে চোর ধরা পড়ে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম ফায়সাল, অষ্টম শ্রেণী। আমি শুনেছি, কোনো কিছু চুরি হলে মাজারে কিছু দান করলে বা মাজারে চুন মাখালে চোর ধরা পড়ে। এসব কথা কি সত্য?*

**উত্তর ঃ** এসব মিথ্যে কথা। মাজারে দান করলে বা মাজারে চুন মাখালেই যদি চোর ধরা পড়তো, তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে থানা-পুলিশের ব্যবস্থা করতো না। প্রত্যেক এলাকায় কয়েকটি করে মাজার বানাতো। একশ্রেণীর অজ্ঞ ও মাজার পূজারী লোভী লোকজন এসব অর্থহীন কথা বলে মানুষকে মাজারে দান করতে উৎসাহিত করে। কারণ ঐ বেকার লোকগুলোর কোনো উপার্জন নেই, লোকজন মাজারে যা দান করে তাই দিয়ে তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করে। সুতরাং মাজারে কোনো কিছু দান করা যাবে না।

www.pathagar.com

## ছোটদের প্রতি বড়রা কেমন আচরণ করবে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম মোজাহিদুল ইসলাম, ৫ম শ্রেণীতে পড়ি। আমি জানতে চাই, ছোটদের প্রতি বড়দের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? যে কেনো কাজে ছোটরা কি মতামত দিতে পারে?*

**উত্তর ঃ** হযরত আমর ইবনে শুআইব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাঁর দাদা বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের সাথে স্নেহ ও দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান ও মর্যাদা দেয় না, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী স্থান দিতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী স্থান দাও। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে– হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণানা করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু-কিশোরদের কাছ দিয়ে গেলেন এবং তাদের সালাম করলেন। তারপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই করতেন।

পৃথিবীতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করেছেন এসব মানুষের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ সর্বোত্তম আচরণের অধিকারী কোনো একজন মানুষও ছিলেন না। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এই দুনিয়ায় আসবে, তারাও কেউ তাঁর মতো সুন্দর আচরণের অধিকারী হবে না। তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করতেন।

শিশু-কিশোর-তরুণ-যুবকদের সাথে তিনি এতটা মমতাপূর্ণ ও আকর্ষণীয় আচরণ করতেন যে, তারা আবিভূত হয়ে পড়তো। অন্যের শিশু সন্তানকে তিনি নিজের পবিত্র কোলের ওপর বসাতেন। একসাথে আহার করতেন। তিনি যখন নামায আদায়ের জন্য সিজ্‌দায় যেতেন, শিশুরা এ সময় তাঁর পবিত্র পিঠ মোবারকের ওপর উঠে পড়তো। তিনি কখনো বিরক্ত হতেন না। একদিন তিনি মদীনার মসজিদে সাহাবায়ে কেরামের সামনে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন। এমন সময় তাঁর দৃষ্টি আট্‌কে গেলো হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর প্রতি।

www.pathagar.com

শিশু হোসাইন এলোমেলো পা ফেলে মসজিদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি ধারণা করলেন, শিশু হোসাইন সবেমাত্র হাঁটা শিখেছে। পড়ে আহত হতে পারে। তিনি বক্তৃতা থামিয়ে দ্রুত গিয়ে শিশু হোসাইনকে কোলে উঠিয়ে এনে পুনরায় বক্তৃতা করতে লাগলেন।

একদিন সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা করছেন। এখনও দেখা যায় কোথাও কোনো সমাবেশ হতে থাকলে অনেক শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক সমাবেশ স্থলে না বসে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ বাদাম বা অন্য কিছু খেতে থাকে। তেমনি কিশোর সাহাবী হযরত জারির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সমাবেশের একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। আল্লাহর রাসূলের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আট্‌কে গেলো। তিনি বক্তৃতা থামিয়ে নিজের পবিত্র কাঁধ থেকে চাদর মোবারক হযরত জারিরের দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, জারির! তুমি দাঁড়িয়ে কেনো, আমার চাদর নিয়ে এর উপর বসো।

হযরত জারির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চাদর দু'হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। চোখ দুটো কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। তিনি বার বার রাসূলের পবিত্র চাদরে চুমো দিয়ে বলতে লাগলেন, আকরামা কুমুল্লাহ কামা আকরামতানী ইয়া রাসূলুল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে সম্মানীত করেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা আপনার সম্মান-মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দিন। আপনার কত বড় মর্যাদা! আমি কি পারি আপনার চাদরে বসতে!

শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবকদের তিনি এত বেশী ভালোবাসতেন যে, তারা পারলে তাদের বুকের কলিজা বের করে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র পায়ে সমর্পণ করতো। সুতরাং শিশু-কিশোরদের ভালোবাসতে হবে এবং তারাও বড়দের সম্মান দেবে। বড়দের কথার মধ্যে কথা বলবে না এবং এমন কোনো আচরণ করবে না, যা বেয়াদবীর শামিল। পিতা-মাতা সাধারণত শিশু-কিশোর সন্তানদেরকে জাগতিক সমস্যা থেকে দূরে রেখে তাদেরকে নিশ্চিন্ত মনে লেখা-পড়ার সুযোগ দিয়ে থাকেন। সাংসারিক কোনো ঝামেলায় তাদেরকে জড়াতে চান না। সুতরাং এসব ব্যাপারে শিশু-কিশোররা মাথা ঘামাবে না, এটাই তো স্বাভাবিক। আর সমস্যা সঙ্কুল সংসার জীবনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের মতো জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি শিশু কিশোরদের মাথায় না থাকাই তো স্বাভাবিক। তবে শিশু-কিশোররা তাদের খাদ্য

www.pathagar.com

পোষাকের ব্যাপারে রুচি ও পছন্দের ব্যাপারে নিজেদের মতামত পেশ করতে পারে। তবে এর মধ্যেও পিতা-মাতা ভালো বোঝেন, কোন্‌টি তাঁর সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়। পিতা-মাতা সার্বিক দিক দিয়ে সন্তানের কল্যাণই কামনা করেন। সুতরাং তোমরা কখনো তাদের অবাধ্য হবে না, তারা যা আদেশ করেন তা মেনে চলবে।

## বুযর্গ লোক কি ভবিষ্যত বক্তা

**প্রশ্ন ঃ** *অনেক বড় বড় বুযর্গ লোক ভবিষ্যত সম্পর্কে বলে দেয় এবং আমরাও বড় হয়ে কে কি হতে পারবো বা পরীক্ষায় কি রেজাল্ট হবে তা জানতে চাইলে বলে দেয়। তাদের কথা বিশ্বাস করলে কি গোনাহ্ হবে?*

**উত্তর ঃ** জীবনের সার্বিক দিক ও বিভাগে যারা মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেন, আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে চলেন, তাদেরকেই বুযর্গ বলা হয়। আর কোনো বুযর্গ লোক ভবিষ্যতে কি ঘটবে– এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন না। কারণ তাদের এ কথা জানা রয়েছে যে, গণনা করে কিছু বলা হারাম। সুতরাং বুযর্গ ব্যক্তি হারাম কাজ করতে পারেন না। তোমরা যাদেরকে বুযর্গ বলছো এরা হলো গণক। গণকদের কথা বিশ্বাস করা হারাম-কবীরা গোনাহ্। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً–

যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত কোনো জ্ঞান নেই, তার পেছনে ধাবিত হয়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তঃকরণ, এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা বনী ইসারঈল-৩৬)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কেনো গণকের কাছে যাবে এবং সে যা বলবে তা বিশ্বাসও করবে, সে আমার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করলো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

নবীজী আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে যায় এবং তার কথায় বিশ্বাস করে, ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। (মুসলিম)

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেন, একবার কিছু সংখ্যক লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গণকদের সম্পর্কে প্রশ্ন

www.pathagar.com

করলো। আল্লাহর রাসূল বললেন, ওসব কিছুই নয়। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক জ্যোতিষী এই এই কথা বলে দিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিছু কিছু সত্য কথা জ্বীনেরা সংগ্রহ করে, এরপর সে তা নিজের মনিব ব্যক্তির কাছে বলে দেয়। ঐ লোকটি জ্বীনের কথার সাথে নিজের শত শত মিথ্যা কথা যোগ করে তা প্রাচর করে। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আরো বলেন– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর ফেরেশতাগণ মেঘের মধ্যে নেমে আসে এবং যেসব ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেসব বিষয়ে আলোচনা করে। শয়তান এসব কথা আড়ি পেতে শুনে এসে গণকদের কাছে বলে দেয়। এরপর গণকরা তার সাথে অসংখ্য মিথ্যা যোগ করে। (বোখারী)

সুতরাং তোমরা যাদেরকে বুযর্গ বলছো, তারা হলো গণক। তাদের কাছে যাবে না এবং তাদের কোনো কথায় বিশ্বাসও করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহর কাছে নামায আদায় করে নিজের জন্য দোয়া করবে, নিজেকে যেনো তাঁর খাঁটি গোলাম হিসেবে গড়তে পারো এবং তিনি যেনো তোমার ভবিষ্যৎ জীবন আলোকিত করে দেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার যা কিছু হতে চাও, এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে এবং সেই সাথে নিজে প্রচেষ্টা চালাবে।

## ভালোবাসা দিবস পালন করা যাবে কি

**প্রশ্ন ঃ** *আমাদের দেশে নানা ধরনের দিন পালন করা হয়। যেমন থার্টি ফার্স্ট নাইট, বসন্ত উৎসব, রাখী বন্ধন, মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গল তিলক, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। আমার প্রশ্ন হলো, এসব দিবস কি মুসলমানেরা উদযাপন করতে পারে?*

**উত্তর ঃ** না, পারে না। ইসলাম একটি কল্যাণমুখী সমৃদ্ধ সংস্কৃতি মানব জাতির সামনে পেশ করেছে এবং ইসলামী সংস্কৃতি যতদিন পর্যন্ত বিশ্বে বিজয়ীর আসনে আসীন ছিলো, ততদিন পর্যন্ত মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহ বিকশিত হয়েছে, মানবতা প্রস্ফুটিত হয়েছে, যুদ্ধ-মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ, জিঘাংসার সর্বগ্রাসী অনল থেকে মানবতা ছিলো প্রশংসনীয়ভাবে মুক্ত। গোটা পৃথিবী ইসলামী সংস্কৃতির কল্যাণ ও সুফল ভোগ করেছে। এরপর মুসলমানদের অবহেলা আর উদাসীনতার সুযোগে পাশ্চাত্যের ঘৃণিত নোংরা সৃংস্কৃতি বিজয়ীর আসনে আসীন হবার পর থেকেই গোটা বিশ্বে অশান্তির দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে মানবতাকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত করেছে। বিশ্বজুড়ে হিংসা-বিদ্বেষ, জিঘাংসা ও যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

এসব দিবস পালন ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি সম্পর্কে আমি তদানীন্তন সংসদে বলেছিলাম, 'একটি জাতির বেঁচে থাকার প্রাণ শক্তি তার নিজস্ব সংস্কৃতি। এই সাংস্কৃতিক আচরণের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে তার ধর্মীয় আদর্শ, চিন্তা, চেতনা ও স্বকীয় মূল্যবোধের। বর্তমানে দেশে বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে যা কিছু চলছে তা এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কালচার নয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বল্গাহীন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতি আজ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকীদা বিরোধী যেসব সংস্কৃতি চলছে তা হচ্ছে, থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন, বসন্ত উৎসব, রাখী বন্ধন, মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গল তিলক, বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের নামে বিশ্ব বেহায়া দিবস উদযাপন। মুসলমানদের ঈমান আকীদার সাথে এগুলোর ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। ইসলামে বছরে একদিন ভালোবাসা দিবস পালনের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ ইসলামের জন্মই ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে। বাঙালী সংস্কৃতি বা বিভিন্ন চেতনার নামে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে আজ যত্রতত্র ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি নির্মিত হচ্ছে। ভাস্কর্য শব্দের আভিধানিক অর্থ মূর্তি। ইংরেজিতে বলা হয় Statue, আরবীতে আসনাম, উর্দু এবং সংস্কৃতিতে বুত। যে ভাষায় যে নামেই হোক, মুসলমানদের জন্য মূর্তি নির্মাণ করা, তাকে ভক্তি করা এবং তা উদ্বোধন করা ইসলামী শরীয়তে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টিকর্ম করতে চায় তার তুলনায় অধিক জালিম আর কে হতে পারে? ওরা গম বা একটি যবের দানাও সৃষ্টি করে দিক না?' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যেসব লোক মূর্তি ও প্রতিকৃতি তৈরী করে কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যা কিছু তৈরী করেছিলে, এখন সেগুলো জীবিত করে দাও। কিন্তু সে তা কখনই পারবে না।' অমুসলিমগণ তাদের উপাসনালয়ে হাজার হাজার মূর্তি বানাতে পারে, ইসলামে তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় চেতনার নামে কোন মূর্তি নির্মাণ জাতি বরদাশত করবে না। মহান ব্যক্তিদের স্মরণে রাখার জন্য তাদের নামে মাদ্রাসা, মসজিদ, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কিন্তু মূর্তি বা প্রতিকৃতি স্থাপন সুস্পষ্ট হারাম। এভাবে প্রতিকৃতি নির্মাণ এবং মাল্যদান, শ্রদ্ধা প্রদর্শন, মাথানত করে দাঁড়ানো সুস্পষ্ট শিরক। এটা হচ্ছে মুশরিকদের অনুকরণ। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করবে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।'

www.pathagar.com

## কোন্ ধরনের গোনাহ্ করলে জান্নাত হারাম হয়ে যায়

**প্রশ্ন ঃ** *আমি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, নাম আহ্সান, খুলনায় থাকি। আমার প্রশ্ন হলো, কোন্ ধরনের গোনাহ্ করলে জান্নাত হারাম হয়ে যায়?*

**উত্তর ঃ** জেনে বুঝে শির্ক গোনাহ্ করলে আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করেন না এবং এ ধরনের গোনাহ্ যারা করে তাদের জন্য জান্নাত হারাম। যে কাজসমূহ করার দায়িত্ব একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার এবং যেসব কাজ একমাত্র তিনিই করতে পারেন, অন্য কেউ নয়– এই ধরনের কোনো কাজ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ করে দিতে পারেন বলে বিশ্বাস করা শির্ক। যেমন বিপদে সাহায্য করা, সন্তান, ধন-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা দান করা, মনের আশা পূরণ করা ইত্যাদির ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ক্ষমতার অধিকারী মনে করা শির্ক। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আইন ইচ্ছাকৃতভাবে মেনে চলাও শির্ক। অথবা আল্লাহ তা'য়ালা যেসব গুণাবলীর অধিকারী, সেসব গুণ অন্য কারো মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করাও শির্ক। আল্লাহ তা'য়ালা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং কেবলমাত্র তিনিই আইনদাতা। কেউ যদি বিশ্বাস করে, মানুষ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং মানুষ দেশ ও সমাজ পরিচালনার জন্য আইন রচনা করতে পারে, তাহলে সে শির্ক করবে। শির্ক ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্, এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে সূরা নেসায় বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে ব্যক্তি তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।

সূরা লুকমানে বলা হয়েছে– اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ– নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শির্ক করা সবথেকে বড় জুলুম। (সূরা লুকমান-১৩)

যারা শির্ক করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ–

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম। (সূরা মায়িদা-৭২)

## প্রধানমন্ত্রীকে পর্দা করার কথা বলুন

**প্রশ্ন ঃ** *আশফাক, ৫ম শ্রেণী। আপনি তো প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। তিনি পর্দা করেন না। আপনি তাঁকে পর্দা করার কথা বলতে পারেন না?*

www.pathagar.com

**উত্তর ঃ** পর্দার বিধান দিয়েছেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা এবং পর্দা হলো নারীর রক্ষাকবয। শুধু প্রধানমন্ত্রী কেনো, আমি সকল মুসলিম নারীকেই আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করে থাকি। তাফসীর মাহফিলে, টিভি চ্যানেলে বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমেও সকল মুসলিম নারীকে পর্দার বিধান অনুসরণ করার জন্য বলে থাকি এবং পর্দার বিধান অনুসরণ না করার করুণ পরিণতি ও অনুসরণ করার সুফল সম্পর্কে অসংখ্যবার আলোচনা করেছি।

## মিনতী রাণী কি জাহান্নামে যাবে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম আরজু। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। আমার বান্ধবী মিনতী রাণী মরে গেছে। সবাই বলে সে হিন্দু ছিলো তাই দোযখে যাবে। সত্যই কি সে দোযখে যাবে?*

**উত্তর ঃ** যে মানুষ কেনো গোনাহ্ করেনি এবং যদি গোনাহ্ করেও থাকে, তাহলে যদি না বুঝে করে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে শাস্তি দিবেন না। আল্লাহ তা'য়ালা জালিম নন– তিনি তাঁর বান্দাকে সবথেকে বেশী ভালোবাসেন। আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে তাঁর গোলামী করার প্রকৃতি দান করেছেন। মানব শিশু যে কোনো ধর্মের অনুসারীর ঘরেই জন্মগ্রহণ করুক না কেনো, তার প্রকৃতি থেকে তাকে বিচ্যুত করে ভিন্ন প্রকৃতি ও অভ্যাসে গড়ে তোলে তার পিতামাতা বা অভিভাবক। যে শিশু বুঝে না কোন্‌টি শির্‌ক, কোন্‌টি গোনাহের কাজ বা নিজের স্রষ্টা কে তা চিনে না। অথবা এখন পর্যন্ত বুঝতে শিখেনি তাকে কেনো সৃষ্টি করা হয়েছে এবং স্রষ্টার প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য কি। এ অবস্থায় সেই শিশুর যদি ইন্তেকাল হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা জালিম নন যে, অমুসলিম পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাকে জাহান্নামে দিবেন।

## অমুসলিম শিশুরা কি জাহান্নামে যাবে

**প্রশ্ন ঃ** *মোহাম্মাদ জয়নুল আবেদীন, ক্লাস সেভেন। আমার প্রশ্ন হলো, হিন্দু বা খৃষ্টানদের ছোট ছেলেমেয়ে মারা গেলে তারা কি জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে?*

**উত্তর ঃ** গোনাহ্ ও নেকীর তথা পাপ-পূণ্যের বিচার বোধ সৃষ্টি হবার পূর্বেই যদি মানব শিশুর ইন্তেকাল হয়ে যায়, তাহলে তার শাস্তি পাবার প্রশ্নই ওঠে না।

## জন্মদিন পালন করা যাবে কি

**প্রশ্ন ঃ** *আমাদের দুই ভাইয়ের নাম তারিকুস সাকিব হামীম ও আরিফুস সাকিব*

www.pathagar.com

*জামীম, বোয়ালখালী-চট্টগ্রাম। আমাদের প্রশ্ন হলো, জন্মদিন বা জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু দিব- বিয়ে বার্ষিকীসহ ইত্যাদি দিবস পালন করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ কিনা?*

**উত্তর ঃ** ইসলামের দৃষ্টিতে এসব দিবস পালন করার কোনো গুরুত্ব নেই। নানা ধরনের দিবস পালনের নামে অর্থ ব্যয় করে অনুষ্ঠান করা অপচয় করার শামিল। আর অপচয়কারী হলো শয়তানের ভাই। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম যেসব দিবস পালন করেননি, সেসব দিবস পালন করা সম্পূর্ণ বিদআত। কারো জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে যদি মৃত্যু দিবস পালন করা হয়, তাহলে সেই দিবস পালন না করেও তো যে কোনো দিন বা যে কোনো সময় তার জন্য দোয়া করা যায়। এর জন্য বিশেষ কোনো দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

## কোরআন কোন্ সময় নাযিল হয়েছে

**প্রশ্ন ঃ** *মুস্তাকিম আমার নাম। নবম শ্রেণীতে পড়ি-খুলনা। আমার প্রশ্ন হলো, আমি শুনেছি পবিত্র কোরআন রমযান মাসে নাযিল হয়েছে। কিন্তু তাফসীর পড়ার সময় দেখলাম বিভিন্ন সূরার শানে নুযূল রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এক একটি সূরা বা আয়াত নাযিল হয়েছে। আসলে কোরআন শরীফ কোন্ সময়ে নাযিল হয়েছে?*

**উত্তর ঃ** আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআন নাযিলের সূচনা করেছেন রমযান মাসের লাইলাতুল কদরের রাতে। এই ত্রিশ পারা কোরআন একত্রে একই সময় অবতীর্ণ করা হয়নি। রমযান মাসে সূচনা হয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ কোনো আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে বিভিন্ন সূরার শানে নুযূল বিভিন্ন ধরনের হয়েছে।

## মসজিদে শিশুদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে

**প্রশ্ন ঃ** *আমি আদনান বলছি, আমার প্রশ্ন হলো– আমরা যখন মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য যাই তখন আমাদেরকে পেছনে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আমরা তখন এক পাশে দাঁড়াই। সেখান থেকেও তাড়িয়ে দেয়া হয়। আমরা শিশু, সে জন্যই কি তাড়িয়ে দেয়া হয়? শিশুরা কি মসজিদে যেতে পারবে না, সাঈদী ভাইয়া?*

**উত্তর ঃ** অবশ্যই শিশুরা মসজিদে যেতে পারবে এবং জামায়াতে নামায আদায় করবে। বড়দের ও শিশুদের পিতা বা অভিভাবকদের উচিত শিশুকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে যাওয়া। এতে করে শিশুদের মধ্যে আল্লাহর গোলামী করার অনুভূতি সৃষ্টি হবে এবং নামাযের প্রতি আকর্ষণ জাগবে। কিন্তু তা না করে করা হচ্ছে এর

www.pathagar.com

বিপরীত। যেসব শিশু নিজের উদ্যোগে মসজিদে যায়, তাদের সাথে মসজিদে একশ্রেণীর লোকজন এমন আচরণ করে যে, শিশু দেখতে পায়– মসজিদের মতো নিষ্ঠুর আচরণের স্থান আর নেই। কারণ এই মসজিদে এলেই একশ্রেণীর লোকজন তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে। বরং বড়দের পকেটে চকলেট রাখা উচিত। মসজিদে যে শিশুকে নামায আদায় করতে এলো, তাকে চকলেট দিয়ে স্নেহমাখা কণ্ঠে বলা উচিত, 'বাবা, আজ যেমন মসজিদে এসেছো, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এভাবে মসজিদে এসে নামায আদায় করবে। কখনো নামায ছাড়বে না।' শিশুরা নামাযের কাতারের মধ্যে যদি দাঁড়ায় আর এতে করে যদি বড়দে. অসুবিধা হয়, তাহলে আদর করে তাদেরকে পিছনের কাতারে বা যে কোনো একদিকে দাঁড়াতে বলা উচিত। তাদের সাথে কর্কশ কণ্ঠে কথা বলা যাবে না বা কোনো ধরনের রূঢ় আচরণ করা যাবে না। কারো রূঢ় আচরণের কারণে ঐ শিশু যদি মসজিদের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে, তালে এই পাপের দায়-দায়িত্ব ঐ রূঢ় আচরণকারীকে বহন করতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের সাথে কেমন আচরণ করতেন, ইতোপূর্বে আমি তা উল্লেখ করেছি।

## আব্বা প্যান্ট-সার্ট পরা হারাম বলেন

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম সিহাব রওশন, দশম শ্রেণীতে পড়ি-খুলনা। আমাকে স্কুল ড্রেস পরে স্কুলে যেতে হয়। আমার আব্বা তাবলিগ করেন, তিনি প্যান্ট-সার্ট পরাকে হারাম বলেন এবং আমাকে তাঁর মতোই ইসলামী পোষাক পরতে আদেশ করেন। আমি আপনার কাছে জানতে চাই, ইসলামী পোষাক কি ধরনের হয়?*

**উত্তর ঃ** এমন পোষাক পরিধান করা উচিত নয়, যে পোষাক শালীনতা বিরোধী এবং যথাযথভাবে লজ্জাস্থান আবৃত হয় না। আঁটসাট প্যান্ট-সার্ট পরলে দেহের গোপন অঙ্গসমূহ স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হয় বিধায় তা পরিধান করা উচিত নয়। তবে ঢিলেঢালা প্যান্ট-সার্ট পরিধান করতে হবে, যা পরে নামায আদায় করতে কোনো অসুবিধা হয়না এবং দেহের গোপন অঙ্গসমূহও দৃষ্টি গোচর হয় না। বর্তমানে অধিকাংশ স্কুলে কিশোর-কিশোরিদের এমন পোষাক পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যে পোষাক পরিধান করলে দেহের গোপন অঙ্গসমূহ স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হয়। সরকারের উচিত, স্কুলসমূহে পোষাকের ব্যাপারে এমন নীতিমালা চূড়ান্ত করে দেয়া, যে পোষাকে পর্দার হক আদায় হয়। ইসলাম বিশেষ কোনো মাপকাঠির পোষাককে ইসলামী পোষাক হিসেবে চিহ্নিত করেনি। কারণ পোষাক, স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবেশের

www.pathagar.com

ওপর নির্ভরশীল। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে যে পোষাক পরিধান করা যাবে, সে পোষাক শীত প্রধান দেশে অচল। সুতরাং আবহাওয়া ও পরিবেশের উপযোগী, শালীন এবং পর্দার হক আদায় হয় এমন পোষাকই পরিধান করতে হবে।

## পরীক্ষা দেব না তাবলিগের চিল্লায় যাবো

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম মারুফ আরমান, অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আমার চাচা তাবলিগ করেন। আমার চাচা আমাকে জোর করে তাবলিগে নিয়ে যান। একদিন তিনি আমাকে তাবলিগে যেতে বললে আমি তাঁকে বললাম, আর মাত্র ১৪ দিন পরে আমার পরীক্ষা। এখন আমি তাবলিগে যেতে পারবো না। তিনি বললেন, তাবলীগে চলো– আল্লাহ তা'য়ালাই পরীক্ষায় পাস করার ব্যবস্থা করে দিবেন। তবুও আমি তাবলীগে যাইনি। এ কারণে তিনি আমার সম্পর্কে বললেন, এই ছেলে আর কিছু দিন পরে ইসলামের বড় শত্রু হয়ে যাবে। তাবলীগে না গেলেই কি মানুষ ইসলামের শত্রু হয়ে যায়? এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।*

**উত্তর ঃ** আগুনের মধ্যে হাত দিয়ে যদি বলা হয় যে, আল্লাহই আমাকে আগুনে পোড়া থেকে হেফাজত করবেন– এ ধরনের কথা বলা মূর্খতার নামান্তর। কারণ আগুনকে জ্বালানোর প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আগুনে হাত দিলে অবশ্যই হাত পুড়ে যাবে। দিনের পর দিন তাবলিগে চিল্লা দেয়ার কারণে লেখাপড়া করার সময় পেলো না, সে ছাত্র পরীক্ষার সময় কি লিখবে? তাবলিগে চিল্লা দেয়া ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল কোনোটিই নয়। লেখাপড়ার ক্ষতি করে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সময় না দিয়ে, সংসার কিভাবে চলবে তার ব্যবস্থা না করে তাবলিগে চিল্লা দেয়া অযৌক্তিক ব্যাপার। তাবলিগে চিল্লা দিতে রাজি না হলেই একজন ইসলামের দুশমন হয়ে যাবে– এ কথা যারা বলে তারা অজ্ঞতার কারণেই বলে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা এসব লোকদের ওপরে রহম করুন।

## ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি কোন্ সূরায় আছে

**প্রশ্ন ঃ** *মমতাজুল মাজেদ রণি, আলিমের ছাত্র। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে কোন্ সূরায় ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, অনুগ্রহ করে জানাবেন।*

**উত্তর ঃ** মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ১৫ পারায় সূরা বনী ইসরাঈল-এর ২৩ থেকে ৩৭ নং আয়াত পর্যন্ত। এই সূরায় আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের ১৪ টি মূলনীতি দান করেছেন।

www.pathagar.com

## হাশরের ময়দান কোথায় হবে

**প্রশ্ন ঃ** *আতিফ বখতিয়ার সুমন, মাদ্‌রাসা ছাত্র-খুলনা। আমার প্রশ্ন হলো, কিয়ামত কত সময় ধরে সংঘটিত হবে এবং কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দান কোথায় হবে ও তা দেখতে কেমন হবে?*

**উত্তর ঃ** এই পৃথিবীই হাশরের ময়দান হবে। বর্তমানে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ একই রূপ নয়। কোথাও পানি, কোথাও বরফ, কোথাও বন-জঙ্গল, কোথাও আগ্নেয়গিরি, কোথাও পাহাড়-পর্বত উঁচু নিচু ইত্যাদি। কিন্তু কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দান কেমন হবে। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেসমস্ত মানুষ একটি ময়দানে একত্র হবে। তাহলে ময়দানটা কেমন হবে? বোখারী শরীফে এসেছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যমীনকে চাদরের মতো এমনভাবে বিছিয়ে দেয়া হবে, কোথাও একবিন্দু ভাঁজ বা খাঁজ থাকবে না।' ইসলামী পরিভাষায় হাশর বলা হয় কিয়ামতের পর পুনরায় পৃথিবীকে সমতল করে সেখানে সমস্ত সৃষ্টিকে হিসাব নিকাশ নেয়ার জন্যে একত্র করাকে। হাশর আরবী শব্দ। হাশর শব্দের আভিধানিক অর্থ একত্রিত করা, সমাবেশ ঘটানো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا-لَّا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَّلَا أَمْتًا-

এ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, সেদিন এই পাহাড়গুলো কোথায় চলে যাবে? আপনি বলে দিন, আমার রব তাদেরকে ধূলি বানিয়ে উড়িয়ে দেবেন এবং যমীনকে এমন সমতল, রুক্ষ-ধূসর ময়দানে পরিণত করা হবে যে, যেখানে তুমি কোন উঁচু-নীচু এবং সংকোচন দেখতে পাবে না। (সূরা ত্ব-হা-১০৬-১০৭)

মানুষের ভেতরে এমন অনেকে রয়েছে, যারা পরকাল অস্বীকার করে না। পরকাল বিশ্বাস করে কিন্তু কোরআনের আলোকে বিশ্বাস করে না। এদের ধারণা সমস্ত কিছু সংঘটিত হবে একটি আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্য দিয়ে। সেদিন যে আখিরাতের জগৎ প্রতিষ্ঠিত হবে, যার ভেতরে আল্লাহর আরশ, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি অবস্থান করবে, তা হবে সম্পূর্ণ এক আধাত্মিক জগৎ। কোরআনের ঘোষণার সাথে তাদের ঐ বিশ্বাসের কোন সামঞ্জস্য নেই। কোরআন বলছে, যমীন ও আকাশের বর্তমান রূপ ও আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হবে। বর্তমানে যে প্রাকৃতিক আইন কার্যকর রয়েছে, সেদিন তা থাকবে না। ভিন্ন আইনের অধীনে আখিরাতের জগৎ প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

করবেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। এই পৃথিবীর যমীনকে পরিবর্তন করে হাশরের ময়দান বানানো হবে। এখানেই বিচার অনুষ্ঠিত হবে। মানুষের সেই জীবনটি–যেখানে এসব পরকালীন জগতের ব্যাপার ঘটবে–তা নিছক আধ্যাত্মিক ব্যাপার হবে না, বরং তা ঠিক এমনভাবেই দেহ ও প্রাণকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হবে, এমনভাবে মানুষদেরকে জীবন্ত করা হবে, যেমন বর্তমানে মানুষ জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি সেদিন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সহকারে সেখানে উপস্থিত হবে, যা নিয়ে সে পৃথিবী থেকে শেষ মুহূর্তে বিদায় গ্রহণ করেছিল। সেদিনের সে ময়দান সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ–

যখন যমীন ও আসমান পরিবর্তন করে অন্য কিছু করে দেয়া হবে এবং সবকিছু পরাক্রমশালী প্রভুর সম্মুখে উন্মোচিত–স্পষ্ট হয়ে উপস্থিত হবে। (সূরা ইবরাহীম-৪৮)

হাশরের দিন গোটা ভূ-পৃষ্ঠকে, নদী-সমুদ্রকে ভরাট করে পাহাড় পর্বতকে যমীনের উপর আছাড় দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং বন-জঙ্গলকে দূর করে গোটা ভূ-পৃষ্ঠকে মসৃন ধূষর রংয়ের এক বিশাল ময়দানে পরিণত করা হবে। হাশরের ময়দান ধূসর রঙের হবে, এ কথা সূরা ত্বাহা থেকে জানা যায়। এ ময়দানের আকৃতি যে কত বড় হবে, তা আল্লাহ তা'য়ালাই জানেন।

## শয়তান কি নিজের দোষ অস্বীকার করবে

**প্রশ্ন ঃ** *শিহাব হাসনাত সৈকত, মাদ্‌রায় পড়ি-খুলনা। আমি শুনেছি, আখিরাতের ময়দানে শয়তান নাকি সমস্ত দোষ অস্বীকার করে বলবে, আমি তোদেরকে আল্লাহর বিধান অমান্য করতে বাধ্য করিনি। আজ আমার দোষ দিও না।' প্রকৃত বিষয় বুঝিয়ে বললে বড় উপকার হতো।*

**উত্তর ঃ** আখিরাতের ময়দানে শাস্তির ভয়াবহতা অবলোকন করে সমস্ত অপরাধীগণ সম্মিলিতভাবে ইবলিস শয়তানকে চেপে ধরে বলবে-আজ তোকে পেয়েছি। তুই আমাদেরকে পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট করেছিলি। আমাদের কাছে তুই ওয়াদা করেছিলি, আমরা যদি তোর কথা মতো চলি তাহলে সুখ শান্তি পাবো। কিন্তু কোথায় আজ সেই সুখ শান্তি? তখন শয়তান বলবে–দেখো, আজ আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ো না। আজ আমার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। আমি তোমাদের কাছে যে ওয়াদা

www.pathagar.com

করেছিলাম সে ওয়াদা ছিল মিথ্যে, আমার দেখানো পথে চলতে আমি তোমাদেরকে বাধ্য করিনি, আমি তোমাদের ঘাড় ধরে আমার দলে ডাকিনি। দোষ আমার এতটুকুই যে, আমি তোমাদের ডাক দিয়েছি আর অমনি তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো। বিষয়টি মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা ইবরাহীমের ২২ নং আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلاَ تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ–

আর যখন চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হবে, তখন শয়তান বলবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ যেসব ওয়াদা করেছিলেন, তা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদাই করেছিলাম, তার মধ্যে একটিও পূরণ করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোনো জোর ছিল না। আমি এ ছাড়া আর কিছুই করিনি, শুধু এটাই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান করেছি। আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছো। এখন আমাকে দোষ দিও না, তিরস্কার করো না, নিজেরাই নিজেদেরকে তিরস্কার করো। ইতোপূর্বে তোমরা যে আমাকে রব-এর ব্যাপারে অংশীদার বানিয়ে ছিলে, আমি তার দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ ধরনের জালিমদের জন্য তো কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নিশ্চিত।

অর্থাৎ শয়তান ও তার অনুসারীরা পরস্পর দোষারোপ করতে থাকবে, তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন, আমার আইন মেনে চললে জান্নাত পাবে, না মানলে জাহান্নামে যাবে তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর আমি তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলাম, তা ভঙ্গ করেছি। এখন আমার উপর তোমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। আমি তো শুধু পৃথিবীতে তোমাদেরকে ডাক দিয়েছি, আর অমনি তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো। সুতরাং আজ আমার



www.pathagar.com

উপর দোষ চাপিও না বরং নিজেদেরকে দোষ দাও। কারণ আমি তোমাদের ঘাড় ধরে কিছু করাইনি আর তোমারাও আমাকে জোর করে কিছু করাওনি। তোমরা আমার পথ ধরে যে কুফরি করেছো, সে সবের দায়-দায়িত্ব আমার নয়, আমি সব অস্বীকার করছি। এভাবে ইবলিস শয়তান নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করবে।

## শয়তান নাকি চার ধরনের

**প্রশ্ন ঃ** *মনিরুল ইসলাম মনির, সপ্তম শ্রেণী-খুলনা। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে নাকি চার ধরনের শয়তানের কথা বলা হয়েছে, সেই চার ধরনের শয়তান সম্পর্কে বুঝিয়ে বললে খুশী হবো।*

**উত্তর ঃ** শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আন্ নাস-এর মাধ্যমে বান্দাকে বলেছেন, আশ্রয় চাও সেই সব কুমন্ত্রণা দানকারীর অনিষ্ট থেকে, যারা ধারাবাহিকভাবে কুমন্ত্রণা দিতেই থাকে এবং কুমন্ত্রণা দিয়েই আড়ালে চলে যায়। যেসব শক্তি মানুষের চিন্তা-চেতনার জগতে প্রভাব বিস্তার করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। জ্বিনদের মধ্যে যারা কুমন্ত্রণা দেয় এবং মানুষদের মধ্যেও যারা কুমন্ত্রণা দেয়। শয়তান মানুষের সামনে মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্মসমূহ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে তুলে ধরে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে। এই কাজটি সে একবার করেই চলে যায় না, বার বার করতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ নিষিদ্ধ কাজটি মানুষটির দ্বারায় সংঘটিত করাতে সক্ষম না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। সৃষ্টির শুরু থেকেই ইবলিস শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর ধোকা ও প্রতারণার জালে যেসব জ্বিন ও মানুষ নিপতিত হয়েছে, তারাও শয়তানের অনুরূপ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ ছাড়াও প্রত্যেক মানুষের ভেতরে সৃষ্টিগতভাবে যে অসৎ প্রবণতা রয়েছে, তাকে উস্কে দিয়ে পথভ্রষ্ট করাও ইবলিস শয়তানের কাজ। ইবলিসই শুধু শয়তান নয়, জ্বিনের মধ্যে যেমন শয়তান রয়েছে, মানুষের ভেতরেও অনুরূপ শয়তান রয়েছে এবং মানুষের সত্তার ভেতরে রয়েছে শয়তানি শক্তি। এই চার ধরনের শয়তান মানুষকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে থাকে।

সূরা আনআমে বলা হয়েছে, জ্বিনের মধ্যে এবং মানুষের ভেতরে শয়তান রয়েছে, তারা আকর্ষণীয় কথাবার্তা ও ধোঁকা-প্রতারণার মাধ্যমে মানুষকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে। নাসায়ী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আবুযার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি মসজিদে আল্লাহর রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হলাম

www.pathagar.com

এবং তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি নামাজ আদায় করেছি কিনা। আমি জানালাম এখন পর্যন্ত করিনি। তিনি আদেশ দিলেন নামাজ আদায় করার জন্য। আমি তাঁর নির্দেশ অনুসারে নামাজ আদায় করার পর তিনি আমাকে বললেন, হে আবুযার! মানুষ, শয়তান ও জ্বিন শয়তানের ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাও। আমি জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যেও আবার শয়তান হয় নাকি? আল্লাহর রাসূল বললেন, হ্যাঁ।

সূরা আন্ নাস-এর শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, 'মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস' অর্থাৎ মানুষ এবং জ্বিনের মধ্যেও শয়তান রয়েছে। একদিকে মানুষের দেহ সত্তার ভেতর থেকে মানুষকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে, অপরদিকে ইবলিস শয়তান, জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তান আল্লাহর বান্দাহ্দেরকে আল্লাহর প্রদর্শিত পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ শয়তান হলো তারাই, যারা আল্লাহর বিধান থেকে অন্যান্য মানুষকে দূরে রাখার লক্ষ্যে নানা পথ ও মত তৈরী করেছে এবং সেই পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে। নানা সমস্যায় নিপতিত মানুষের সামনে মুক্তির পথ হিসাবে এমন সব মতবাদ, মতাদর্শ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে, যা মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত। ধর্মের নামে বাতিল পথ ও মত তৈরী করে তার ওপরে ইসলামের খোলস চড়িয়ে দেয়া হয়েছে, যেন কোরআনের জ্ঞান বিবর্জিত সাধারণ মানুষ এটাকেই আসল ইসলাম মনে করে তা অনুসরণ করতে থাকে এবং প্রকৃত ইসলামের সাথে বিরোধিতা করে। যারা আল্লাহর দেয়া বিধান সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জান-মাল কোরবানী করে দ্বীনি আন্দোলন করছে, তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলোয় এমন ধরনের প্রচারণা চালানো হচ্ছে, যেন সাধারণ মানুষ ধোঁকা ও প্রতারণায় নিপতিত হয়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী লোকগুলো সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে। নানা ধরনের বই-পত্র, নাটক, সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে সত্যের বাহকদের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব কাজ একবার মাত্র করেই শয়তানী শক্তি বিরত হচ্ছে না। বার বার করছে এবং এভাবে কুমন্ত্রণা দিয়েই যাচ্ছে।

## প্রেম করা কি গোনাহের কাজ

**প্রশ্ন ঃ** *দশম শ্রেণী, ইমরান হোসেন, খুলনা। আমার জানার বিষয় হলো, মেয়েদের সাথে প্রেম করা কি গোনাহের কাজ?*

www.pathagar.com

**উত্তর ঃ** অবশ্যই গোনাহের কাজ, কারণ এর মধ্য দিয়ে পর্দার বিধান অমান্য করা হয়। আর একজন পুরুষ আর একজন নারী যখন একাকী নির্জনে একত্রিত হয়, তখন শয়তানকে দিয়ে সেখানে তিনজন হয়। আর শয়তানের কাজই হলো অঘটন ঘটানো। ইসলাম নারী-পুরুষের বিয়ে পূর্ব প্রেম হারাম করেছে।

## আপনার পরে কে মাহফিল করবে

**প্রশ্ন ঃ** *মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল মাসুম, স্কুলে পড়ি। আমার প্রশ্ন হলো, দেশ-বিদেশে আপনি তাফসীর মাহফিল করেন। আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পরে এসব মাহফিল কে করবে?*

**উত্তর ঃ** আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোরআনকে কিভাবে তাঁর বান্দাহ্‌দের মধ্যে পৌছাবেন, সে সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন। আল্লাহর কোরআন কারো মুখাপেক্ষী নয়, কোরআন তার আপন গতিতে বিশ্বময় আলো বিকিরণ করতে থাকবে। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে কোরআনের দাওয়াত বন্ধ হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা যখন যাকে দিয়ে চাইবেন, তখন তার কাছ থেকেই কোরআনের খেদমত গ্রহণ করবেন।

## ব্যাঙ্ক-বীমায় চাকরী করা যাবে কি

**প্রশ্ন ঃ** *মুহাম্মাদ জুলফিকার হোসেন, ছাত্র। ব্যাঙ্ক-বীমায় চাকরী করা হারাম না হালাল দয়া করে জানাবেন।*

**উত্তর ঃ** সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরী করার সুযোগ থাকার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সুদযুক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরী করা হারাম। ব্যাঙ্ক-বীমা যদি সুদের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে এ কথা বুঝতে হবে, সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদি ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত নয়। এ জন্য সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরীর সন্ধান করতে হবে। এর অর্থ এটা নয় যে, কেউ আরেকটি চাকরীর ব্যবস্থা না করেই হঠাৎ করে চাকরী ছেড়ে দিয়ে অসহায় অবস্থায় নিজেকে নিক্ষেপ করবে। দেশ ও জাতিকে সুদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সুদের মধ্যে সত্তরটি গোনাহ্, আর এর মধ্যে সবথেকে ছোট্ট গোনাহ্ হলো নিজের মা'কে বিয়ে করা। সুদ নামক এই অভিশাপের সাথে বর্তমানে গোটা জাতিকে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যারা সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে চাকরী করে, তারা নানা ধরনের দাবি আদায়ের জন্য কর্মবিরতি, মিছিল, ধর্মঘট-হরতাল পালন করে থাকে। যে প্রতিষ্ঠানে চাকরী করা হচ্ছে, সেই প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত করতে হবে, এই দাবি কি মুহূর্তের জন্যেও এখন পর্যন্ত উত্থাপন করা হয়েছে? যারা এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরী করে, তারা আল্লাহর কাছে কি

www.pathagar.com

জবাব দিবে? সুতরাং সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠান থেকে সুদকে বিদায় করার জন্য আন্দোলন করতে হবে। যদি কেউ যুক্তি দেয় যে, 'সুদ ব্যতীত বর্তমানে ব্যাংক চলে না।' এ কথা যারা বলে তারা মিথ্যা কথা বলে। ইসলামী ব্যাংক সাউথ ইষ্ট এশিয়ার মধ্যে প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক এবং এই ব্যাংক সবথেকে বেশী মুনাফা অর্জন করে থাকে। সরকারের দৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংক শুধুমাত্র ভিআইপি ব্যাংক নয়-ভিভিআইপি ব্যাংক। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা হারামে বরকত দেন না, হালালে বরকত দেন। কুকুর বছরে একসাথে ছয় সাতটি শাবক প্রসব করে, অপরদিকে গরু বছরে মাত্র একটি শাবক প্রসব করে। অধিকাংশ মানুষের কাছে গরুর গোস্ত প্রিয় খাদ্য-প্রতিদিন অসংখ্য গরু জবেহ্ হচ্ছে। এরপরেও গরুর অভাব নেই। আল্লাহ তা'য়ালা হালাল প্রাণী গরুর ভেতরে বরকত দিয়েছেন।

অপরদিকে হারাম প্রাণী কুকুরের সবগুলো শাবক যদি জীবিত থাকতো, তাহলে রাস্তা পথে কুকুরের আধিক্য দেখা যেতো। কিন্তু কুকুরের মধ্যে বরকত নেই। সুতরাং সুদের মধ্যে বরকত নেই-তা হারাম এবং এই হারাম থেকে মুক্ত থাকতে হবে ও জাতিকে মুক্ত করতে হবে। এ জন্য সুদের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সুদভিত্তিক সমস্ত ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরী করেন, তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে সরকারের কাছে দাবি পেশ করেন যে, আগামী এক মাসের মধ্যে এসব ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত করা না হলে, আমরা এক যোগে লাগাতার কর্ম বিরতি পালন করবো। তাহলে দেখা যাবে সরকার দাবি মানতে বাধ্য হবে।

## মুসলমান হলে কি খাত্না করতে হবে

**প্রশ্ন ঃ** *মোহাম্মাদ সালাহ্ উদ্দিন, কল-কাকলী উচ্চবিদ্যালয়- চট্টগ্রাম। কোনো অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে কি খাত্না করতে হবে?*

**উত্তর ঃ** তেমন কোনো সমস্যা না থাকলে অবশ্যই খাত্না করতে হবে, কারণ খাত্না না করলে সম্পূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। আর পবিত্রতা ব্যতীত নামায আদায় বা কোরআন তিলাওয়াত করা যায় না। বর্তমানে মেডিকেল সাইন্স অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। সুতরাং খাত্নার বিষয়টি অত্যন্ত সহজ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

## ঘরে ছবি থাকলে নামায হবে কি

**প্রশ্ন ঃ** *মোহাম্মাদ আশেক বিন নেজাম। আমাদের এক হুজুর বলেছেন, যেসব ঘরে পত্রিকা, ক্যালেন্ডার বা বই-এর ছবি থাকে, সেসব ঘরে নামায হবে না। এ সম্পর্কে আপনার মত কি?*

**উত্তর ঃ** মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর ছবিযুক্ত পত্রিকা যদি ঘরের টেবিলে বা অন্য কোথাও থাকে সেটা ভিন্ন কথা। প্রাণীর ছবিযুক্ত পত্রিকা, বস্ত্র বা অন্য কিছু দিয়ে ঘরের দেয়াল সাজানো নিষেধ। যে ঘরে প্রাণীর ছবি রয়েছে, সে ঘরে নামাজ আদায় করা ঠিক নয়। একান্ত বাধ্য হয়ে যদি নামাজ আদায় করতেই হয়, তাহলে সাধ্যানুসারে প্রাণীর ছবি আড়াল করেই নামাজ আদায় করা উচিত।

## মৃত্যুর পরে কি দুনিয়ায় আসা যায়

**প্রশ্ন ঃ** *মোহাম্মাদ সেলিম উদ্দিন, সাতকানিয়া, দঃ গারাংগীয়া, আলোর ঘাট-চট্টগ্রাম। আমার প্রশ্ন হলো, একজন মানুষ কি মৃত্যুর পরে আবার দুনিয়ায় আসতে পারে বা আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে?*

**উত্তর ঃ** এই মতবাদ হিন্দুদের, তারা পুনর্জনমে বিশ্বাসী। অর্থাৎ মানুষ মারা যাবার পরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে থাকে। আর ইসলাম পুনরুত্থানের বিষয় মানুষের সামনে উত্থাপন করেছে এবং এই বিষয়টি অত্যন্ত যৌক্তিক। ইসলাম মানুষের সামনে এই ধারণা পেশ করেছে যে, এই পৃথিবীতে মানুষ একবারই জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুর পরে তার পক্ষে পুনরায় জন্মগ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দানে পৃথিবীতে করে যাওয়া যাবতীয় কর্মের হিসাব দেয়ার জন্য এবং ভালো কাজের পুরস্কার লাভ ও মন্দ কাজের পরিণতি ভোগ করার জন্য মানুষের পুনরুত্থান ঘটবে।

## পারফিউম ব্যবহার করে কি নামায হবে

**প্রশ্ন ঃ** *আমি নিজাম, আমি জানতে চাই– আতর না লাগিয়ে অন্য কোনো পারফিউম লাগিয়ে নামায আদায় করলে নামায হবে কি?*

**উত্তর ঃ** যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ঐ পারফিউমের মধ্যে অপবিত্র কোনো বস্তুর মিশ্রণ নেই, তাহলে তা ব্যবহার করে নামায আদায় করা যাবে।

www.pathagar.com

## কলমের কালি হাতে লাগলে কি হবে

**প্রশ্ন ঃ** *মোহাম্মাদ আশরাফুল কালাম, ষষ্ঠ শ্রেণী। শাহ্ওয়ালী উল্লাহ ইনস্টিটিউট-১০৬ জামালখান, চট্টগ্রাম। আমার প্রশ্ন হলো, লেখার সময় কলমের কালি হাতে লেগে যায়। এ অবস্থায় অযু করলে অযু কি হবে?*

**উত্তর ঃ** কলমের কালি প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, এর মধ্যে কোনো অপবিত্র বস্তু নেই। সুতরাং কালি হাতে লাগলে অযু করলে অবশ্যই অযু হবে।

## আব্বা চুল-দাড়িয়ে কেন কলপ দেয়

**প্রশ্ন ঃ** *মোহাম্মাদ গোলাম মোস্তফা– আমি একজন স্কুল ছাত্র। আমার আব্বা দাড়ি ও চুলে কলপ লাগিয়ে নামায আদায় করে। কলপ লাগিয়ে নামায পড়লে নামায কি হবে?*

**উত্তর ঃ** কলপ যদি পবিত্র বস্তু দিয়ে প্রস্তুত করা হয়, তাহলে তা চুলে ব্যবহার করে নামায আদায় করা যেতে পারে। তবে কলপের পরিবর্তে মেহেদী ব্যবহার করাই উত্তম।

## হাপহাতা সার্ট পরে কি নামায হয়

**প্রশ্ন ঃ** *মোহাম্মাদ ফারুক হাসান। স্কুলে হাপহাতা সার্ট পরে আসতে হয়। এই সার্ট পরে কি নামায আদায় করা যাবে?*

**উত্তর ঃ** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করে থাকেন, তাদের ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। কোনো অসুবিধা না থাকলে ফুল হাতা জামা পরেই নামায আদায় করতে হবে। স্কুলে নামাযের সময় হলে জামা পরিবর্তনের সুযোগ থাকে না, সুতরাং সেখানে হাফহাতা সার্ট পরেই নামায আদায় করতে হবে।

## মৃত মানুষের ক্ষুধা

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম রুজিনা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমার বার বার খুধা লাগে। ভাত না খেলে থাকতে পারি না। যারা কবরে আছে, তাদের কি খুধা লাগে না?*

**উত্তর ঃ** আমরা জীবিত আছি এবং এই পৃথিবীতে বাস করি। জীবিত আছি বলেই আমাদের ক্ষুধা লাগে, খাবারের প্রয়োজন হয়। আর যারা কবরবাসী হয়েছেন, তারা তো মৃত এবং মৃত মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। আর আল্লাহ তা'য়ালা যদি তাঁর মৃত কোনো বান্দাকে আহার করাতে চান, তাহলে তিনি কিভাবে করাবেন, সেটা আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

www.pathagar.com

## আসল পীর চিনবো কি করে

**প্রশ্ন ঃ** *আমার নাম আবু সালেহ, সাতকানিয়া-হাতিয়ারকুল এক স্কুলে পড়ি। আমার প্রশ্ন হলো. বাংলাদেশে এত পীর। আসল পীর চিনবো কি করে?*

**উত্তর ঃ** যে পীর মানুষকে আল্লাহর গোলামী করতে বলেন, কোরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেন, নিজের গোলাম না বানিয়ে মানুষকে আল্লাহর গোলাম বানানোর জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, অর্থ-সম্পদের প্রতি যার কোনো লোভ লালসা নেই, বরং নিজে গরীব ও অভাবী লোকদের দুই হাতে সাহায্য করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম যা করেছেন এর বাইরে কোনো কিছু করেন না, অর্থহীন ফত্ওয়া দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ফেত্না বা দলাদলি সৃষ্টি করেন না– সর্বোপরি যে পীর ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে জিহাদে লিপ্ত রয়েছেন, মুরীদদেরকেও এই কাজ করার নির্দেশ দেন এবং সমাজ ও দেশে কোরআন-সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন, তিনিই হলেন প্রকৃত পীর।

## টিভি চ্যানেলে অনুষ্ঠান করা ছবি তোলা হারাম

**প্রশ্ন ঃ** *মোহাম্মাদ মুহসিন মাহমুদ, অষ্টম শ্রেণী। আমি আমার আব্বার সাথে ঢাকায় ফুফুর বাসায় গিয়েছিলাম। ঢাকায় বেশ কয়েকটি দেয়ালে লেখা দেখলাম, ইসলামের নামে টিভি চ্যানেলে অনুষ্ঠান করা, ছবি তোলা হারাম। আপনি টিভি চ্যানেলে অনুষ্ঠান করেন এবং আপনার ছবিও তোলা হয়। আপনি কি হারাম কাজ করছেন?*

**উত্তর ঃ** এসব কথা দেয়ালে দেয়ালে যারা লিখেছে তারা অন্যায় কাজ করেছে। কোনো ফত্ওয়া অপাত্রে যেমন দেয়া বৈধ নয়, তেমনি ফত্ওয়া যেখানে সেখানে লেখার জিনিসও নয়। দেয়ালের পাশে লোকজন দাঁড়িয়ে প্রসাব করে, কুকুর প্রসাব করে। আর এসব জায়গায় ফত্ওয়ার মতো পবিত্র বিষয় লেখা হয়েছে। একশ্রেণীর ফেত্নাবাজ, ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনরা এসব কাজ করেছে। প্রচার মাধ্যম বর্তমান যুগে যে কোনো বিষয় অত্যন্ত দ্রুত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম এবং এর প্রভাব অত্যন্ত কার্যকরী। প্রচার মাধ্যমে যেন কোরআন-সুন্নাহর কথা প্রচারিত হতে না পারে এবং সাধারণ মুসলমানরা যেন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, আর এই সুযোগে ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শ মানুষ অনুসরণ করে

www.pathagar.com

জাহান্নামের দিকে যেতে, এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যেই দেয়ালে দেয়ালে ইসলামের ছদ্মাবরণে এসব কথা লেখা হচ্ছে। এসব ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

## আমি আল্লাহর সাথে কথা বলি

**প্রশ্ন ঃ** *মুহাম্মাদ আলী, ষষ্ঠ শ্রেণী। আমার প্রশ্ন হলো, বিশ্বওলী, সূফী সম্রাট-এর অর্থ কি? বিশ্বওলী শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজ ভান্ডারী (কুঃ) বলেছেন, 'তার দরবার বায়তুল মোকাদ্দাস, আল্লাহর ঘর, সকল জাতির মিলন কেন্দ্র। আমাকে বুঝতে হলে কোরআন দেখতে হবে। আমি আকাশের ওপর বসে সমস্ত মানুষের কাজকর্ম দেখি এবং আল্লাহর সাথে কথা বলি।' তাঁর কথা কি ঠিক এবং কোরআনে কি তার নাম আছে?*

**উত্তর ঃ** নিজের নামের পূর্বে যারা বিশ্বওলী, সুফী সম্রাট যোগ করে, তারা মূর্খ জাহিল ছাড়া আর কিছুই নয়। কেবলমাত্র আত্মমর্যাদাহীন লোকেরাই এসব কথা নিজের নামের পূর্বে জুড়ে দেয়। যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, তার দরবার বায়তুল মোকাদ্দাস, আল্লাহর ঘর, আমাকে বুঝতে হলে কোরআন দেখতে হবে, আমি আকাশে বসে সমস্ত মানুষের কাজকর্ম দেখি, আল্লাহর সাথে কথা বলি– সেই ব্যক্তির দেহের ওপরের চেম্বারে গন্ডগোল দেখা দিয়েছে। দরবারের নামে এসব আখ্ড়া যারা খুলে বসেছে, তারা শয়তানের মুরীদ এবং এসব জায়গা মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কারখানা। এসব ফেত্নাবাজ ব্যক্তিদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিত। এলাকার আলিম-উলামায়ে কেরামের এটা দায়িত্ব যে, সাধারণ মানুষকে এ কথা বুঝানো– এই জাহিল লোকটি মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে শয়তানের পক্ষ থেকে নিয়োজিত।

## গনতন্ত্রের কথা বলা হারাম

**প্রশ্ন ঃ** *ওলামায়ে 'ছু' বলতে কোন্ ওলামাদের বুঝায় বলবেন কি? যেসব মাওলানা টিভিতে প্রোগ্রাম করে, ছবি তোলে, গনতন্ত্রের কথা বলে তারা কি ওলামায়ে 'ছু'?*

**উত্তর ঃ** উলামায়ে ছু বলতে ঐসব নামধারী আলিম-উলামাদের বুঝায়, যারা ইসলামকে ব্যবসার মাধ্যমে পরিণত করেছে এবং দুনিয়ার স্বার্থে ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে। টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে যেসব আলিম-উলামা কোরআন-হাদীসের বক্তব্য মানুষের মধ্যে প্রচার করছেন, তাঁরা অবশ্যই ইসলামের বিরাট খেদমত করছেন। টিভি চ্যানেলে তাঁদের আলোচনা শুনে অসংখ্য লোক নিজের আমল সংশোধন

www.pathagar.com

করছে, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছে, মানুষ ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসছে। যারা এই মহান খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন, তাঁদেরকে উলামায়ে ছু বা দুনিয়াদার আলিম নামে আখ্যায়িত করছে ঐসব লোকজন, যারা ইসলামের নামে ব্যবসা করছে, মুরীদের পকেটের টাকায় যারা বিলাসী জীবন-যাপন করে। কারণ, টিভি চ্যানেলে যেসব আলিম শির্ক, বিদআত সম্পর্কে জাতিকে অবগত করছেন, ভন্ডপীরদের সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করছেন, ফলে দুনিয়া পূজারী পীরদের মুরিদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, ভন্ডপীর সাহেবের টাকায় টান পড়ছে, ফলে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। নিজেদের আসল চেহারা ঢাকার জন্যই হক্কানী আলিমদের বিরুদ্ধে উলামায়ে ছু-এর ফত্ওয়া দেয়া শুরু করেছে।

আলিম-উলামা গনতন্ত্রের কথা না বলে কি সন্ত্রাসের কথা বলবে? যারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন তথা গনতান্ত্রিক পথ অবলম্বন না করে অনিয়মতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করার কথা বলে, তারা তো দেশে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিতে চায়। ইসলাম সন্ত্রাস হারাম করেছে, যাবতীয় কাজ ইসলাম নিয়মতান্ত্রিক পথে করার আদেশ দিয়েছে। যেসব আলিম গনতন্ত্রের কথা বলে, তারা উলামায়ে ছু অর্থাৎ দুনিয়া পূজারী আলিম– এ কথা বলে পীর দাবীদার ঐ লোকটি ইয়াহূদী খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। অমুসলিম শক্তি এটা স্পষ্ট জানে যে, আলিম-উলামা শ্রেণী সবথেকে শান্তি প্রিয়। এরা যা কিছুই করে, তা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় করে– কোনো ধরনের বিশৃংখলা করে না। আলিমদেরকে একবার বিশৃংখলা আর সন্ত্রাসের সাথে জড়িত করতে পারলে তারপর একযোগে তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যাবে। এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই বলা হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তথা গনতান্ত্রিকভাবে ইসলামী আন্দোলন করা হারাম। অতএব তোমাদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে এবং সন্ত্রাসী কায়দায় আন্দোলন করতে হবে। এসব ফত্ওয়া ব্যবসায়িরা আলিমদেরকে উচ্ছৃংখল ও সন্ত্রাসী বানাতে চায়। এদের ফাতা ফাঁদ সম্পর্কে আলিম-উলামা ও ইসলাম প্রিয় মুসলমানদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

## দেওয়ানবাগী ও রাজারবাগী ভন্ডপীর

**প্রশ্ন ঃ** *দেওয়ানবাগের পীর সাহেব ও তার মুরীদরা বলে তারাই নাকি রাসূলের খাঁটি প্রেমিক। ঢাকা রাজারবাগের পীর সাহেব ও তার মুরিদরা বলে, তারাই নাকি রাসূলের পথে আছেন। আসলে কোন্ পীরের কথা সত্য?*

www.pathagar.com

**উত্তর ঃ** এই দুই ব্যক্তিই ইসলামের দুশমন। দেওয়ানবাগের পীর নামের দাবীদার লোকটি মুসলমানদের ঈমান হরণ করছে। এই লোকটি সম্পর্কে ইতোমধ্যেই দেশের প্রথিতযশা আলিম-ওলামা একমত হয়েছেন যে, লোকটি মুরতাদ। জাতীয় মসজিদ ঢাকা বাইতুল মুকাররম মসজিদের সম্মানিত খতীব সাহেবও এই ভন্ড লোকটির সম্পর্কে জুম্মার খুতবায় মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তাকে মুরতাদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এই লোকটি আর ইসলামের সীমার মধ্যে নেই, সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং পতাকা ধারণ করে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে শ্লোগান দিতে দিতে আসবেন, এ ধরনের কথা বলা ও বিশ্বাস করা স্পষ্ট শির্ক ও ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্ এবং হারাম। ইসলামকে মানুষের জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। সুতরাং মুহাম্মদী ইসলাম বলতে কোনো ইসলামের অস্তিত্ব নেই, ইসলাম হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। ইসলামের মৃত্যু ঘটেনি যে, দেওয়ানবাগীর মতো কোনো মুরতাদ ইসলামকে পুনরুজ্জীবন দান করবে। সুপরিকল্পিতভাবে এসব কথা বলে মুসলমানদের ঈমান হরণ করা হচ্ছে। এই লোকটিকে ইসলামের দুশমনরা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত করেছে।

এই লোকটি আরো বলে থাকে যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তার আশেকে রাসূল সম্মেলনে এসে মুনাজাত করে থাকে। কতটা ফিত্না সৃষ্টিকারী এবং মূর্খ হলে একজন মানুষ এ ধরনের কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে! সমস্ত সৃষ্টি মহান আল্লাহর দিকে চেয়ে আছে, সমস্ত কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং একমাত্র তাঁরই কাছে মুনাজাত করে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা মুনাজাত করবেন কার কাছে? তাঁর থেকে বড় আর কে আছে? নিঃসন্দেহে দেওয়ানবাগী একজন প্রতারক, ভন্ড এবং ইসলামের শত্রু কর্তৃক নিয়োজিত মুসলমানদের ঈমান হরণকারী ব্যক্তি। সে মুসলমান নয়, স্পষ্ট মুরতাদ এবং ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে গ্রেফতার করে ইসলামী আইন অনুসারে দন্ড দেয়া হতো। এই লোকটি তার ঢাকার বাসস্থানকে 'বাবে রহমত' হিসাবে উল্লেখ করে থাকে। 'বাব' হলো আরবী শব্দ এবং এর অর্থ হলো দরজা। বাবে রহমত মানে হলো রহমতের দরজা। দেওয়ানবাগী যেটাকে বাবে রহমত বলে থাকে, সেখানে মুসলমানদের ঈমানকে জবেহ করে সহজ-সরল মুসলমানদেরকে জাহান্নামের পথের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এ জন্য বাইতুল মুকাররমের সম্মানিত খতীব সাহেব দেওয়ানবাগীর আস্তানাকে 'বাবে জাহান্নাম' অর্থাৎ জাহান্নামের দরজা নামে আখ্যায়িত করেছেন।

www.pathagar.com

আর রাজারাগের যে লোকটি নিজেকে রাসূলের বংশধর বলে দাবী করছে, এই লোকটি মিথ্যে দাবী করছে। এই লোকটির সাথে রাসূলের বংশের দূরতম সম্পর্ক নেই। লোকটি অজ্ঞ-জাহিল এবং মুসলমানদের মধ্যে দলাদলির কাজে নিয়োজিত রয়েছে। লোকটি নিজের নামের পূর্বে এত বিশেষণ জুড়ে দিয়েছে যে, তার আসল নাম কোন্‌টি তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এরা দুইজনের একজনও পীর নয়– শয়তান। এরা আল্লাহর রাসূলের পথ দূরে থাক– এর ধারে কাছেও নেই। এদের ষড়যন্ত্র থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

## দেওয়ানবাগের ছবি ঝুলিয়ে নামায আদায়

**প্রশ্ন ঃ** *আমার বড় ভাই দেওয়ানবাগের পীরের মুরিদ। সে নামায আদায় করার সময় গলায় দেওয়ানবাগের ছবি ঝুলিয়ে নামায পড়ে। তার নামায কি হবে?*

**উত্তর ঃ** দেশের বিখ্যাত আলিম-উলামায়ে কেরাম দেওয়ানবাগের পীর নামধারী লোকটির ব্যাপারে একমত যে, লোকটি মুরতাদ। এই লোকটি মিথ্যাবাদী, একে যারা অনুসরণ করবে, তারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। দেয়াওয়ানবাগ শুধু নয়– যে কোনো ছবি গলায় ঝুলিয়ে নামায আদায় করলে নামায হবে না। এভাবে নামায পড়া নামায নিয়ে তামাশা করার শামিল।

## ইসলাম চার শ্রেণীতে বিভক্ত কেন

**প্রশ্ন ঃ** *রিয়াজ আনসারী রুবেল, নবম শ্রেণী– নাটোর। আমি জানতে চাই শরীয়াত, মারিফাত, তরিকত ও হকিকত– ইসলাম এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত কেনো?*

**উত্তর ঃ** ইসলাম কোনো ভাগে বিভক্ত নয়– মানুষ নিজেদের স্বার্থে এ ধরনের নানা পথ ও মতের আবিষ্কার করেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে অগণিত জনতার সামনে ঘোষণা করেছেন, 'আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ্ রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এই দুটো আঁক্‌ড়ে ধরে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না।' সুতরাং যারা ইসলামের মধ্যে নানা ধরনের ফের্‌কা আবিষ্কার করার চেষ্টা করবে, মুসলমানদের উচিত তাদেরকে শক্ত হাতে প্রতিরোধ করা এবং এটা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব।

www.pathagar.com

## পীরের উসিলা দিয়ে মোনাজাত

**প্রশ্ন ঃ** *তালিব আহমাদ নুহাশ, আমি একজন মাদ্‌রাসার ছাত্র। আমার আব্বা একজন পীরের মুরিদ। তিনি যখন বাসায় নামায আদায় করেন তখন শুনি, মোনাজাতে তিনি তাঁর পীরের উসিলা দিয়ে দোয়া করেন। এভাবে দোয়া করা কি ঠিক?*

**উত্তর ঃ** যার উসিলা দিয়ে দোয়া করা হয়, তিনিও একজন রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষ। মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা-হিংসা-বিদ্বেষ, জিঘাংসা রয়েছে। এ ধরনের একজন মানুষের উসিলা দিয়ে দোয়া করা হচ্ছে, অথচ এ কথা চিন্তা করা উচিত যে, তিনি যার উসিলা দিয়ে দোয়া করছেন, আখিরাতের ময়দানে তার পরিণতি কি দাঁড়াবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবী নবীর উসিলা দিয়ে দোয়া করেছেন বলে প্রমাণ নেই। আর দোয়া কবুলের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তো কোনো উসিলা দেয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি সরাসরি তাঁর বান্দার আবেদন মঞ্জুর করেন, বান্দার কথা শোনেন। হাদীসে বলা হয়েছে, বান্দাহ্ যখন সিজ্‌দায় যায়, তখন বান্দাহ্ আল্লাহর সবথেকে কাছে চলে যায়।' যা চাওয়ার সিজ্‌দায় গিয়ে চাইতে হবে। শেষ রাতে আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলেন, তোমাদের মধ্যে কে কি সমস্যায় আছো আমাকে বলো, আমি তোমাদের যাবতীয় সমস্যা দূর করবো। এ সময় যে বান্দাহ্ নির্জনে নামায আদায় করে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, অবশ্যই সে দোয়া আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করবেন। এর জন্য কারো উসিলা দিয়ে দোয়া করার কেনো প্রয়োজন নেই।

## ইয়াতিমদেরকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা

**প্রশ্ন ঃ** *আরমান আব্দুল্লাহ রুম্মান, দশম শ্রেণী। আমার পিতা ইন্তেকাল করার পরে আমার আম্মা অন্য এক লোকের সাথে বিয়ে করেন এবং আমাকে ইয়াতিম খানায় দিয়ে দেন। আমি এখানেই লেখা পড়া করছি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হলো, ইয়াতিম খানায় যেসব শিশু-কিশোর লেখাপড়া করে, তাদেরকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হয়। এ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ জানালে খুশী হবো।*

**উত্তর ঃ** ইয়াতিম খানায় যারা লালিত-পালিত হয়, তাদেরকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হয়, এ কথা সবক্ষেত্রে সঠিক নয়। আমি নিজের চোখে অনেক ইয়াতিমখানা দেখেছি, যেখানে অত্যন্ত যত্নের সাথে ইয়াতিমদের লালন-পালন করা হয়। তবে

www.pathagar.com

কোনো ব্যক্তি বিশেষ যদি ইয়াতিমদের অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে থাকে, সেটা ভিন্ন কথা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ইয়াতিমদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন–

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ-وَاَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ-

এবং তুমি ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করো না এবং সাহায্য প্রার্থীকে ধমক দিও না। (সূরা দোহা-৯-১০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ইয়াতিম ছিলেন, তিনি ইয়াতিমকে সর্বাধিক সম্মান-মর্যাদা দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন, 'আমি ও ইয়াতিমদের লালন-পালনকারী জান্নাতে এভাবে একত্রে থাকবো।' হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রাসূল এ কথা বলে নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং দুই আঙ্গুল পাশাপাশি করে দেখালেন। (বোখারী)

ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলালে আল্লাহর আরশ্ খুশী হয়ে যায়। ইয়াতিমদের অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা মারাত্মক গোনাহ্, তাদেরকে ভালোবাসতে হবে এবং তাদের অধিকার আদায় করতে হবে। কর্কশ ভাষায় তাদের সাথে কথা বলা যাবে না। তবে তাদেরকে ঐসব কারণে শাসন করা যাবে, যেসব কারণে নিজের সন্তানকে শাসন করা যায়।

## প্যান্ট পরে কি নামায পড়া যায় না?

**প্রশ্ন ঃ** *রোকন মাহমুদ সিয়াম, দশম শ্রেণী- জুবিলী স্কুল- ঢাকা। আমার চাচা তাবলিগ করেন। তিনি আমাকে বলেছেন, প্যান্ট পরে নামায পড়লে নামায হবে না। কিন্তু আমি যখন স্কুলে থাকি, তখন তো আমাকে প্যান্ট পরেই নামায পড়তে হয়। তাহলে আমার নামায কি হচ্ছে না?*

**উত্তর ঃ** প্যান্ট পরে নামায আদায় করলে নামায হয় না, এ কথা ঠিক নয়। তবে এমন প্যান্ট পরা যাবে না, যা স্কীন টাইট। এ ধরনের প্যান্ট পরে নামাযের রুকু সিজ্দা যথাযথভাবে আদায় করা যায় না এবং লজ্জাস্থান স্পষ্ট প্রকাশ পায়। প্যান্ট এক ধরনের পায়জামা বিশেষ এবং এই প্যান্ট হতে হবে ঢিলেঢালা। প্যান্ট যখন কিনবে বা টেইলরকে দিয়ে বানাবে, তখন তা এমনভাবে বানিয়ে নেবে, যেন সেটা পরে যথাযথভাবে নামায আদায় করা যায় এবং লজ্জাস্থান দৃষ্টিগোচর না হয়। এমন পোষাক পরাই উচিত নয়, যে পোষাক পরার পরও লজ্জাস্থান দৃষ্টি গোচর হয়।

www.pathagar.com

# আল কোরআনের দিকে আহ্বান

মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাত। কিন্তু এই নে'মাত মুসলমানদের কাছে মওজুদ থাকার পরও বিশ্বব্যাপী মুসলমানরাই সর্বাধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এর কারণ হলো, অধিকাংশ মুসলমানরা কোরআনের দাবী অনুসারে জীবন পরিচালনা করছে না। মুসলমানদের হারানো গৌরব ফিরে পাবার জন্য কোরআন নির্দেশিত পথে ফিরে আসতে হবে। এ জন্য মুসলমানদেরকে কোরআন নির্দেশিত পথের দিকে আহ্বান জানানো আমাদের সকলের কর্তব্য। আমাদের বহুমুখী ব্যস্ততার কারণে আমরা ইচ্ছে থাকার পরও সকলকে কোরআনের পথে আহ্বান জানাতে পারছি না। ফলে অগণিত মুসলমান কোরআন নির্দেশিত পথের সন্ধান পাচ্ছে না।

## মানুষ যেন সহজেই কোরআন নির্দেশিত পথের সন্ধান পায় এ জন্য গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক একটি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

আপনি যে এলাকায় বাস করেন অথবা যেখানে আপনার কর্মক্ষেত্র, সে এলাকায় মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, পাঠাগার, ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি রয়েছে। এসব স্থানে আপনি তাফসীরে সাঈদী উপহার দিয়ে কোরআনের প্রতি আহ্বান জানানোর দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণ করে মহান আল্লাহর রহমতের একজন অংশীদার হতে পারেন। আপনার উপহার দেয়া বা দান করা এই তাফসীর পাঠ করে একজন মানুষও যদি কোরআন নির্দেশিত পথের সন্ধান লাভ করে, তাহলে আপনার আমলনামায় নেকী জমা হবার যে শুভ সূচনা হবে, তা আপনার ইন্তেকালের পরও অগণিত বছর ব্যাপী জমা হতেই থাকবে। আর এর নিশ্চিত বিনিময় হলো, আপনি কিয়ামতের কঠিন দিনে উপকৃত হবেন– যেদিন কেউ কাউকে উপকার করার জন্য এগিয়ে আসবে না।

www.pathagar.com

আপনি যদি কোথাও তাফসীরে সাঈদী উপহার দিতে চান অথবা আপনার মরহুম পিতা-মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের লক্ষ্যে দান করতে চান তাহলে আপনার পরামর্শ মত নিম্নের নমুনা অনুসারে আপনার নামের একটি ব্যক্তিগত স্টীকার তাফসীর খন্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় লাগিয়ে দেয়া হবে।

## তাফসীরে সাঈদীর এই খন্ডটি দান করেছেন

মুহ্তারাম/ মুহ্তারেমা.....

এই তাফসীর খন্ডটি দান করার উসিলায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দানকারীর পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে পৃথিবী এবং আখিরাতে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

اَللّٰهُمَّ الرْحَمْنِ بِلْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ

হে আল্লাহ! কোরআনের সম্মানে তুমি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো।

আল্লামা সাঈদী সাহেব কর্তৃক রচিত তাফসীরে সাঈদী অথবা অন্য যে কোনো গ্রন্থ দান করতে বা উপহার দিতে ইচ্ছুক হলে ফোন অথবা পত্রের মাধ্যমেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

**গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক**

৬৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

www.pathagar.com

# শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

www.pathagar.com